

ভীষ্ম ।

(নাটক)



শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত ।

স্বরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কলিকাতা ।

১৩৫৪



কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযুক্ত শ্রীকদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—১ বৈশাখ, ১৩৫৪

কলিকাতা, ৬নং সিমলা স্ট্রীট,
“এমারেন্ড্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্” হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ।



ব্রজেন্দ্রলাল রায়

ত্রিগোপাল প্রেস।

উৎসর্গ।



বর্তমান যুগের
নূতন ভাবের প্রবর্তক

স্বর্গীয় মহাপুরুষ

৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের

উদ্দেশে

এই নাটকখানি উৎসর্গ হইল।



ভূমিকা ।

ভীষ্মের মত মহৎ চরিত্র আর মহাভারতে নাই বলিলেও চলে । সেই দেবচবিত্র লইয়া নাটক রচনা করা আমার পক্ষে অসমসাহসিকতাব কথা । অথচ এরূপ চরিত্র চিত্রিত করিবাব প্রলোভনও সংবরণ করিতে পারি নাই । পাঠকগণ আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন ।

আমি ভীষ্মের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই । কিংবা ভীষ্ম সম্বন্ধে মহাভারতে বর্ণিত কাব্যটুকু সঙ্কলন করিতেও বসি নাই । ভীষ্মের জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে নাটক আবৃত্ত না করিয়া সেই জন্ম আমি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে এই নাটক আরম্ভ করিয়াছি, এবং কোন কোন স্থলে বিগত কল্পনাব সাহায্য লইয়াছি ।

নাটকে এরূপ কাল্পনিক ব্যাপারের অবতারণা যে সম্পূর্ণ সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত তাহা পণ্ডিত মাত্রই অবগত আছেন । কালিদাসেব অভিজ্ঞানশকুন্তলে বর্ণিত অনেক ব্যাপারের উল্লেখমাত্র মহাভারতে নাই । ভবভূতিও তর্জ্জচিত উত্তর-রামচরিতে বর্ণিত বহু ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন ।

সত্যবতী ধীবরনন্দিনী, ধর্ম্মভ্রষ্টা কুমারী । তিনি ঋষির নিকট ‘অনন্ত-যৌবন’ বর চাহিয়া লইয়াছিলেন । কিন্তু ভীষ্মের পতন সংবাদে যে তিনি মুহূর্ত্তে স্ববিরা হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা মহাভারতে বর্ণিত উপাখ্যানে নাই । তিনি সে সমস্ত বাঁচিয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ । এ স্থলে আমি কাব্য-হিসাবে কল্পনার সাহায্য লইয়াছি ।

ଭୀଷ୍ମের সহিত অশ୍ବାର সম্প୍ରীতি নাটকানুসারে কল্পিত হইয়াছে ।
 তাঁহার প্রতিজ্ঞার কঠোরত্ব ও চরিত্রমহତ্ব তাহাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়াই
 আমাদের বিশ্বাস ।

দাশরাজের চবিত্র সম্পୂର୍ଣ୍ଣ কাল୍ପନିକ । মহାভାରতে তাହାବ উଲ୍লেখ
 ଯାତ୍ର ଆছে ।

ଭୀଷ୍ମের প্রতি শାଶ୍বেବ বিଦ୍বেଷ নাটକହିসାବେ କଲ୍ପିତ ହୈୟାଛେ ।

ମାଧବେର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଲ୍ପନିକ ।

ଅନ୍ତ କୁତ୍ରାପି ବୋଧ ହୁଏ ଆମି ମହାଭାରତେର ଉପାଧ୍ୟାନ ଲଞ୍ଜନ କବି
 ନାହି ।

ଅନ୍ତାନ୍ତ ଚବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟେ ଯାହାହି ହୋକ, ଆମାବ ବିଶ୍ବାସ ଯେ ଆମାର କଲ୍ପନା
 ହାବା ଭୀଷ୍ମେର ମହଂ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର କୁତ୍ରାପି କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ନାହି । ଇତି ।

ପ୍ରାସ୍ତବକ ।

কুশীনবগণ ।

পুরুষ ।

শিব । ত্রীকৃষ্ণ । পরশুরাম ।

শান্তনু হস্তিনাধিপতি ।

ভীষ্ম
চিত্রাঙ্গদ
বিচিত্রবীৰ্য্য

} শান্তনুর পুত্র ।

মাধব শান্তনুর বয়স্ক ।

শাৰ্ঙ্গ্য সৌভাধিপতি ।

মহর্ষি ব্যাস, দাশরাজ, দাশরাজের মন্ত্রী, কাশিৰাজ,
পঞ্চপাণ্ডব ও কুরুপক্ষ ।

স্ত্রী ।

উমা । গন্ধা ।

সত্যবতী দাশরাজ-কন্তা (চিত্রাঙ্গদ ও
বিচিত্রবীৰ্য্যের মাতা ।)

অম্বা
অম্বিকা
অম্বালিকা

} কাশিৰাজকন্তা ।

গান্ধরী কোরবমাতা ।

কুন্তী পাণ্ডবমাতা ।



ভীষ্ম ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।



স্থান—ব্যাসের আশ্রম-উদ্যান । কাল—প্রভাত ।

ব্যাস ও ভীষ্ম সেই উদ্যানে পান্চারণ কবিতেছিলেন

ব্যাস । ধর্ম্মের পরম তত্ত্ব নিহিত গুহায় ।

ভীষ্ম । কোথায় খুঁজিব তারে ?

ব্যাস । আপন অন্তরে ।

ভীষ্ম । কিরূপে পাইব তারে ?

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

ব্যাস । —অবহিত মনে

উৎকর্ণ হইয়া শুন—সেই সুমধুর
আচ্ছাদিত, ধ্রুব, গাঢ়, গভীর সঙ্গীত
—আপনার হৃদয়-মন্দিরে ।

ভীষ্ম । কৈ ! কিছ—

শুনিতে না পাই প্রভু !

ব্যাস । পাইবে নিশ্চয়
দেবব্রত ! তোমাবে দিয়াছি দিব্যজ্ঞান ।
এইবাব শুন দেখি ;—ঐ শুন বাজে
হৃদয়-বীণার তারে মধুর বন্ধার ;
শুন দেবব্রত । শুনিতেছ ?

ভীষ্ম । শুনিতেছি

যেন এক দূরগত সমুদ্রকল্লোল ।

ব্যাস । বুঝিতেছ মৰ্ম্ম তার ?

ভীষ্ম । কিছই বুঝি না ।

ব্যাস । মন দিয়া শুন পুনরায় ।

ভীষ্ম । শুনিতেছি ।

ব্যাস । শুন দেবব্রত—ঐ মহাগীত বাজে—
“সকল ধর্ম্মের মূল—ত্যাগ পরহিতে” ।

ভীষ্ম । ত্যাগ ঋষিবর ?

ব্যাস । ত্যাগ । আপনার সুখ
হাস্তমুখে বলিদান দেবতার পদে—

ইহাই পবন ধর্ম ; ধর্ম-সনাতন ;—

অপব সকল ধর্ম যাহাব সন্তান ।

ভীষ্ম । নিজ স্মৃতি বলিদান দেবতাব পদে ?

ব্যাস । নিজ স্মৃতি বলিদান দেবতাব পদে—

এই মহাধর্ম ।

ভীষ্ম । কে সে দেবতা ?

ব্যাস । মানব ।

ভীষ্ম । কি হেতু কবিরে নব স্মৃতি বলিদান ?

ব্যাস । লভিতে পবন স্মৃতি ।

ভীষ্ম । কি সে স্মৃতি প্রভু ?

ব্যাস । বিবেকেব জয়ধ্বনি, আত্মাব সন্তোষ,
মানুষেব আশীর্বাদ । সেই মহাস্মৃতি,
ত্যাগেব পবন শান্তি,—নিকটে যাহাব
স্বার্থেব সিদ্ধি স্মৃতি পাণ্ডু হ'য়ে যাব—
স্বর্গ্যোদয়ে চক্রসম । মানুষেব জয়,
সত্যতাব অগ্রসাব—স্বার্থ বলিদানে ।
সে মহা উদ্দেশ্যে স্বীয় কর্তব্য পালন—
মহাস্মৃতি দেবব্রত ।

ভীষ্ম । বুঝিতেছি প্রভু ।

ব্যাস । মনঃস্থিতি হ'য়ে কব এই মন্ত্রজপ,
স্পষ্টতব স্পষ্টতব স্তনিবে সঙ্গীত ;
সম্মিলিত, পৃথিবী সব গীত-ধ্বনি,

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বেজে ওঠে সমস্তরে যে মহাসঙ্গীতে ;

বেণুর নিশ্বনে জাগি' যেই সামগান

শৃঙ্গের উচ্ছ্বাসে গিয়া হয় অবসান ।

—মত্ত কর জপ ।

ভীষ্ম ।

যথাদেশ ঋষিবর ।

বাস । সন্ধ্যা সমাগত । চল আশ্রম ভিতর ।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



স্থান—নন্দদার তীরে থেয়াঘাট ।

কাল—সন্ধ্যা ।

দাশরাজের কণ্ঠা সত্যবতী একাকিনী

সেইখানে বেড়াইতেছিলেন ।

সত্যবতী । স্বর্ঘ্য অস্ত গেছে—ঐ ফুটিতেছে ধীরে

নীলাকাশে শত শত নক্ষত্র ভাস্বর,

প্রবাসীর চিন্তাপটে বাল্যস্মৃতি সম ।

আজি মনে পড়ে সেই রঞ্জিত সন্ধ্যায়,
 বাহিতেছিলাম তরী যমুনার জলে,
 একাকিনী । এক ক্লম্ব দীর্ঘকায় ঋষি
 কহিল সে তীরে আসি’, “সুন্দরি ! আমারে
 পার কর, বিনিময়ে লহ আশীর্বাদ” ।
 দীর্ঘ শ্বেতশ্রুগ তার পবন-কম্পিত,
 করুণ কাতর স্বর । ভিড়াইয়া তরী
 লইলাম ঋষিবরে । ভাসিল আবার
 তরণী নদীর জলে । দেখিতেছিলাম
 নদীর সলিলে প্রতিবিম্বিত সন্ধ্যায়,
 শুনিতেছিলাম তার তরল কল্লোল ।
 অকস্মাৎ করম্পৃষ্ট হ’য়ে ভেঙ্গে গেল
 আমার জাগ্রত স্বপ্ন । তার পর এক—

সখীগণের প্রবেশ ।

১ সখী । *এই যে এখানে মৎস্তগন্ধা !

২ সখী । একাকিনী ।

৩ সখী । চল সখি ! গৃহে*চল ।

৪ সখী । গৃহে চল সখি !

সত্যবতী । যাইতেছি । তোমরা এগোও ।

১ সখী । সে কি কথা !

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

আমরা কি যেতে পারি, হেথা একাকিনী
রাখিয়া তোমারে !

সত্যবতী । যাও, যাও বলিতেছি ।

২ সখী । ওকি ! ক্রুদ্ধ কেন সখি ! কি দোষ ক'রেছি ?

সত্যবতী । কোন দোষ কর নাই । ক্রুদ্ধ হইয়াছি—

ক্ষমা কব প্রিয়সখী । [হাত জোড় করিলেন] ।

৩ সখী । ও আবাব কি প্রকার ?

সত্যবতী । সত্য, ক্ষমা কর ।

৪ সখী । করিলাম ক্ষমা । তবে গৃহে ফিরে চল ।

সত্যবতী । তোমরা আমারে ভালোবাসো ?

১ সখী । ভালোবাসি ?

কে বলিল'—

২ সখী । ভালোবাসি ? কিছু না কিছু না ।

৩ সখী । তোমারে আমরা সব বিষ চক্ষে দেখি ।

৪ সখী । ভালোবাসি কিনা তাই করিছ জিজ্ঞাসা ?

সত্যবতী । সত্য যদি ভালোবাস, তবে ঘৃণা কর

ঘৃণা কর পাপীয়সী ধীবর-কন্তায় ।

১ সখী । সে কি !

সত্যবতী । জানো কি কে আমি ?

২ সখী । জানি—সত্যবতী ।

সত্যবতী । আর কিছু ?

৩ সখী । দাশরাজ-কন্তা তুমি অনন্তঘোবনা ।

সত্যবতী । আর কিছু ?

৪ সখী । কই, আর কিছুই জানি না ।

সত্যবতী । কিছুই জানো না তবে, জানিবে না কভু ।

—যাও প্রিয়সখী সব গৃহে ফিরে যাও,

আমি যাইব না ।

১ সখী । কেন ?

সত্যবতী । বলিব না ।

২ সখী । কেন ?

সত্যবতী । এ ‘কেন’র সহুত্তর পাইবে না কভু ।

যাও গৃহে ফিরে যাও । আমি যাইব না ;

আমার আলয় নাই ।

১ সখী । কি ? কাদিছ সখি ?

সত্যবতী । না না ফিরে যাও ।

২ সখী । এ কি ! কেন রুদ্ধ স্বর ?

সত্যবতী নীরব রহিলেন ।

৩ সখী । নীরব যে মৎস্তগন্ধা ? কি ভাবিছ সখি ?

৪ সখী । সত্য, কি ভাবিছ সখি ?

সত্যবতী । কিছু না ।

৩ সখী । বল না ।

সত্যবতী । জানি না কি ভাবিতেছি ।

৩ সখী । বলিবে না সখি ?

৪ সখী । দেখিয়াছি আমি, শুভ্র স্নানর প্রভাতে—

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

চাহিয়া স্নদুব নীল শৈলবাজি পানে,
তুমি চেয়ে চেয়ে থাক উদাস প্রেক্ষণে
বহুক্ষণ : অকস্মাৎ চক্ষু ছুটি হ'তে
জুটি উষ্ণ অশ্রুবিন্দু নেমে আসে ধীরে
যমজ ভগ্নীব মত, সমবেদনায় ।
গুনিয়াছি কখন বা কহিতে কহিতে
থমকি দাঁড়ায় বাক্য তব অন্ধপথে ;
বাদিত বীণাব তাব যেন ছিঁড়ে যায়
অকস্মাৎ । বল সখি কি ভাব নিয়ত ?

সত্যবতী । কিছু না—কিছু না—গৃহে চল সহচরী ।

কে ছিল আমাব ? কবে ? কোথায় ? কিছু না ।

[ইত্যবসবে ধনুর্কোণ হস্তে শান্তনু আসিয়া দূরে দাঁড়াইয়া এই সব
ব্যাপার দেখিতেছিলেন ও গুনিতেছিলেন । ক্রমে সত্যাবতী সসহচরী
অপস্রতা হইলেন । শান্তনু পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন ।]

দুইজন ধীবরের প্রবেশ ।

১ ধীবর । আজ স্নবিধে হোল না ।

২ ধীবর । কিছু না ।

১ ধীবর । চল্ বাড়ী ফিরে যাই ।

২ ধীবর । চল্ ।

৮]

১ ধীবর । ওবে এটা রাক্তির না দিন ?

২ ধীবর । রাক্তিব ।

১ ধীবর । তবে অন্ধকার নেই কেন ?

২ ধীবর । ওরে চাঁদ উঠেছে রে চাঁদ উঠেছে ।

১ ধীবর । তাইত ! কিন্তু বাবা কি ভয়ানক !—যেন জ্বলছে ।

২ ধীবর । তাইত বে !—ওঃ ! ওর পানে চাওয়া যাচ্ছেনা ।

১ ধীবর । আচ্ছা, বল্ দেখি ভাই, চাঁদ বেশী উপকারী না সূর্য্য বেশী

উপকারী ?

২ ধীবর । সূর্য্য ।

১ ধীবর । আরে দুর্ !

২ ধীবর । কেন ?

১ ধীবর । চাঁদ বেশী উপকারী ।

২ ধীবর । কিসে ?

১ ধীবর । আরে দেখুছিম্‌নে ভাই, চাঁদ না থাকলে কি অন্ধকারটাই

হোত । চাঁদ অন্ধকার রাতে আলো দেয় ।

২ ধীবর । আর সূর্য্য ?

১ ধীবর । সেত দিনে আলো দেয় । তখন সূর্য্যের দরকারই নাই ।

২ ধীবর । তুইত অনেক ভেবেছিচ্ছ ।

১ ধীবর । ভেবে ভেবে কাহিল হ'য়ে গেলাম ।

[সে বেশ স্থলকায় ছিল]

২ ধীবর । তাইত দেখুছি ।

১ ধীবর । ওরে—ও কে ?

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

২ ধীবর । কৈ ?

১ ধীবর । ঐ যে !

২ ধীবর । মানুষ ।

১ ধীবর । বেঁচে আছে ?

২ ধীবর । উহঃ ! মরে' গিয়েছে ।

১ ধীবর । মর্কে কেন !

২ ধীবর । নড়ছে না । জ্যাস্ত মানুষ হ'লে নড়বে ত ?

১ ধীবর । আব মরা মানুষ বুঝি তালগাছের মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে ?

২ ধীবর । তাইত । তবে ত—ধোঁকায় ফেল্লে ।

১ ধীবর । এ বেশ একটু ছোট-খাটো রকমেব ধোঁকা । এর ত মীমাংসা হয় না ।

২ ধীবর । কি করে' হবে !—যদি ও বেঁচেই থাকবে, ত নড়ে না কেন ?

১ ধীবর । কে এমন মাথার দিব্যি দিয়েছিল !

২ ধীবর । আর যদি মরে'ই গিয়ে থাকে, তবে সংয়ের মত খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে কি করে'—?—এরকম ত দেখা যায় নি ।

১ ধীবর । কৈ ! দেখেছি বলে'ত মনে হচ্ছে না ।

২ ধীবর । কি করে' মীমাংসা হবে !

১ ধীবর । কৈ আর মীমাংসা হয় ।

২ ধীবর । আচ্ছা লোকটাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্পে হয় না ?

১ ধীবর । [চিন্তিতভাবে] হুঁ—তা হয় বোধ হয় ।

২ ধীবর । তবে জিজ্ঞাসা করা যাক । [উভয়ে শান্তনুর কাছে গেল ।

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

১ ধীবর । ওহে ! ওহে !

২ ধীবর । ওহে ভদ্রলোকটি !

১ ধীবর । কথাও কয় না যে !

২ ধীবর । তবে—মরে' গিয়েছে ।

১ ধীবর । তা—ছাই, তাই বলুক না । আমরা নিশ্চিত হ'য়ে বাড়ী চলে' যাই ।

২ ধীবর । না, এবিষয় কিছু ঠিক করা গেল না । চল্ বাড়ী ফিরে যাই ।

[উভয়ে প্রস্থান]

শান্তনু । প্রারুটের ভরা নদী উঠিয়াছে ছাপি'

তার কূলে কূলে । শরতের পূর্ণশশী ।

পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম । কোন ক্রটি নাহি ।

কিছু অপূর্ণতা নাহি । এই রূপরাশি—

মাধুরীর উৎসবের পূর্ণ আয়োজন ।

এ রূপবর্ণনারূপ নিষ্ফল প্রয়াসে

ভাষা নিরন্তর হয় ।—এষে অপরূপ !

এষে ত্রিদিবের হ্র্যতি, বিশ্বের বিস্ময় ।

—ধীরে ধীরে ভাবিবার শক্তি ফিরে আসে ।

কে এ বালা ? কা'র কণ্ঠা ? কোথা তা'র বাড়ী ?

—এই দিকে গেল ন'সে ! কে বলিয়া দিবে

তাহার আবাস বার্তা !

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মহারাজ শান্তনুর বয়স্য মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । এসো আমি দিব ।—ওকি ! আর একটু হ'লেই হ'য়েছিল
আর কি !

শান্তনু । কি ?

মাধব । মুছ' ! আমি কথা কইলাম, আর তোমার কাছে যেন
একটা বজ্রাঘাত হোল ।

শান্তনু । না না ।—কি সংবাদ বয়স্য ?

মাধব । মৃগ পালিয়েছে ।

শান্তনু । তা পালাক্ । কিন্তু—অপূর্বসুন্দরী !

মাধব । কে ?

শান্তনু । একটি যুবতী । এতক্ষণ আমি নির্বাক হ'য়ে—

মাধব । ওঃ বুঝেছি । মদন আবার বাণ মেরেছেন ।

শান্তনু । উঃ !

মাধব । বিবম যজ্ঞণা ! বিবম যজ্ঞণা ! প্রাণ যায়—বাঁচিনে—এই
রকম ত !

শান্তনু । বয়স্য !—

মাধব । সেটা কিন্তু জেলের মেয়ে ।

শান্তনু । তুমি দেখেছ ?

মাধব । দেখেছি ।

শান্তনু । আর একবার দেখাতে পারো ?

মাধব । দেখে কি হবে ?

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

শান্তনু । তাকে ভালো কবে' দেখা হয় নি বন্ধু!—আমি একবার—
দেখবো ।

মাধব । বুঝেছি । চল, এই পথ দিয়ে ।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—দাশবাজের আবাস গৃহ । কাল—প্রভাত ।

দাশরাজ অতি ক্রুদ্ধভাবে পাদচারণ করিতেছিলেন ।

তঁাহাব মন্ত্রী পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছিলেন ।

দাশবাজ । আমি চটিছি—অত্যন্ত চটিছি । বাণীরই মাথা খারাপ না
হয় । কিন্তু যদি বাড়িগুদ্ধ—না এতটা—না, আমি কালই বাজ্য ছেড়ে
চলে' যাবো ।

মন্ত্রী । আজ্ঞে—

দাশরাজ । আমি 'আজ্ঞে' চাইনে, কাজ চাই । কাজ যদি না কর্তে
পারো, চলে' যাও ।

মন্ত্রী । আজ্ঞে—কাজ কর্ব বৈ কি ।

দাশরাজ । 'বৈ কি' ।—সকলের মুখে ঐ এক কথা 'বৈ কি' ।

[১৩

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

‘বৈকি’র এমন কি বিশেষ একটা গুণ আছে যে,—তা আমি জানি না । আমি—না আমি আত্মহত্যা কর্বে ।

দাশরাজীর প্রবেশ ।

রাজ্ঞী । কর্বে ত কর্বে ।—ঈঃ আত্মহত্যা কর্বে ! আত্মহত্যা করা অমনি সোজা কথা কি না ।—আত্মহত্যা কর্বে ! রোজই ত শাসাও—আত্মহত্যা কর্বে । একদিনও ত কর্তে দেখ্লাম না । আত্মহত্যা কর্বে । কর না । কর ।—আমার সম্মুখে আত্মহত্যা কর । আজই কর । এক্ষণি । কর ।—কি চুপ করে’ রৈলে যে ? কর আত্মহত্যা !

দাশরাজ । তবে কর্বে ?

রাজ্ঞী । কর ।

দাশরাজ । তবে মন্ত্রী ! আত্মহত্যা করি ? করি ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে তা কি হয় !

দাশরাজ । তা হয় না বুঝি ?—শুনলে রাণী !, মন্ত্রী বারণ কচ্ছে । নৈলে নিশ্চয় আত্মহত্যা কর্তাম ।

রাজ্ঞী । কেন ! [মন্ত্রীকে] তুমি বারণ কচ্ছ কেন ? তুমি বারণ কর্কার কে ? আমি রাণী—আমি আজ্ঞা ক’রেছি । তার ওপর কথা !—যাও, তোমার কাজ থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে দিলাম ।

দাশরাজ । কি রকম !—মন্ত্রী নৈলে রাজ্য চ’লবে কি রকম করে’ ?

রাণী । রাজ্য ত ভারী ! মোটে ত জেলের সর্দার । অমনি হোলেন দাশরাজ ! রাজ্যের মধ্যে ত একখানি গাঁ—আর একটা নদীব আধখানা । রাজ-কাজ ত নদী কি পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা ।

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

‘রাজ্য চ’লবে কেমন করে’ ! ওঃ !—রাজ্য আমি চালাবো । তুমি আত্মহত্যা কর ।

দাশরাজ । কি ! তোমার কথায় ?—রাণী ভিতরে যাও ।

রাজ্ঞী । ওরে পোড়াবমুখো—হতচ্ছাডামিস্বে ! এর সামনে নিজের বিদ্যা জাতিব কবা হচ্ছে !—আমি বাণী, আমার উপর কথা ! ওরে ডাক্তার অলপ্পেয়ে—

দাশরাজ । ছি ছি ছি ! অশ্লীল । রাণী অশ্লীল ।

রাজ্ঞী । রেবো—বেবো বাড়ি থেকে । নৈলে—

দাশরাজ । নৈলে—কি ?

রাজ্ঞী । নৈলে ঝাঁটাপিটে কর্ব ।

দাশরাজ । ঝাঁটাপিটে ?

রাজ্ঞী । ঝাঁটাপিটে ।

দাশরাজ । ঝাঁটাপিটে ?

রাজ্ঞী । ঝাঁটাপিটে ।

দাশরাজ । কেউ কখন শুনেছে যে কোন দেশের বাণী সে দেশের বাক্যকে ঝাঁটাপিটে ক’রেছে !—মন্ত্রী ! শুনেছ ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে না ।

রাজ্ঞী । তবে দেখ [প্রস্থান]

মন্ত্রী । মহারাজ সরে’ পড়ুন । সময় থাকতে থাকতে সরে’ পড়ুন ।
রাণী বড় রেগেছেন ।

দাশরাজ । ক্টি ! আমি রাজা, আমি এক নারীর ভয়ে সরে’ পড়বো ।—ওঁকে কে আছি—নিষে আর ত আমার তীর ধনুক, আর—

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

মন্ত্রী । , পার্কেই না—সরে' পড়ুন । পার্কেই না ।

দাশরাজ । তাই না কি ?

মন্ত্রী । আমি ব'লছি—সরে' পড়ুন ।

দাশরাজ । আচ্ছা—তুমি যখন ব'লছো ।—আর তুমি যখন মন্ত্রী ।

[গমনোদ্ভূত ।]

শাস্ত্রু ও মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । এই বুঝি দাশরাজ !—মহাশয় অর্পনি কি এ দেশের রাজা ?

দাশরাজ । নৈলে কি তুমি রাজা ? দেখ—তোমরা খবর না দিয়ে—
আমার কাছে এসে উপস্থিত যে ! তা'র উপরে একেবারে “মহাশয়
আর্পনি কি এ দেশের রাজা ?” এ কি রকম ! আমার কাছে যা'রা আসে
তা'রা কি করে জানো ?

মাধব । আজ্ঞে না, তা ত জানিনে ।

দাশরাজ । তা'রা আগে এই মন্ত্রীর পিসতুত শালাকে ভেট
পাঠায় ।

মাধব । আজ্ঞে পিসতুত শালাকে !—

দাশরাজ । হাঁ ! পিসতুত শালাকে । তার পর মাসতুত ভাইয়ের
স্বগুরের কাছে হাত জোড় করে' দাঁড়ায় ।

মাধব । ও বাবা ! এতখানি আদব কায়দা !

দাশরাজ । আমি রাজা ।—কি বল মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে মহারাজ ।

মাধব । তা কে অস্বীকার কচ্ছে' !

১৬]

দাশরাজ । স্বীকার কচ্ছ'?

মাধব । না হয় স্বীকার করলাম ।

দাশরাজ । 'না হয়' কি রকম ?—মন্ত্রী !

মন্ত্রী । আজ্ঞে—'না হয়'টা আমিও বড় একটা বুঝতে পাচ্ছি নে ।

দাশরাজ । এর মধ্যে 'না হয়' টা হয় নেই । আমি রাজা ।
এখন কি বলতে চাও—বল ।

মাধব । এখন বলতে চাই এই যে—আমার প্রিয় সখা—এই ইনি—
অর্থাৎ একে মদন বাণ মেরেছেন । ইনি তাই ছট ফট কচ্ছেন ।

দাশরাজ । মদন কে ? মন্ত্রী ! এই মদনটা—কে ? সে এই নিরীহ
ভদ্রলোককে বাণ মারে কেন ? ধরে' নিয়ে এস তাকে—আমি বিচার
কর । বাণ মারলে কেন ?

মাধব । শুনতে পাই—আপনাব একটা কত্যা আছে । কথাটা কি
সত্য ?

দাশরাজ । তা আছে ।

মাধব । আমার প্রিয় সখা তাঁকে দেখেছেন । এই তাঁর অপরাধ !
এই অপরাধে মদন একে বাণ মেরেছেন । মহারাজ ! আপনি এর
একটা বিচার করুন ।

দাশরাজ । নিশ্চয়ই করব । আমার মেয়েকে দেখেছেন ত আমি
বাণ মারব । মদন মারবে কেন !—মন্ত্রী !

মন্ত্রী । বটেইত মহারাজ ।

দাশরাজ । মদন কি এই রকম বাণ মেরে বেড়ান ?

মাধব । আজ্ঞে মহারাজ, এই তাঁর বাবসা ।

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । ব্যবসা কি রকম ?

মাধব । এই, যদি একজনের চেহারা-খানা চলন সৈ হয়, আর গড়নটা যুৎসৈ হয় ; আর তিনি ব্যাকরণ হিসাবে জ্ঞানিঙ্গ শ্রেণীয় হন, এঁরা— অর্থাৎ এঁদের ক্ষুধা মাটি, রাত্রে ঘুম হয় না, দিবারাত্র পাথার বাতাস কর্তে হয়, প্রাণ আই চাই করে ।

দাশরাজ । কেন ?

মাধব । মদন বাণ মারেন ।

দাশরাজ । তাইত ! মন্ত্রী ! তুমি কি মন্ত্রণা দাও ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে, আপনি যা উচিত বিবেচনা করেন ।

মাধব । আপনার মন্ত্রীটিত বেশ দক্ষ । এমন মোলায়েম সহজ মন্ত্রী আর কোন রাজার ভাগ্যে ঘটেছে বলে' আমি জানিনা । মন্ত্রণায় বৃহস্পতি !

দাশরাজ । খুব পুরাণ লোক কিনা !

মাধব । তাই এত বুদ্ধি ।

দাশরাজ । মন্ত্রী, এই মদনকে ধরে' নিয়ে' এস । আমি বিচার করব ।

মাধব । আজ্ঞে মদনকে ধরা যায় না । ঐ, ত গোল !

দাশরাজ । ধরা যায় না !

মাধব । না ।

দাশরাজ । তবে উপায় ?

মাধব । আপনি যদি আপনার কণ্ঠ্যকে এঁর সঙ্গে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন, তা হ'লে এ যাত্রা উঁনি মদনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান ।

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । বিবাহ !

মাধব । তার দরকার ছিল না, কিন্তু এঁর কি রকম একটুকু সংস্কার !
ঐ জাগ্গায় ঔঁর কবিত্বের একটু অভাব । আপনি বিবাহ দিতে রাজি ?

দাশরাজ । মন্ত্রী !

মন্ত্রী । আপনার প্রিয়সখার সঙ্গে মহারাজের কন্যার বিবাহ দিতে হবে ?

মাধব । অবিকল ।

মন্ত্রী । আপনার বন্ধুটি হচ্ছেন কে ? এই হচ্ছে সমস্যা ।

[দাশরাজ মনে মনে মন্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।]

মাধব । সে সমস্তা ভঞ্জন করে' দিচ্ছি । আমার বন্ধুটি হচ্ছেন
হস্তিনার রাজা ।

মন্ত্রী । হস্তিনার রাজা !

মাধব । আজে ।

মন্ত্রী । হস্তিনার মহারাজ !

মাধব । আজে ।

মন্ত্রী । সত্ৰাট শাস্ত্রু ?

মাধব । অবিকল ।

মন্ত্রী । [দাশরাজকে] সিংহাসন থেকে উঠুন । সিংহাসন থেকে
উঠুন ।

দাশরাজ । কেন ? কেন ? সিংহাসন থেকে উঠবো কেন ? সিংহাসন
থেকে উঠবো কেন ?

মন্ত্রী । আগে উঠুন, তারপর কথা কহিবেন । নৈলে—

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । নৈলে কি ?

মন্ত্রী । ' নৈলে রাজ্য গেল ।

'দাশরাজ । এঁা ! এঁা !—নৈজে, বাজ্য গেল নাকি ? [অন্ধ উত্থিত ;
রাজ্য গেল নাকি ?

মন্ত্রী । উ—ঠুন ।

[দাশরাজ সিংহাসন ত্যাগ করিলেন ।]

মন্ত্রী । মহারাজ হস্তিনাধিপতি ! আমাদের জন্ম সার্থক । এই সিংহাসন
গ্রহণ ককন ।

দাশরাজ । সে কি !

শান্তনু । প্রয়োজন নাই । দাশবাজ ! আপনি সিংহাসনে বসুন ।

দাশরাজ । [অব্যবস্থিত-ভাবে] মন্ত্রী— !

মন্ত্রী । বসুন, যখন, সম্রাট অনুমতি কচ্ছে'ন । কিন্তু হাত জোড
কবে' বসুন ।

[দাশবাজ উক্তবৎ করিলেন ।]

মাধব । এখন আমাদের আবেদন ?

দাশরাজ । মন্ত্রী ।

[মন্ত্রী দাশরাজের কর্ণে কি কহিলেন ।]

দাশরাজ । অবশ্য—অবশ্য । মহারাজ আসুছি ।

[মন্ত্রী ও দাশরাজের প্রস্থান]

মাধব । দাশরাজ তার গৃহিণীর পরামর্শ নিতে গেল ;—মহারাজ
এই বর্ষরটাকে দেখে, তার মেয়েকে বিয়ে কর্তে ঞ্জবৃত্তি হচ্ছে ?

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

শান্তনু । কিন্তু আমবা যে খবর নিলাম যে—এই যুবতী দাশবাজের কন্যা নয় ।

মাধব । এব পালিত কন্যা ত । এই বন্ধবের কাছে শিক্ষা ত !

শান্তনু । শোনা গেল যে সে—ঋষির ববে অনন্তযৌবনা বিহুসী ।

মাধব । হাঁ, এই যুবতীর একটি ইতিহাস আছে দেখছি । এ বকম অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করা যুক্তিসঙ্গত নয় মহাবাজ ।

শান্তনু । ও সব ভাববাব আমার অবসর নাই বন্ধু । আমি তাকে চাই ।

দাশবাজ ও তাহার মন্ত্রী পুনঃ প্রবেশ ।

মাধব । বাণী কি স্থির কর্ণেন ?

দাশবাজ । বাণী কেন ?

মন্ত্রী । মহাবাজের পুত্র সন্তান বর্তমান ?

মাধব । সম্পূর্ণ ।

মন্ত্রী । তাই ত ।

মাধব । ‘তাই ত’ কি ?

মন্ত্রী । মহাবাজ । ‘তাই ত’ ।

দাশবাজ । তাই ত !

মাধব । এখন ‘মহাবাজ’ এই বিবাহ দিতে কি স্বীকার ?

দাশবাজ । তাই ত ।

মাধব । তবে অস্বীকার ?

দাশবাজ । তাই ঐ !—কি বল মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । তাই ত ।

দাশরাজ । তাই ত ।

মাধব । স্বীকার না অস্বীকার ?

মন্ত্রী । তাই ত ।

দাশরাজ । তাই ত ।

মাধব । একটা উত্তর দিন ?

দাশরাজ । তাই ত ।

মাধব । এই কি আপনাব শেষ উত্তর ?—‘তাই ত’ ?

দাশরাজ । মন্ত্রী !

[মন্ত্রী দাশরাজেব কাণে কাণে কি কহিলেন ।]

দাশরাজ । শোন ! আমার এই জেদ—যে আমার মেয়ের ছেলে পবে রাজা হবে, তাতে থাকে প্রাণ যায় প্রাণ । তাতে মহারাজ স্বীকার ?—সোজা কথা ।—বল মন্ত্রী বুঝিয়ে বল ।

মন্ত্রী । মহারাজ শাস্ত্র ! রাজার এই প্রতিজ্ঞা যে মহারাজের অবর্তমানে এই কল্লার গর্ভজাত সন্তান হস্তিনার রাজা হবে । এ প্রস্তাবে কি আপনি সম্মত ?

শাস্ত্র ! না—তা—কি রকম করে’ হবে ? জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্তমান ।

দাশরাজ । তবে এ বিয়ে হবে না । সোজা কথা । মন্ত্রী বুঝিয়ে বল ।

মন্ত্রী । মহারাজ শাস্ত্র ! তবে এ বিবাহ অসম্ভব ।

শাস্ত্র ! এই কি আপনার স্থিরসংকল্প ?

দাশরাজ । হাঁ—এই আমার—কি বল মন্ত্রী—স্থির সংকল্প—কি বল ?

মাধব । সংকল্প—চলে’ আসুন মহারাজ । কি !—ভাবছেন কি ?

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

শান্তনু । দাশরাজ ! আপনাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনার কণ্ঠ্যার
পাণিগ্রহণ কর্তে চাই না । অনুচা কণ্ঠ্যার উপর পিতার অধিকাংশ ।
দাশবাজ ! বিদায় হই ।—এসো বয়স্ক ।

[শান্তনু ও মাধবের প্রস্থান]

দাশরাজ । মন্ত্রী !

মন্ত্রী । আজ্ঞে ।

দাশবাজ । আমায় বিছানায় নিয়ে চল । শুয়ে পড়ি । নৈলে—নৈলে—

মন্ত্রী । নৈলে ?

দাশবাজ । বুঝি দাঁত-কপাটি লাগে ।

[নীত হইলেন ।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ-কক্ষ । কাল—প্রভাত ।

ভীষ্ম একাকী একটি প্রাসাদ স্তম্ভে পৃষ্ঠদেশ রক্ষা

করিয়া দাড়াইয়া ছিলেন ।

ভীষ্ম সকল ধর্ম্মের মূল ত্যাগ পরহিতে ।

বাজিছে ব্যাসের সেই মধুর সঙ্গীত

নিয়ত অন্তরে । আর ধীয়ে ধীরে হৃদে

সঞ্চয় করিয়া শক্তি, নদীর কল্লোল

বস্ত্রার নির্ঘোষসম যেন শোনা যায় ।

বকিতে বকিতে মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । একেই বলে ‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো’ । আরে !
সে সুন্দরী, তা তোর কি ?—

ভীষ্ম । কাকা কি বকছেন আপন মনে ?

মাধব । তার জন্ত তোর ক্ষুধা নাই, নিদ্রা নাই, অজ্ঞ কোন চিন্তা
নাই, দিন দিন টিক্‌টিকির মত দুর্বল হ’য়ে যাচ্ছি—কেন না সে সুন্দরী ।
আরে সে সুন্দরী তাতে তোর কি ?

ভীষ্ম । কে সুন্দরী ?

মাধব । সেই দিন থেকে কি রকম মুষড়ে গিয়েছে ।

ভীষ্ম । কে ?

মাধব । কে আবার ? তোমার ঐ বাবা ।—ঐ যা ! বলে’ ফেললাম ।

ভীষ্ম । হাঁ কাকা ! বাবার কি হ’য়েছে ?

মাধব । দেই বলে’ । কতদিন আর চেপে রাখি ! আগুন আর
কত দিন চাপা থাকে ! রাজ্যে অশান্তি, গৃহে অশান্তি, আর শীতকালে
বারান্দায় শুয়ে, চাঁদের পানে চেয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, রাজার তোল
যন্ত্রাকাশ । কেন না—তার মুখখানি ভালো, আর—আর বলে’
কাজ কি !

ভীষ্ম । হাঁ কাকা, বলুন ত, বাবার কেন এ রকম হ’য়েছে !
জানেন ?

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

মাধব । আবে—জানি বৈ কি ? সব জানি ।

ভীষ্ম । তবে বলুন না । আমি তাঁকে কাবণ জিজ্ঞাসা ক'বেছি, তিনি কোন উত্তর দেন না ।

মাধব । ঐ ত । এদিকে ত হস্তিনাব বাজা, ভাবতেব সম্রাট ।
‘কৃষ্ণ নেহাইৎ বেচাবী,—আব বেজাষ লাজুক ।

ভীষ্ম । কি হ'য়েছে বলুন না ? বাবা ক্রমে ক্রমে পাংশু কুশ মলিন হ'য়ে যাচ্ছেন কেন ?

মাধব । কাবণ সে স্নন্দবী ।

ভীষ্ম । কে স্নন্দবী ?

মাধব । কে আবাব ? এক জেলের মেষে । হাঁ স্নন্দবী বটে—তবে তাব গাষে মাছেব গন্ধ । তাকে বিবাহ কর্কাব জন্ত হস্তিনাব বাজা উন্নত ।—হস্তিমূৰ্থ ।

ভীষ্ম । তা বাবা তাকে বিবাহ কবেন না কেন ?

মাধব । কুসংস্কাব । ক্ষত্রিয় মহাবাজা—একটা ইচ্ছা হ'য়েছে । তবোয়াল বেব কব । না মেঘেটাব বাপেব পায়ে ধৰ্ত্তে বাকি বেখেছে । আমি না থাকলে তাও ধৰ্ত্ত ।

ভীষ্ম । মেয়েব বাপ কে ?

মাধব । কে আবাব ?—এক জেলের সর্দাব ।—দাশবাজ । বাজা-খেতাব যে তাকে কে দিলে তা জানি না ।

ভীষ্ম । • তা মেয়েব বাপ কি বিবাহ দিতে স্বীকৃত নয় ?

মাধব । দেখে ত বোধ হোল না !—বল্ল যে যদি সেই মেয়ের যে ছেলে হবে (হবে কি ন্ন তাই এখন ঠিক নেই) যদি সেই ছেলেই রাজ্য

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

পাবে মহারাজ এই শপথ কর্তে পারেন, ত জেলের সর্দার মহারাজকে মেয়ে দিতে পারে ।

‘ভীষ্ম । পিতা তাতে সম্মত হ’লেন না ?

মাধব । সম্মত হবেন কেমন করে’ ? তাঁর উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র—
তোমাকে রাজা না করে’—রাজা কর্কেন এক জেলেনীর ছেলেকে !—
গায়ে মাছের গন্ধ ! যাই কবিরাজ নিয়ে আসিগে । মহারাজ যে বেশী
দিন বাঁচেন—তা বোধ হয় না ।

[প্রস্থান]

ভীষ্ম । এই মাত্র !—হায় পিতা, আমার কারণে
তুমি দুঃখী, রুগ্ন, দীন, মলিন, কাতর !
জানোনাকি পিতা তব একটি হৃদয়ে
অসাধ্য সাধিতে পারি ! কেন মুখ ফুটে
বল নাই প্রিয়তম জনক আমার !
এত স্নেহ—এত স্নেহ পিতৃদেব তব
অধম পুত্রের প্রতি !—দেখাইব পিতা,
এ অগাধ স্নেহের অযোগ্য নহি আমি ।
—এ দুঃখ আমার জন্ত !—পারি যবে প্রাণ
তোমার স্মৃতির পদে দিতে বলিদান ।

[প্রস্থান]

উপরে মহাদেব ও উমার প্রবেশ ।

মহাদেব । আরম্ভ হইল এক নূতন অধ্যায় ।

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য

মানবের ইতিহাসে । চেয়ে দেখ উমা—

ঐ দীর্ঘকায় গৌর স্নানব যুবক

চিন্তামগ্ন মহীৰুহতলে—ঐ যুবা

শুনাবে নূতন এক গভীর সঙ্গীত

বিস্তৃতলে, যাহা পূর্বে কেহ শুনে নাই ।

উমা । কি সঙ্গীত প্রাণেশ্বব !

মহাদেব । ত্যাগেব সঙ্গীত—

এ ত্যাগ নিবদ্ধ নহে শুক তপস্শায়,

শাস্ত্রেব বিচারে, কিস্বা ধর্ম্মেব প্রচারে ;

এই ত্যাগ প্রসারিত জগতের হিতে

কর্ম্মপথ দিয়া প্রিয়তমে ! ঐ যুবা

শুনাবে ত্যাগেব তন্ত্র—বেদবাক্যে নহে,

সমস্ত জীবনব্যাপী কর্ম্মে প্রিয়তমে !

উমা । ঐ যুবা ? কি নাম উহার ?

মহাদেব । দেবশ্রুত ।

উমা । কে উহার পিতা ?

মহাদেব । রাজবাজেন্দ্র শাস্ত্রনু ।

উমা । কে উহার মাতা ?

মহাদেব । গঙ্গা—সপত্নী তোমার ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—০ঃ১ঃ০—

স্থান—দাশবাজের আবাস গৃহ । কাল—প্রভাত ।

দাশবাজ, মন্ত্রী ও ভীষ্ম দণ্ডায়মান ।

দাশবাজ । ইনি হস্তিনাব বাজার ছেলে ?

মন্ত্রী । ইনিই হস্তিনাব যুববাজ ।

দাশবাজ । তোমার নাম ?

ভীষ্ম । দেবব্রত ।

দাশবাজ । তা বেশ নাম । তা এখানে কি মনে করে' এসেছো ?

ভীষ্ম । আশ্ববলিদান দিতে ।

দাশবাজ । কি দিতে ?

ভীষ্ম । আশ্ববলিদান ।

দাশবাজ । সে আবার কি ?—মন্ত্রী ।

মন্ত্রী । হস্তিনাব যুববাজ ? আপনার প্রার্থনা সরল ভাষায় ব্যক্ত করুন । আপনি কি চান ?

ভীষ্ম । দাশবাজকণ্ঠকে ।

দাশবাজ । তবে যে বললে যে, কি দিতে এসেছো ?

[মন্ত্রী দাশবাজের কর্ণে কি কহিলেন ।]

দাশবাজ । তা সহজ ভাষায় বলে না কেন ? তোমার এতদিন বিয়ে হয় নি ?

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

ভীষ্ম । আমি অনুচ ।

মন্ত্রী । অর্থাৎ আপনাব বিবাহ হয় নি । এই ত ?

ভীষ্ম । অবিকল ।

দাশবাজ । মন্ত্রী । [জনান্তিকে মন্ত্রীব সহিত পবামর্শ কবিত্তা]

ওবে তোমাব সঙ্গে বিয়ে দিলে—এই সত্যবতীব ছেলেই বাজা হবে ত ?

ভীষ্ম । আপনি ভুল কচ্ছেন দাশবাজ ? আমি দাশবাজকন্যাকে স্বয়ং বিবাহ কর্কাব অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই । আমি তাঁকে মাতৃপদে বরণ কর্তে এসেছি ।

দাশবাজ । সে আবার কি !—মন্ত্রী । তুমি এব সঙ্গে কথা কও । আমি ওব কথা কিছু বুঝতে পার্ছিনা ।

মন্ত্রী । হস্তিনাব যুববাজ, অনুগ্রহ কবে' সবেল ভাষায় আপনাব বক্তব্য জ্ঞাপন ককন ।—‘মাতৃপদে বরণ কর্তে এসেছেন’ তাব অর্থ কি ?

ভীষ্ম । আমি দাশবাজকন্যাকে পিতাব মহিষীরূপে প্রার্থনা কর্তে এসেছি ।

দাশবাজ । এ লোবটা পাগল বোধ হচ্ছে ।—মন্ত্রী ।

মন্ত্রী । কিন্তু যুববাজ । মহাবাজ শান্তনুব সঙ্গে সত্যবতীব বিবাহেব নিফল প্রস্তাব ত একবাব হ'য়ে গিযোছ ।

ভীষ্ম । তা জানি দাশবাজমন্ত্রী ।

মন্ত্রী । 'তবে ?

ভীষ্ম । আমি সেই বার্থ প্রার্থনা আবার ফিবে এনেছি । পিতা এ কন্যাব ভাবী পুত্রকে বাজ্যস্বত্ব দিতে অস্বীকৃত হ'য়েছিলেন না ?

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

মন্ত্রী । প্রকৃত কথা বটে ।

ভীষ্ম । ' অস্বীকৃত হ'য়েছিলেন—আমারই জন্ত । আমি মহারাজের একমাত্র পুত্র ।

মন্ত্রী । শুনেছি যুবরাজ ।

ভীষ্ম । এখন আমি সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হচ্ছি ।

মন্ত্রী । কিন্তু মহারাজ শাস্ত্রস্থ স্বয়ং তাতে অস্বীকৃত ।

ভীষ্ম । তাতে কি যায় আসে ? রাজ্যস্ব স্ব আমার । আমি সে স্ব স্ব পরিত্যাগ করছি ।

মন্ত্রী । [সবিস্ময়ে] আপনি আপনার রাজ্যস্ব ছেড়ে দিচ্ছেন ?

ভীষ্ম । ছেড়ে দিচ্ছি ।

মন্ত্রী । স্বেচ্ছায় ?

ভীষ্ম । স্বেচ্ছায় ।

দাশরাজ । উন্মাদ ! উন্মাদ !

মন্ত্রী । আশ্চর্য্য বটে ।

ভীষ্ম । জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নয়—মন্ত্রী মহাশয় ! যা যার চঃসাধা, সে তাই আশ্চর্য্য মনে করে । একের পক্ষে যা হুঃস্থ, অপরের পক্ষে তা সহজ । আবার একজনের কাছে আজ যা ' শত্রু, কাল তা সহজ । জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই ।

মন্ত্রী । আপনি আপনার রাজ্যস্ব ত্যাগ করছেন ?

ভীষ্ম । হাঁ করছি ।

মন্ত্রী । বেশ ভেবে দেখেছেন হস্তিনার যুবরাজ ? একটা মুষ্টিগত সাম্রাজ্য—যে রাজ্যের জন্ত জাতি বৃদ্ধ করে, নয় নয়রক্তপাত করে,
৩০]

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

ভ্রাতা ভ্রাতৃহত্যা কবে, পুত্রও পিতার শত্রু হয়, সেই রাজ্যস্বৰূপ
আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন ?—দেখুন ।

ভীষ্ম । ধূলিমুষ্টিব ন্যায় ত্যাগ করছি ।

মন্ত্রী । কিসেব জ্ঞাত ?

ভীষ্ম । পিতাব তুষ্টিব জ্ঞাত ।

মন্ত্রী । এই মাত্র ?

ভীষ্ম । এই মাত্র ।

দাশবাজ । স্ববক । তোমাব মাথা পাবাপ ।

ভীষ্ম । না দাশবাজ । আমার মস্তিষ্ক বিকৃত নয় । আমাকে
পরীক্ষা কবান । আজ আমার চেয়ে স্তম্ভ স্থিৰসংকল্প ব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি
বিশ্বে কেউ নাই ।

দাশবাজ । তুমি সত্যই রাজ্য ছেড়ে দিচ্ছ ?

ভীষ্ম । সত্যই ছেড়ে দিচ্ছি ।

দাশবাজ । শপথ করছ ?

ভীষ্ম । শপথ করছি । আব এ ক্ষত্রিয়ের শপথ ।

দাশবাজ মন্ত্রীর সঙ্গে পুনরায় মন্ত্রণা করিলেন । পবে দাশবাজ
কহিলেন—“উত্তম । তবে আব এ বিবাহে আমার আপত্তি নাই ।”

দাশবাজ্যীর প্রবেশ ।

বাজী । আপত্তি আছে ।

দাশবাজ । সে কি বাণী !

বাজী । চূপ কব । আমি বাণী । আমি বলছি যে এখনও আপত্তি
আছে ।

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

ভীষ্ম । কি আপত্তি ?

রাজ্ঞী । তুমি রাজ্য দাবী না কর্তে পারো, কিন্তু পরে যদি তোমার ছেলে রাজ্য দাবী করে ?

দাশরাজ । তাও ত বটে ।

ভীষ্ম । তা পারে । কিন্তু সে পক্ষে আমি কি কর্তে পারি ?

রাজ্ঞী । তুমি ত নিজে বিয়ে না কর্তে পারো ।—কি বল মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । ঠিক ব'লেছেন রাজ্ঞী । বিবাহ না করলে'ত আর পুত্র সম্ভাবনা নাই ।

ভীষ্ম । বিবাহ সংকল্প পরিত্যাগ কর্তে হবে ?

মন্ত্রী । তত্ত্বিগ্ন অন্ত উপায় নাই ।

ভীষ্ম । [অর্ধ স্বগত] আমার এতদিনেব সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা, আমান নিভূতে লালিত আশা,—তাও ত্যাগ কর্তে হবে ! কঠোর ত্যাগ ! তার উপরে অপিণ্ডক হ'য়ে অনন্ত কাল ভ্রাম্যমাণ পুন্ড্রাম নরকে বাস কর্তে হবে !—এ যে বড় কঠোর ! বড় কঠোর !

মন্ত্রী । তবে যুবরাজ তাতে অসম্মত ?

ভীষ্ম । বড় কঠোর !—কিন্তু আমার ত্যাগের মহাত্মত, কি তবে এই প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হই চূর্ণ হ'য়ে যাবে ? আমি কি শঙ্কিত নই ?

দাশরাজ । তবে তুমি অস্বীকৃত ?

ভীষ্ম । [জাহ্নু পাতিয়া উর্দ্ধ করজোড়ে] স্বর্গে দেবগণ !

এ হৃদয়ে বল দাও । আমি তুচ্ছ নর—

আসক্ত দুর্বল আমি । শক্তিহীন অন্নমি

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

অসহায় । বল দাও দেবগণ ! তবে
বাসনাবে চূর্ণ কব, নিষ্পেষিত কব
নির্দয় নিষ্ঠুর ভাবে । সর্ব অহঙ্কার
দূব কব । সর্বস্বার্থ ভস্ম কবে' দাও ।
ব্যাপ্ত কব মর্শ্মস্থল গাঢ় অন্ধকারে—
যাব মধ্যে আলোকেব রেখা নাহি থাকে ।
শক্তি দাও দেবগণ—

বাজ্ঞী । উন্মাদ ! উন্মাদ !

মঞ্জী । হস্তিনাব যুববাজ কি করিলে স্থিব ?

ভীষ্ম । [উঠিয়া] মার্জনা করিও এই দৌর্বল্য ক্ষণিক,
দাশবাজ !—মঞ্জীবব ! করিয়াছি স্থিব ।
কবিলাম পবিত্র বিবাহ-বাসনা ।

বাজ্ঞী । করিবে না বিবাহ কদাপি ?

ভীষ্ম । করিব না

বিবাহ কদাপি ।

মঞ্জী । ইহা স্থিব ?

ভীষ্ম । ইহা স্থির ।

ইহকাল পরকাল একসঙ্গে তবে
করিলাম বিসর্জন কর্তব্যেব পদে ।
আজি হ'তে দেবব্রত প্রকৃত সন্ন্যাসী ;
বাসনার নিষ্পোকনিম্মুক্ত । সন্দেহের
কালো মেঘ কেটে গেছে । ঝড় থেমে গেছে ।

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

উর্দ্ধে শুধু দেখিতেছি নীলাকাশ স্থির,
চরণে জলধি তার গরজে গম্ভীর ।

রাজ্ঞী । করিছ শপথ তবে ?

ভীষ্ম । সাক্ষী দেবগণ !

রাজ্ঞী । আমি বলি নাই মন্ত্রী—উন্মাদ যুবক ।

ভীষ্ম । না উন্মাদ নহি আমি । করিলাম প্রীত

পিতারে করিয়া তুষ্ট সর্ব দেবতায় ।

পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা-হি পরমন্তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপনে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

—ঃ*ঃ—

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ-কক্ষ । , কাল—সন্ধ্যা ।

মহারাজ শান্তনু ও তাঁহার বয়শ্র মাধব ।

শান্তনু । আমার জ্ঞাত দেবব্রত সন্ন্যাসী হ'য়েছে ?

মাধব । তাইত দেখছি !

শান্তনু । আশ্চর্য্য বটে !

মাধব । আশ্চর্য্য বটে !

শান্তনু । এত মহৎ পুত্র । পুত্রগর্বে আমার যে বক্ষ ক্ষীত হচ্ছে বয়স্শ ।

মাধব । কিন্তু নিজের জন্য গর্ব করবার আর কিছু রৈল না ।

শান্তনু । আমার জন্ত আমার পুত্র ব্রহ্মচারী ?

মাধব । মহারাজ ! এ সত্যপাশ থেকে নিজের পুত্রকে মুক্ত করুন ।

শান্তনু । কিরূপে ?

মাধব । আপনি এই ধীবর-কন্তাকে বিবাহ কর্ণেন না ।

শান্তনু । সে ধর্ম্মচ্যুত হবে ।

মাধব । কেন, সে কিছু আপনাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নাই ।

শান্তনু । দেবব্রত ফুট হবে ।

মাধব । কিছু হবে না । আপনার এই বৃদ্ধ বয়সে এই যুবতী হৃন্দরী ভাষণ নিয়ে আপনি কি কর্ণেন মহারাজ ! তাকে ছেড়ে দেন ।

শান্তনু । কিন্তু এ বৃদ্ধবয়সে আমার একটী স্ত্রী দরকার ত ? অস্থখে বিন্স্থখে আমার পরিচর্যা করে কে ?

মাধব । দাসদাসী আছে ।

শান্তনু । তাদের সেবায় স্নেহ নাই ।

মাধব । স্মার এই স্ত্রীই • আপনাকে স্নেহ কর্ণেন মনে ক'রেছেন ? আপনি বৃদ্ধ, সে শুস্তে পাই ঋষি-বরে অনস্তযৌবনা । এ কলম ষোড়া লাগ্বে ন্য ।

শান্তনু । তা কেন হবে না । স্বয়ং মহাদেবের—

মাধব । মহারাজ ! ইচ্ছার অমুকুল বহুযুক্তি চিরদিনই আছে ।
মহারাজ এ বিবাহ কর্ণেন না ! সর্কনাশ হবে ।

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

শান্তনু । বয়স্তু ! তুমি আমার বিদূষক । মন্ত্রী নও ।

মাধব । ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহারাজকে সফল যুক্তি দিতে পারে এ
হৈন মন্ত্রী জগতে জন্মায় নি । বিদূষক ত বিদূষক !—মহারাজ, এর জন্য
পরে অমুতাপ ক'র্ত্তে হবে ।

শান্তনু । ক'র্ত্তে হয় করা যাবে ।

মাধব । তবে যান । উচ্ছন্ন যাবার পথ সুপ্রশস্ত, উচ্ছন্ন যান ।

[সরোষে প্রস্থান]

শান্তনু । সুন্দরী ! অপূর্ণ সুন্দরী ! তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে কি
ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি ! মাধব ! তুমি নীরস ব্রাহ্মণ । তুমি কি বুঝবে !

ভীষ্মের প্রবেশ ।

শান্তনু । এই যে বৎস ! তুমি আমার জন্য চিরব্রহ্মচর্য্য ব্রত
অবলম্বন ক'রেছো ?

ভীষ্ম । পিতার ইচ্ছায়ই আমার ইচ্ছা ।

শান্তনু । তোমার এই ভীষ্ম প্রতিজ্ঞার জন্য দেবতার। তোমায় ভীষ্ম
নাম দিয়েছেন । আর আমিও বৎস ! তোমার অপূর্ণ পিতৃভক্তির, পুরস্কার
স্বরূপ তোমায় ইচ্ছামৃত্যু বর দিলাম ।

ভীষ্ম । পিতার আশীর্বাদ শিরোধার্য্য ।

শান্তনু । আচ্ছা এখন এসো বৎস ।

[ভীষ্মের প্রস্থান । বিপরীত দিকে চিন্তিত মনে শান্তনুর প্রস্থান ।]

সপ্তম দৃশ্য।

—••*••—

স্থান—কাশীরাজের প্রমোদ-উদ্যান। কাল—প্রভাত।

কাশী-রাজকন্যা এক তরুতলে তরুকাণ্ডে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন।

অম্বা। আজি এ প্রভাতে শুদ্ধ মনে পড়ে তাঁরে,

এই স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ে জাহ্নবীর তীরে,

মুকুলিত প্রকৃতির বসন্ত উৎসবে,

মনে পড়ে তাঁর সেই সৌম্য মুখখানি।

এই কুঞ্জবনে স্তব্ধ নির্জনে, প্রথম

উদিয়াছিল—হে বিখে সৌন্দর্য্যের সার,

প্রাতঃ-সূর্য্যাসম তুমি মম দৃষ্টিপথে।

—গৈরিক বসনে ঢাকা গৌর বরতনু,

—সেই নীল নেত্র দুটি নির্নিমেষে চাহি’

একদৃষ্টি আমার অন্তর পানে। আমি

চমকিয়া করিলাম জিজ্ঞাসা তাঁহারে

“কে তুমি সন্ন্যাসী?”—সেই, মনে পড়ে তাঁর

নত চক্ষু দুটি, আর সে নম্র উত্তর—

“তোমার রূপের দ্বারে ভিখারী স্তম্ভরী”।

—কে জানিত তিনি ভাবী ভারত সম্রাট।

—আশ্চর্য্য ! সন্দেহ কভু হয় নাই মনে !

সেই কান্ত প্রশান্ত মুরতি ; সৌম্য স্মিত

বদনমণ্ডল, সেই বিস্মিত প্রেক্ষণ,

মহুর চরণ-ক্ষেপ, সে গভীর স্বর ।

সে ভঙ্গিমা—যা'র তা'র গৃহে কি সম্ভবে ?

উদ্ভিত কি হয় চন্দ্র কভু ধরাতলে ?

সখীদ্বয়ের প্রবেশ ।

১ সখী । তুমি এখানে বসে' ?

২ সখী । আমরা এদিকে তোমায় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ ।

অম্বা । কেন আমায় কি প্রয়োজন ?

১ সখী । খবর আছে ।

অম্বা । কি খবর ?

২ সখী । শুন্লে খুসী হবে ।

অম্বা । তবে বল ।

১ সখী । ব'ল্বো কেন !

২ সখী । আগে কি দেবে বল ।

অম্বা । জিনিষ বুঝে তার দাম হয় ।

১ সখী । তবে বলি ?

২ সখী । বলি ?

অম্বা । বল না ।

১ সখী । খবরটা হ'চ্ছে এই যে তোমার তিনি—

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[সপ্তম দৃশ্য ।

২ সখী । চূপ্—আজ এই পর্য্যন্ত । আর বলিস্ না ।

অম্বা । তিনি কে ?

১ সখী । বলি ?

২ সখী । আস্তে ! শুনে সখী মুচ্ছা না যায় ।

অম্বা । কে শুনি ?

১ সখী । তোমার প্রাণেশ্বর !

২ সখী । হস্তিনার যুবরাজ—

১ সখী এসে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্লে—রাজকন্যা কোথায় ?

২ সখী । আমরা বললাম “বহিরুদ্যানে” ।

১ সখী । তারপর তোমার বল্লভ আমাব পানে চেয়ে বলেন ‘তঁারে বলগে আমি একবার তঁার সাক্ষাৎ চাই’ ।

২ সখী । তার পর আমরা চলে’ এলাম ।

১ সখী । তবে আর কি ! আমরা এখন মঙ্গলাচরণ করি ?

২ সখী । বেশ কথা ।

উভয়ে গান ধরিল

নৃত্যগীত ।

আইল ঋতুরাজ সজনী, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনী,

বিপিনে কলতান মুরলি উঠিল মধুর বাজি’ ।

মৃদুমন্দহৃৎকণবনশিহরিত তব কুল্লভবন,

কুহ কুহ কুহ ললিততানমুখরিত বনরাজি ।

[৩৯

পন্ন সখি পন্ন নীলাশ্বর, পন্ন সখি ফুলমালা ;
 চল সখি চল কুঞ্জে চল, বিরহবিধুরা বালা ।
 করি গে' চল কুহুম চরন, রচিগে চল পুষ্পশয়ন,
 ফিরিবে তব নাথ সজনী, হৃদয়ে তব আজি !

অম্বা । ঐ বুঝি ।

১ সখী । ঐ বটে ।

অম্বা । কই ? না ।

২ সখী । কোথায় ?

অম্বা । তবে কার পদধ্বনি ?

১ সখী । কই পদধ্বনি ?

অম্বা । দলিত পত্রের মৃদু নহে কি মর্ম্মর ।

২ সখী । শুনি নাই, সত্য কথা বলি যদি সখি !

অম্বা । উঠিয়াছিল এ বক্ষ দূর দূর করি' ।

১ সখী । সম্ভব ।

২ সখী । সঙ্গত ।

১ সখী । সখি দেখ চেয়ে দেখ

পূর্ব গগনে হাসে শারদ চক্ৰমা ।

২ সখী । আজি কি পূর্ণিমা ?

১ সখী । আজি শারদ পূর্ণিমা ।

২ সখী । বহিছে সমীর দ্বিধ্বজ ।

অম্বা ।

তথাপি শিরায়

তপ্ত রক্ত-শ্রোত বহে । অগ্র সখীগণ—

কোথায় তারা ?

১ সখী । প্রয়োজন ?

২ সখী ।

প্রেমিক প্রেমিকা

সন্মিলনে বন্ধুসঙ্গ ভালো নাহি বাসে ।

১ সখী । ভালো নাহি বাসে শুদ্ধ ? তাহার আপদ

যেন তারা ।

২ সখী । যেন তারা কাড়িয়া লইবে

তাদের সুখের ভাগ ।

২ সখী । চল, যাই চল ।

অম্বা । না না যাইও না সখি !

১ সখী ।

না না যাইব না,

দেখিব কিরূপে নামে স্নিগ্ধ শতধারে

—শীতল চুখন ধারা তৃষিত অধরে ।

২ সখী । কি হবে দেখিয়া যবে আমরা বঞ্চিত ?

[সখীদ্বয়ের প্রস্থান]

অম্বা । 'কাঁপে পদ কেন ? আমি এত শিশু নহি—

কেন বিকম্পিত বক্ষ আন্দোলিত আজি

ভয়ে ও সঙ্কশয়ে ?

অলক্ষিতে ভীষ্মের প্রবেশ ।

ভীষ্ম । এই যে এখানে ।—দেখি ক্ষণকাল তরে
এ স্বর্ণ প্রতিমা, পরে বিসর্জিব তারে
বিস্মৃতি সলিলে ।—একি অপূর্ব গরিমা !
উষাসম নীলাকাশে নির্মেষ নিদাঘে
কিংবা যেন দূরশ্রুত সমুদ্রসঙ্গীত ।
এরে বিসর্জিতে হবে !—স্বর্গে দেবগণ !
এ হৃদয়ে বল দাও । সন্দেহে দ্বিধায়
কম্পিত ব্যাকুল চিন্তা শান্ত কর আজি ।
লয়ে যাও দেবগণ আমারে অক্ষত
এই অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া তবে ।
চূর্ণ কর অহঙ্কার । নিষ্পেশিত কর
প্রলোভন । ‘প্রতিকূল সর্ব প্রবৃত্তির
কণ্ঠ রোধ কর আসি’—

[অস্থার নিকটে গিয়া নিম্নস্বরে]

—দেবি ! আসিয়াছি

তোমার নিকটে আজি ।

অস্থা । এস দেবব্রত !

এই স্থানে এতক্ষণ তোমারি অপেক্ষা
করিতেছিলাম আমি । এস প্রিয়তম !

ভীষ্ম । দেবি ! আসিয়াছে আজি তব সন্নিধানে
ভিখারী তোমার—

প্রথম অঙ্ক । ১ ভৌম ।

ভীষ্ম ।

[मधुम दृष्ट ।

অন্য ।

কিসের ভিখারী দেব !

কোন ভিক্ষা দিব আমি ? আর কিছু নাই ।

যা ছিল আমার, তব চরণের তলে

করিয়েছি সমর্পণ, আর কিছু নাই।

যেই দিন দেখিয়াছি ও সৌম্য আনন,

যা কিছু আমার ছিল দিয়াছি চরণে ;

এই রূপ, এ পূর্ণ যৌবন, এই প্রাণ,—

ভীষ্ম । দাঁড়াও—

অন্য। সে দিন হ'তে ভুলিয়াছি সব।

কত দীর্ঘ দিবসের উত্তপ্ত গ্রহর

করিয়াছি উষ্ণতর মম দীর্ঘশ্বাসে ;

কত দীর্ঘ নিশীথের স্তব্ধ অন্ধকার

করিয়াছি অভিষিক্ত মম অশ্রুজলে ।

ভীষ্ম । ভুলে যাও সেই সব ।

অস্বা। সব ভুলে গেছি

যে মুহূর্তে হেরিয়াছি তোমারে প্রাণেশ !

ভীষ্ম । না না দেবি কি বলিছ ?

অন্য। কেন দেবব্রত ?

ভীষ্ম । ভুলে যাও, দেবি ! ভূত-প্রেমের কাহিনী,

আর—আর—আমারে মার্জনা কর দেবি—

অন্য। একি' প্রহেলিকা!

তীয় । দেবি ! ভুলে যাও আজি

‘সেই দেবব্রতে—নত চরণে তোমার,
প্রেমের সন্ন্যাসী তব, উদ্গ্রীব, আতুর,
সশঙ্ক, কম্পিতবক্ষ বিগুঞ্চ-অধর ;
ভুলে যাও সেই দেবব্রতে, ছিল যেই
রূপের মন্দিরে দেবী উপাসক তব,
ক্ষুধিত তৃষিত তপ্ত প্রেমিক তোমার ;
ছিল স্বার্থ ধর্ম যা’র, কৃষ্ণ রাহু সম,
আলাময় বহিসম, অন্ধ ঝঙ্কাসম ;—
সেই দেবব্রতে—আজি ভুলে যাও দেবী ।

আর চেয়ে দেখ আজ পরিবর্তে তা’র
নূতন সন্ন্যাসী দেবব্রতে—ধর্ম যা’র
ত্যাগ, কার্য যা’র চিরজীবন সাধনা,
ব্রত যা’র শুধু চিরজীবনসন্ন্যাস ;
যা’র প্রেম বাসনায় নহে উদ্বেলিত,
কামনায় উগ্র নয়, স্বার্থে অন্ধ নয়,
কামে অপবিত্র নয়, স্লথ লালসায়
তীব্র নয় ; যেই প্রেম উন্মুক্ত উদার
—আকাশের মত ব্যাপ্ত, সমুদ্রের মত
স্বচ্ছ ; ধরণীর মত সহিষ্ণু ; ভাস্বর
প্রভাত ভানুর মত ; শাস্ত নিরপেক্ষ
মাতার স্নেহের মত—স্বচ্ছ অব্যাহত ।

সেই দেবব্রতে দেখ চরণে তোমার ;
প্রেমের ভিখারী নহি,—কুপার ভিখারী !

অন্য। বুঝিতে না পারি কিছু! আমি কি জাগ্রত?
কি কহিছ বুঝি নাই। আমাদের বিবাহ
করিতে কি আস নাই শাস্ত্রমুদ্রনন?

ভীষ্ম । বুঝিয়াছ ঠিক ।

অত্যা । তবে তব আগমন
হেথায় কি হেতু ?

ভীষ্ম । ইহ জনমের তরে
বিদায় লইতে আজি এসেছি ভগিনী !

অস্বা। বিদায় লইতে ?

ভীষ্ম । চির জীবনের তরে ।

আর দেখবনা আমি আনন্দপ্রোজ্জ্বল
সুখস্বিত প্রেমময় ঐ মুখ থানি।
আর শুনিব না ঐ প্রেমময় বাণী—
আবেগ-উদ্বেল, নম্র, সরল, বিহ্বল,
নৃত্যশীল বৃষ্টিধারা সম সুমধুর।

অত্যা। কেন দেবব্রত ? আজি কেন এ কহিছ
নিদারুণ বাণী ! কি হ'য়েছে দেবব্রত ?

ভীষ্ম । প্রভাত রঞ্জিত এক মেঘের প্রাসাদ
আকাশে মিলায়ে গেছে ; একটি বন্ধার

না উঠিতে থেমে গেছে ; চরণের তলে
একটি সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে প'ড়ে আছে ।

অম্বা । কেন ? কেন প্রিয়তম ?

ভীষ্ম । তোমার আমার
মধ্যে প্রস্থাসিছে এক অনল উদধি—

অম্বা । কেন ? বল ! বল !

ভীষ্ম । আমি ধরিয়াছি ব্রত
—চির ব্রহ্মচর্য্য ব্রত—ভগিনী আমার ।

অম্বা । কি হেতু ?

ভীষ্ম । পিতার মম ভুষ্টির কারণে
সত্যপাশ বদ্ধ আমি । ইহজন্মে আর
বিবাহ করিতে মম নাহি অধিকার—
অম্বা । নিষ্ঠুর ! নিষ্ঠুর ! আর ভালো নাহি বাসো,
তাই বল, যাহা সত্য কথা ।

ভীষ্ম । ভালোবাসি ।
বড় ভালোবাসি । নিজের প্রাণের চেয়ে
ভালোবাসি । কিন্তু নহে কর্তব্যের চেয়ে ।
—ভগিনী বিদায় দাও আজি ।

অম্বা । দেবব্রত ! [ক্রন্দন]

ভীষ্ম । ভাসিয়ে দিওনা দেবী, কর্তব্য আমার,
তোমার নয়নজলে । ভাসাইয়ে দাও
চির জীবনের শাস্তি । ভাসাইয়া দাও

অতীতের সুখস্মৃতি । ভাসাইয়া দাও
ইহকাল পরকাল তব অশ্রুজলে ।
ভাসায়ে দিও না শুদ্ধ প্রতিজ্ঞা আমার ।
—সমুদ্রেব জলোচ্ছ্বাসে সব ভেঙ্গে চূরে
ডুবে ভেসে যাক্, শুধু পর্কতের মত
দাঁড়ায়ে থাকুক গর্কে কর্তব্য আমার ।
—তবে আজি প্রাণাধিকা ভগিনী আমার,
আমারে বিদায় দাও ।

অম্বা । —না না—যাইওনা !

ভীষ্ম । দেবব্রত ! দৃঢ় হও !—ভগিনী—বিদায় ।

অম্বা । যাইও না প্রিয়তম !

ভীষ্ম ।

গাঢ় অন্ধকার

ছেয়ে আসে সৃষ্টি ।—কিছু দেখিতে পাই না !

—কর্তব্য দেখাও পথ । এই ঝটিকায়

যেন নাহি নিভে যায় আলোক তোমার ।

—পালাও পালাও দেবব্রত ।—দেবি ! তবে

এই শেষ দেখা !

অম্বা । যাইও না ! যাইও না !

ভীষ্ম । বিদায় ভগিনী তবে ।

অম্বা । অহুনয় করি !

ভীষ্ম । বিদায় ভগিনী—

অম্বা । *ধরি চরণে তোমার—

প্রথম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[সপ্তম দৃশ্য

ভীষ্ম । বিদায়—

অম্বা । হৃদয়েখর আমার ! [আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন]

ভীষ্ম । বিদায় ।

[প্রস্থান]

[অম্বা মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন]

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—শান্তনুর শয়ন-কক্ষ । কাল—রাত্রি ।

শান্তনু আসীন ও সত্যবতী দণ্ডায়মানা ।

শান্তনু । বিংশতি বৎসর ধরি' ক'রেছি সন্তোষ,
তথাপি তয় নি তৃপ্তি । বিংশতি বৎসর
অবারিত ঢালি' গন তৃষিত নয়নে
দিয়াছ যৌবন স্নধা ; পূর্ণপাত্র তবু ।
সত্যবতী । মুমূর্ষু! মিটেনি তৃষ্ণা ? পান কর তবে,
পান কর আমরণ—আর কয় দিন !
শান্তনু । সত্য কহিয়াছ প্রিয়ে, আর কয় দিন !
দিনে দিনে দ্রুততর গড়াইয়া বাই ;
বুঝিতেছি সন্নিগট জীবন গহ্বর-
তলদেশ ! আর কয়দিন ! সত্য কথা
বলিয়াছ সত্যবতী ! আর কয়দিন !

সত্যবতী । যেই কয় দিন বাঁচ, সুখে পান কর ।

শান্তনু । সুখে ? সুখে নয় প্রিয়ে । সৌন্দর্য্য তোমার

নহে সে অমৃত, তাহা সুতীত্র মদিরা !

সত্যবতী । তবে পান কর কেন ?

শান্তনু । অভ্যাস, সুন্দরী !

লোকে সুরা পান করে, কেন প্রিয়তমে ?

এই দেখ ‘প্রিয়তমে’ এই সম্বোধন

তোমাতে যে করিতেছি, তাহাও অভ্যাস ।

সত্যবতী । কে চাহে তোমার এই প্রেম সম্বোধন ?

শান্তনু । চাহ না তা জানি প্রিয়ে, তথাপি—অভ্যাস ।

ঐ অপরূপ রূপ অনন্ত যৌবন,—

জানি সে গরল, আমি তবু পান করি ।

ঐ দেহখানি, জানি সে আমার নহে,

তথাপি চাপিয়া ধরি ব্যগ্র আলিঙ্গনে

—ঐ এক প্রাণহীন পাষণপ্রতিমা ।

সত্যবতী । বৃথা নিন্দ মহারাজ ! কঠিন নির্ম্মম

তোমরা পুরুষ । যদি দেখে কোন খানে

সুন্দরী রমণী, অঙ্ক লালসার বশে

ধেয়ে আস তার পানে ; ছিনিয়া তাহারে

আনো মাতৃবন্ধ হ’তে, আর আশা কর,

যার প্রতি কর তুমি কাম দৃষ্টিপাত,

তোমাতে তাহার ভালোবাসিতে হইবে,

—এমন সুন্দর তুমি, হেন গুণবান,
এত শ্রেয় প্রেয় তুমি!—যেন রমণীর
নাহিক হৃদয়, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি স্বাধীন ;
যেন নারী ক্রীতদাসী চরণে তোমার ।
নারী—সে ‘রমণী’, নারী ‘কামিনী’ তোমার ;
বিনিময়ে সে তোমার ‘ভাৰ্য্যা’ শুধু, প্রভু ।
—করিয়াছ ক্রয় তুমি শরীর আমার,
অর্থবলে । কিন্তু ক্রয় কর নি হৃদয় ।

শান্তনু । জানিতাম আমি, পতি পত্নীর মিলন
পূৰ্ব্বেজন্মসিদ্ধ ; নহে গঠিত কাহার ।
—ইহা শাস্ত্র ।

দত্যবতী । শতাধিক পত্নী তব পদে
বাধিয়াছ বাধি’ তবে পূৰ্ব্বে জন্ম হ’তে ?
মহারাজ, ইহজন্ম পাপহেতু যদি
লহ পশুজন্ম, তবু শত পত্নী তব ?
লহু যদি তরুজন্ম ?—না না মহারাজ !
জন্ম জন্ম পুরুষের ক্রীতদাসী করে’
গঠেন নি নারীজাতি—বিধাতা নিশ্চয় ।
শাস্ত্র ? কাহার গঠিত শাস্ত্র মহারাজ ?
পুরুষ গ’ড়েছে শাস্ত্র পুরুষের স্বথ,
পুরুষের সুবিধা, স্বচ্ছন্দ, শান্তিহেতু ।
যদি এই শাস্ত্রকার হইত রমণী,

অগ্নরূপ হইত এ শাস্ত্রের বিধান ।
 ক্রীত এই দেহ ল'য়ে তুষ্ট রহ তুমি ;
 এ হৃদয় পাও নাই, পাইবে না কভু ।
 শাস্ত্রহু । জানি প্রিয়ে, করিয়াছি তাহা অনুভব
 বিমুখ অধরে তব, হিম দৃষ্টিপাতে,
 অবশ জীবনহীন শ্লথ আলিঙ্গনে ।
 জানি আমি ।—হায় যদি পূর্বে জানিতাম !
 সত্যবতী । জানিতে প্রয়াস কভু ক'রেছিলে প্রভু !
 মত্ত অহঙ্কারে, অন্ধ বাসনায়, তুমি
 জিজ্ঞাসাও কর নাই কখন কাহাবে
 কে আমি ? স্বভাবে মম কি অভাব আছে ?
 কাহারে দিয়াছি পূর্বে এ হৃদয় কিনা ?
 পরভুক্তা কিনা আমি ?—যেই দেখিয়াছ
 এই অপরূপ রূপ, যৌবনতরঙ্গ
 অঙ্গে অঙ্গে উছলিছে—আর রক্ষা নাই !
 উন্মত্ত, অধীর, অন্ধ কামে জর জর ;—
 এই ত পুরুষ । ধিক্—শত ধিক্ তারে ।
 শাস্ত্রহু । সত্য বলিয়াছ সত্যবতী, তিষ্ঠ যদি,
 কি করিব প্রিয়তমে !—রোগীর ঔষধ
 স্বাদু হয় কদাচিত্ । রূপ ক্রয় করা যায়
 অর্থবলে,—প্রেম ক্রয় করা নাহি যায় ।
 তোমার অগ্নায় নহে, অগ্নায় আমারি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

সত্যবতী । বুঝিয়াছ এতদিনে ?

শাস্ত্রু । করিয়াছি ভ্রম ।

সত্যবতী । করিতেছ ফল ভোগ । আমি কি করিব !

আমায় গঞ্জনা বৃথা ।

শাস্ত্রু । [অন্তর্যমানে] যদি জানিতাম—

সত্যবতী । ‘যদি জানিতাম,’ তার চেয়ে সমধিক

এই দুঃখ, এখনো জান না কিছু ।

শাস্ত্রু । জানি ।

সত্যবতী । কিছুই জানো না । ধীবরের কণ্ঠা আমি,

রূপবতী অপরূপ অনন্তযৌবনা,

বিদ্রবী ঋষিব বরে, এই মাত্র জানো ।

ধরিয়াছি গর্ভে মম তোমার ঔরসে

তুই পুত্র সুকুমার, এই মাত্র জানো ।

জানো কি আমার পূর্ব গাঢ় ইতিহাস ?

জানিতে সে কথা যদি, অগ্নির শিখায়

নিষ্কিপ্ত পত্রের মত বিগীর্ণ কুঞ্চিত

, দগ্ধ কঙ্কবর্ণ হায়ে যেতে—

শাস্ত্রু । সে কি প্রিয়ে !

কি সে পূর্ব ইতিহাস ?

সত্যবতী । জানিও না । কভু

চাহিও না জানিতে !—যে কয় দিন বাঁচ,

রহ অন্ধকারে । বৃদ্ধ ভূমি । জানিও না ।

শাস্ত্রু । হউক, জানিব ।

সত্যবতী । —না না বলিতে পারি না ।

উচ্চারিতে সেই বাণী তব সন্নিকটে
যাই যদি মহারাজ, জিহ্বা নড়ে নাক ;
কহে যদি জিহ্বা, ভয়ে বিবর্ণ অধর
দ্রুত আসি সে বাক্যের কণ্ঠরোধ করে ;
চক্ষু অন্ধকার দেখি, শুনিতে পাই না
বিশ্বে আর কিছু, এক আর্তনাদ বিনা ।
ক্লান্ত হও মহারাজ ! সেই উচ্চারণে
পুলকুল উঠিবে করিয়া আর্তনাদ,
মাতৃকুল একসঙ্গে উঠিবে কাঁপিয়া ।

[দ্রুত প্রস্থান]

শাস্ত্রু । কি সে গাঢ় ইতিহাস ! এ গূঢ় সঙ্কেত—

তার চেয়ে ছিল ভালো সরল প্রচার ।

—কি ভীষণ স্নেহহীন সুন্দরী রমণী !

প্রলয় আনিতে পারে, পলকে সংসারে ।

চিত্তাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্যের প্রবেশ ।

উভয়ে । বাবা বাবা !—আজ—

শাস্ত্রু । যাও, ত্যক্ত করিও না ।

[উভয়ের প্রস্থান]

শাস্ত্রু । ইহারা কি !—ইহারা কি আমার সন্তান ?

—এ কি এক কুজাটিকা সৃষ্টি ছেয়ে আসে ।

মাধবের প্রবেশ ।

শাস্ত্রু । কে ? মাধব !

মাধব । আমি মহারাজ ।

শাস্ত্রু । এস বন্ধু !

মাধব ! কহিয়াছিলে অতি সত্য কথা ।

—অতি সত্য কথা ।

মাধব । কি সে কথা মহারাজ !

শাস্ত্রু । বলিব না । করিব না উচ্চারণ । তুমি

কহিবে সুবিজ্ঞভাবে ‘বলিয়াছিলাম’ !

তিন্ত উপদেশ—তিন্ত, কিন্তু তিন্তের এই

‘বলিয়াছিলাম’ । বন্ধু, সর্ব্ব অপরাধ

আমার, মার্জনা কর । আলিঙ্গন দাও । [আলিঙ্গন]

মাধব । নাহি বুঝিতেছি কিছু ।

শাস্ত্রু । প্রয়োজন নাই ।

মাধব । মহারাজ স্তম্ভ আজি ?

শাস্ত্রু । স্তম্ভ ?—চমৎকার !

মাধব । দেখি—[নাট্য পরীক্ষা] এ কি মহারাজ !

শাস্ত্রু । কেন কি দেখিলে ?

মাধব । এ যে জ্বর । আনি চিকিৎসক ?

শাস্ত্রু । ত্রিভুবনে

হেন চিকিৎসক নাই, যে এই ব্যাধির

প্রতিকার করে । আছে বহুবিধ ব্যাধি—

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

অর বাত বিন্ধুচিকা যক্ষা ভয়ঙ্করী,
আছে যাহা নিত্য এক মৃত্যুসৈন্তসম
মাহুঘের স্বাস্থ্যদুর্গ অবরোধ করি' ।
কিন্তু অত্র বহুবিধ ব্যাধি বাস করে
নরদেহে, যার নাম আয়ুর্ক্বেদে নাই,
যাহার চিকিৎসা নাই, যাহা ক্ষয় করে
ধীরে জীবনের ভিত্তি গোপনে নিভূতে,
যাহা টানে দীর্ঘরেখা মক্ষণ ললাটে,
অপাঙ্গে অঙ্কিত করে প্রগাঢ় কালিমা ।
যাক্ সেই সব কথা ।—শোন তুমি, শুধু
আমার বয়স্ক নহ—

মাধব । আমি বিদুষক্ ।

শাস্ত্রহু । কর ব্যঙ্গ যত পারো, কহ কুবচন,
আনত করিয়া শির লইব ভৎসনা ।
—এখন মাধব ! আমি করি এ মিনতি—
আমার মৃত্যুর পরে, শিশু পুত্রদ্বয়ে
দেখিও—না কহিও না কথা ! শোন আর—
দেবব্রতে ডেকে দাও নিকটে আমার ।
—কোন কথা নহে বন্ধু ! আর এক দিন ।
কথা শুনিবার নহে অবস্থা আমার ।
—যাও বন্ধু !

[মাধবের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

শান্তনু । স্বীয় পুত্রে করিয়া সন্ন্যাসী

পিতার সম্ভোগ—একি—হেন অত্যাচার,

স্বৈচ্ছাচার, প্রকৃতি কি নয় ? ঘুচিয়াছে

শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম । পাইয়াছে ফিরে

প্রকৃতি আপন ভূগ ।

শাষের প্রবেশ ।

শান্তনু । সৌভ-নরপতি ?

শাষ । মহারাজ !—

শান্তনু । কথা কহিও না । আর—আর—

সুস্থ সৌভ-নরপতি ?

শাষ । আমি ?—সুস্থ আমি ।

শান্তনু । প্রীত সৌভরাজ ?

শাষ । প্রীত !

শান্তনু । অতিথি-সংকার

হইয়াছে যথোচিত তব ?

শাষ । বিলক্ষণ !

শান্তনু । বিলক্ষণ কুরিয়াছ তার প্রতিদান

সৌভরাজ ! বিনিময়ে এক ভিক্ষা চাহি ।

শাষ । কি শান্তনু ?

শান্তনু । দূর হও আমার সম্মুখ হ'তে ।

আর আসিও না । যাও, যাও সৌভপতি !

[শাষের প্রস্থান]

শান্তনু । সমুচিত হইয়াছে । ভোগলালসার
পাইয়াছি শান্তি সমুচিত । হুঃখ নাই
সন্তানে বঞ্চিত করি'—কোন হুঃখ নাই ;
—না না কোন হুঃখ নাই ।—ভগবান্ ! তুমি
আছ । অতি চমৎকার নিয়ম তোমার ।
পিতার কর্তব্য নিজস্বথবিসর্জন
পুত্রের কল্যাণকামনায় । আর আমি
সন্তানের স্বথ—[রুদ্ধস্বরে] না না কোন হুঃখ নাই ।

ভীষ্মের প্রবেশ ও প্রণাম ।

শান্তনু । আসিয়াছ দেবব্রত ?

ভীষ্ম । আসিয়াছি তাত ।

শরীর কিরূপ আছে ?

শান্তনু । সুস্থ দেবব্রত ।

তোমার নিকটে, বৎস, এক ভিক্ষা আছে ।

দিবে দেবব্রত ?

ভীষ্ম । সে কি ! পিতার আজ্ঞায়

প্রাণ দিতে পারি আমি—

শান্তনু । জানি প্রিয়তম ।

তবে শুন—মরিবার পূর্বে, প্রাণাধিক,

এক অনুরোধ করে' যাই দেবব্রত,

একমাত্র অনুরোধ—বিবাহ করিও ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ଭୀଷ୍ମ ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

ইহকাল দিয়াছ ত জলে বিসর্জন,
 পরকাল রক্ষা কর।—না না দেবব্রত,
 শুনিতে চাহি না আমি কোন প্রতিবাদ—
 বিবাহ করিও। আর—বলিব কি বৎস!
 •আমার মৃত্যুর পরে মার্জনা করিও।

ভীষ্ম । সে কি পিতা !

শান্তনু । না না কোন প্রতিবাদ নহে ।

ভেঙ্গে যাবে, ভেঙ্গে যাবে, বুক ভেঙ্গে যাবে।

যাও দেবব্রত যাও—যাও প্রাণাধিক—

আর এক কথা—বৎস—যতদূর পারো,

আমার মৃত্যুর পরে—পারো যতদূর—

আমারে সদয় ভাবে করিও বিচার।

—যাও । ঘুমাইব আমি । রুদ্ধ কর দ্বার ।

[কাতরোক্তি করিয়া গুইয়া পড়িলেন ।]

द्वितीय दृश ।

—•*•—

জ্ঞান—হস্তিনার রাজপ্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষের প্রাঙ্গণ।

কাল—প্রভাত । দাশরাজ ও তাঁহার মন্ত্রী ।

দাশরাজ। জামাই বাড়ী এলাম, তা কৈ কেউ বড় একটা খোঁজ খবর
নিচ্ছে না।—নিচ্ছে মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । কৈ ?

দাশরাজ । অথচ আমি একটি রাজা ।

মন্ত্রী । এ রাজবাড়ীর কেউ সেটা বড় একটা স্বীকার কচ্ছে না ।

দাশরাজ । স্বীকার কর্তেই হবে । তার উপরে আমাব নাশিৎ
পরে এ রাজ্যের রাজা হবে । হবে না মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । তা ত হবে ।

দাশরাজ । কিন্তু সে কথা কেউ বড় একটা মান্ছে না ।

মন্ত্রী । কৈ আর মান্ছে !

দাশরাজ । কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছে ।

মন্ত্রী । তাইত দেখছি ।

দাশরাজ । কিন্তু তা হ'চ্ছে না । আমি এবাব দাবী করে
ব'সবো ।

মন্ত্রী । মান্লে ত ।

দাশরাজ । মান্বে না ? আমি মহারাজার খণ্ডর । এ কথা
মান্বে না ?

মন্ত্রী । মান্ছে কৈ ?

দাশরাজ । মান্ছে না বুঝি ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে, মোটেই না ।

দাশরাজ । কেন ? এ ত খুব সোজা কথা । মহারাজ আমার
মেয়েকে বিয়ে ক'রেছেন—এতে খণ্ডর হয় না ত কি হয় ? এ ত
সোজা কথা ।

মন্ত্রী । অত্যন্ত সোজা ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । কিন্তু এটা বুঝতে এদের এত সময় লাগছে ?

মন্ত্রী । বড় বেশী সময় লাগছে মহারাজ ।

দাশরাজ । হুঁ [গৌফে তা দিতে লাগিলেন] কিন্তু, কেমন সেজেছি মন্ত্রী !—চেহারাখানা তদ্র লোকের মত করে' তুলেছি কি না ?

সান্নুচর বালক বিচিত্রবীর্যের প্রবেশ ।

দাশরাজ । এই যে । এই যে আমার নাতি । এসো ভাই ।

বিচিত্রবীর্য । [অন্নুচরকে] এ কে ?

অন্নুচর । ও এক বর্ষর !

দাশরাজ । [সক্রোধে] কি ?—‘বর্ষর’ ?

অন্নুচর । চলে' এসো রাজকুমার !

[সান্নুচর বিচিত্রবীর্যের প্রস্থান]

দাশরাজ । [সাশ্চর্য্যে]—এঁটা ! চিনে ফেলেছে । মন্ত্রী ! ঠিক চিনেছ ত । এত সাজসজ্জা কর্লাম । সব রুথা !

মন্ত্রী । মহারাজ বড় সুবিধা বোধ হ'চ্ছে না ।

দাশরাজ । হ'চ্ছে না না'কি !

মন্ত্রী । সরে' পড়ুন মহারাজ, সময় থাকতে সরে' পড়ুন ।

দাশরাজ । এঁটা ! এঁটা ! সরে' পড়'বো ! সরে' পড়'বো কেন ?

মন্ত্রী । নৈলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে' দেবে ।

দাশরাজ । এঁটা ! এঁটা ! গলাধাক্কা ! গলাধাক্কা ! বল কি ?

মন্ত্রী । যে জ্বর ভরে বিনা নিমন্ত্রণে জামাই বাড়ী পালিয়ে আসে তাব অভ্যর্থনা জামাই বাড়ীতে এই রকমই হ'য়ে থাকে মহারাজ !

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । তার বুঝি এই রকম অভিযর্থনা হয় ?

মন্ত্রী । আমি ত তাই বরাবর দেখে আসছি ।

দাশরাজ । তাই দেখে আসছি নাকি ?

মন্ত্রী । গতক বড় ভালো বুঝি না । মহারাজ ! সরে' পড়ুন ।

দাশরাজ । আমি যাবো না । আমি রাজার স্বপুত্র । আমার জায়গা দিতে তা'রা বাধ্য ।

মন্ত্রী । তা এরা দিয়েছে—এই আস্তাবলে ।

দাশরাজ । কি ! আস্তাবল ! কি বল্লে মন্ত্রী ? এটা কি আস্তাবল ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে হাঁ আস্তাবল ?

দাশরাজ । আস্তাবল ?

মন্ত্রী । আস্তাবল ।

দাশরাজ । মন্ত্রী, তুমি গুস্তে ভুলেছ । আমি রাজা । আমি রাজার স্বপুত্র । এখন কিনা আমার বাসের জগ্—

মন্ত্রী । আস্তাবল ।

সান্নিহর ও সপাৰ্শ্চর চিত্ৰাঙ্গদের প্রবেশ ।

দাশরাজ । এই ত আমার বড় নাতি ?

অনুচর । তোমার নাতি !

মন্ত্রী । বলি, এই ত মহারাজ শান্তনুর বড় ছেলে ?

অনুচর । হাঁ, তাই কি ?

দাশরাজ । তা হ'লেই ত আমার নাতি হোল ।

অনুচর । তোমার নাতি !—হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । হাসো কেন ?—মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে মহারাজ ! আমিও সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না—
তোমাদের রাজা কে ?

দাশরাজ । হাঁ রাজা কে ?

অনুচর ।, মহারাজ শান্তনু ।

দাশরাজ । আমি তাঁরই স্বগুরু ।

অনুচর পুনরায় অটুহাস্ত করিল ।

চিত্রাঙ্গদ । [অনুচরকে] কে এ ?

অনুচর । এক উন্মাদ ।

চিত্রাঙ্গদ । রাজবাড়ীতে উন্মাদ কেন ? তাড়িয়ে দাও ।

দাশরাজ । কি ! তাড়িয়ে দেবে কি রকম !

চিত্রাঙ্গদ । [পার্শ্বচরকে] তাড়িয়ে দাও ।

[সানুচর প্রস্থান]

দাশরাজ । কি রকম !—মন্ত্রী ।

পার্শ্বচর । বেরিয়ে যাও ।

দাশরাজ । বেরিয়ে যাবো কেন ? আমি মহারাজের স্বগুরু ।
রাজা কোথায় ?

পার্শ্বচর । বেরিয়ে যাও । নৈলে গলাধাক্কা দিয়ে বের কোরে দেবো ।

দাশরাজ । কি ?—আমি রাজার স্বগুরু । আমার গলাধাক্কা !
[ধনুকে তীর সংযোজনা করিয়া] যুদ্ধ কর্ণ, যুদ্ধ কর্ণ ।

পার্শ্বচর । আরে ! [তরবারি নিক্ষেপিত করিল]

দাশরাজ । ও বাবা ! [পিছাইল]

[৬৩

পার্শ্বচর । বেরিয়ে যাও [গলদেশ ধারণ]

দাশরাজ । এই যাচ্ছি ।

মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । এই ! এই ! কচ্ছ' কি ! কচ্ছ' কি !

পার্শ্বচর । বের করে' দিচ্ছি ।

মাধব । কেন ?

পার্শ্বচর । রাজকুমারের হুকুম ।

মাধব । না না কচ্ছ' কি ।—ইনি যে মহারাজের ষণ্ডুর ।

পার্শ্বচর । সে কি ! আমি ভেবেছিলাম এক উন্মাদ ।

মাধব । উন্মাদ হ'লে কি ষণ্ডুর হয় না ! আমুন মহাশয় । কিছু মনে কর্বেন না ।

দাশরাজ । মনে কর্বে না ? খুব কর্বে । আমার অপমান ! আমি বুদ্ধ কর্বে । আমি রাজা তা জানো !—মন্ত্রী ?

মন্ত্রী । মহারাজ চেপে যান । চেপে যান ।

দাশরাজ । হ্যাঁ ! চেপে যাবো না কি ? চেপে যাবো না কি ?

[মন্ত্রী সঙ্কেত করিলেন ।]

দাশরাজ । আচ্ছা এবার ক্ষমা করলাম । এখন রাজা কোথায় ?

মাধব । তিনি অত্যন্ত পীড়িত । কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্কার অবস্থা তাঁর নয় ।

দাশরাজ । কিন্তু তাই বলে' রাজার ষণ্ডুর আমি—আমার থাকবার জায়গা হ'য়েছে এক ঘোড়ার আস্তাবল ?

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মাধব । ভুল হ'য়ে গিয়েছে । আপনার থাকবার জায়গা আমি ঠিক করে' রেখেছি । আসুন ।

দাশরাজ । কোথায় ?

মাধব । পাগলা গারদ ।

দাশরাজ । পাগলা গারদ কি রকম !

মাধব । এই দেখুন আপনি আর রাজার নূতন যুগ্মার ঘোড়া এক সঙ্গেই রাজদ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল । আমি হুকুম দিলাম যে তা'রা আপনাকে পাগলা গারদে, আর ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রাখুক । তা এরা ভুলক্রমে আপনাকে আস্তাবলে পূরে ঘোড়াটাকে পাগলা গারদে রেখে এসেছে ।—সৈনিক, একে পাগলা গারদে রেখে এসো ।

দাশরাজ । কি আমাকে ?

মাধব । [পার্শ্বচরকে] নিয়ে যাও ।

[প্রস্থান]

মন্ত্রী । চলুন মহারাজ, দ্বিক্রান্তি কর্ণেন না ।

দাশরাজ । কেন ?

মন্ত্রী । বড় সুবিধে নয়—

দাশরাজ । 'নয় না কি !

দাশরাজীর প্রবেশ ।

দাশরাজী । এই যে !

দাশরাজ । ও বাবা ! [কল্পিত]

দাশরাজী । এখানে পালিয়ে এসেছ পোড়ারমুখো ? যা ভেবেছি তাই ! এসো বাড়ী এসো ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । আমি যাবো না । কেন যাবো !—মন্ত্রী !

মন্ত্রী । মহারাজ ! বাড়ি ফিরে চলুন । আর দ্বিরুক্তি কর্কেঁন না ।
এখানকার অভ্যর্থনার সরঞ্জাম দেখছেন ত !

দাশরাজ । তা হোক । কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে যাবো না ।

দাশরাজ্ঞী । যাবে না বটে ! [কর্ণধারণ]

দাশরাজ । না না চল যাচ্ছি ।

দাশরাজ্ঞী । চল ।

[নিজ্রাস্ত]

তৃতীয় দৃশ্য ।

—:~::~:—

স্থান—হস্তিনার রাজ-অন্তঃপুর ; প্রাসাদমঞ্চ । কাল—রাত্রি ।

চিন্তিতভাবে ভীষ্ম পাদচারণ করিতেছিলেন ।

ভীষ্ম । এই কয় দিন ধরি' আকাশ অবনী
নানা অমঙ্গল চিহ্নে করিছে সূচনা
ভাবী কোন্ অকল্যাণ । নিত্য ধুমকেতু
অগ্নিকোণে দেখা যায় ; শিবা ডেকে ওঠে
দীপ্ত দিবা দ্বিপ্রহরে । বসি' গৃহচূড়ে
চীৎকারে বায়সকুল । কয়দিন ধরি'

শয়ান, কাতর, রোগশয্যায় ভূপতি ।
জানি না কি ঘটে ।—জগদীশ রক্ষা কর
পিতায় ; আমার প্রাণ লও বিনিময়ে ।

[প্রস্থান]

চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের প্রবেশ ।

চিত্রাঙ্গদ । কৈ দাদা ?

বিচিত্র । এইখানেই ত ছিলেন ।

চিত্রাঙ্গদ । তবে বোধ হয় তিনি বাবার ঘরে । তিনি ত অষ্টপ্রহরই
বাবার শিওরে বসে' আছেন ।

বিচিত্র । মাঝে মাঝে এইখানে আসেন ।

চিত্রাঙ্গদ । এ কয়দিন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ।

বিচিত্র । আমাদের আর তেমন আদর করেন না ।

চিত্রাঙ্গদ । তাঁর সময় কোথায় !

বিচিত্র । তুমি দাদাকে ভালোবাসো ?

চিত্রাঙ্গদ । বাসি । •

বিচিত্র । খুব ?

চিত্রাঙ্গদ । খুব ।

বিচিত্র । আমার মত ?

চিত্রাঙ্গদ । , তোর চেয়েও ।

বিচিত্র । ঈস ! তা আর হ'তে হয় না ।

চিত্রাঙ্গদ । চল, তিনি কোথায় গেলেন দেখি ।

[নিক্রান্ত]

চিস্তিতা সত্যবতীর প্রবেশ ।

সত্যবতী । বর বটে ঋষিবর । অনন্ত যৌবন
বান্ধকের গোশালায় বদ্ধ আমরণ ।
অথবা মহর্ষি, তাহে তুমি কি করিবে ?
লইয়াছিলাম বাছি' আমি এই বর—
বিলাসিনী মূঢ়া আমি । ভাবিয়াছিলাম
“অনন্ত যৌবন”—অর্থ—“অনন্ত সন্তোগ” ।

এই বর—যাহা মৃগতৃষ্ণিকার মত
উন্মেষিত করে মম সন্তোগবাসনা,
তথাপি কদাপি তৃপ্ত করে না তাহারে ;
যাহা নিয়তির মত লেপিয়া ললাটে
ক'রেছে আমারে দাস ; আছে নিত্য মোর
ব্যাদিকীটাণুর মত মিশিয়া শোণিতে ।
—কি করিলে ঋষিবর ! বর ফিরে লও,
অথবা আমারে কর স্বতন্ত্র স্বাধীন ।

মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । তাহাই হোক নারী । এইক্ষণ হু'তে
স্বতন্ত্র স্বাধীন তুমি । অনন্ত যৌবন
ভোগ কর নিরাপদে । মৃত মহারাজ ।

সত্যবতী । সে কি ! মৃত মহারাজ ?

মাধব । মৃত মহারাজ ।

এখন সন্তোগ কর অনন্ত যৌবন ।—

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য

সর্বৈব আপদ শাস্তি—ভাবিতেছ নাকি
পতিহস্তী ?

সত্যবতী । আমি ?

মাধব । তুমি ।

সত্যবতী । পতিহস্তী আমি ?

মাধব । স্বহস্তে ছুরিকাঘাত করা পৃষ্ঠদেশে,

বিষাক্ত মদিরা ধরা সরল অধরে—

শুধু এক তাহাকেই হত্যা বলে নাক ।

ছুরি চেয়ে ভীক্স মর্মে নিশ্চমতা বাজে,

সর্প হতে ভয়ঙ্করী কৃতঘ্নতা আসি’

তির্য্যকনিঃশব্দগতি—করে সে দংশন ।

তব হয় স্বেচ্ছাচারে, তব ব্যভিচাবে,

পতিহত্যা করিয়াছ তুমি পাতকিনী ।

সত্যবতী । কি প্রলোপ বকিতেছ বৃদ্ধ বিদূষক ?

বৃদ্ধ তুমি, তাই আমি হস্তিনা-মহিষী

ক্ষমা করিলাম—যাও ।

মাধব । পিশাচী স্বেয়রিনী !

[প্রস্থান]

সত্যবতী । স্পর্ধা !—বৃদ্ধ বিদূষক ! নমিত করিব

তোমার উদ্ধত শির ।—‘পিশাচী স্বেয়রিনী’ !

তাই যদি সত্য হয়, কি আক্ষেপ তাহে !

সে দৌষ আমার ?—যদি স্বার্থাঙ্ক পুরুষ

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

কর্ষিতললাট, লোলগণ্ড, দস্তহীন,
বিজীর্ণ, বিশীর্ণ, পঙ্কু, কুক্ষিত জরায়—
সে যদি কামনা করে উদ্ভিন্ন যৌবন,
ব্যগ্র আলিঙ্গন, উষ্ণ উত্তত চুষন—
সে আমার দোষ ?—যাক ! মৃত মহারাজ !
—আর পরাধীন নহি। আজ মুক্ত আমি।
আজ স্বৈচ্ছাধীন আমি—ওহো কি উল্লাস !
—হাঁ, লইব প্রতিশোধ—করিব সন্তোষ;
কিসের সঙ্কোচ ? ধর্ম দিয়াছি শৈশবে;
ধীবরনন্দিনী আমি—অনন্তযৌবনা ।

অলক্ষিতে শাষের প্রবেশ ।

শাষ । রাজ্ঞী !

সত্যবতী । [চমকিয়া] সৌভনরপতি ?

শাষ । মৃত মহারাজ ।

সত্যবতী । শুনিয়াছি !

শাষ । আজি হ'তে—

সত্যবতী । কি বলিতেছিলে ?

শাষ । আজি হ'তে মহারাজ্ঞী স্বতন্ত্র স্বাধীন !

সত্যবতী । জানি মহারাজ ।

শাষ । তবে—[অগ্রসর হইলেন]

সত্যবতী । দাঁড়াও লম্পট !

হস্তিনা-সম্রাজ্ঞী আমি, রাখিও স্মরণে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

শাৰ । হস্তিনা-মহিষী ! আর কেন এ ছলনা !

আছি আমি হস্তিনার মৰ্ম্মরপ্রাসাদে,

মাসাধিক কাল ধরি' অতিথি, ভিক্ষুক

তোমার রূপের দ্বারে ।—আজি মুক্ত তুমি !

সত্যবতী । বিবেচনা করিবার অবসর দাও ।

শাৰ । অতীত প্রহর তার ।

সত্যবতী । —কেন ঋষিবর

দিয়াছিলে এই বর এই 'অভিশাপ' ?

—না না, যাও চলে' যাও নিজরাজ্যে ফিরে ।

শাৰ । কেন এ সঙ্কোচ আর ; এসো—[অগ্রসর হইলেন]

সত্যবতী । সাবধান !

দীপ্তশ্বেতবহ্নিমান্ তপ্ত লালসায়

তপ্ত করিও না আর ।—এ আগ্নেয় গিরি !

যাও, সরে' যাও, ত্রুদ্র করিও না আর

এ হৃদয়ে শৃঙ্খলিত কামের শার্দূলে ।

শাৰ । কেন—[হস্তধারণ]

সত্যবতী । সরে' যাও—তোমার এ কামম্পর্শ

আজি রোমাঞ্চিত করে সর্বাঙ্গ আমার ।—

সরে' যাও । [হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন]

শাৰ । এ কি মূর্ত্তি ! [পিছিয়া দাঁড়াইলেন]

সত্যবতী । —না না প্রিয়তম ।

ভুক্তিতে ব'সেছি যবে, ভুবিব এ জলে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

মিলিয়াছে অনলে অনিলে—ছারথার
হ'য়ে যাক্ জীবন আমার । তবে আজি—
তবে আজি ঢেকে আয় এ শূণ্য জীবনে
প্রলয়ের অন্ধকার । সেই অন্ধকার
প্রদীপ্ত করিবে আজি, ছুটি জ্বালাময়
মহাশূন্তে ভ্রাম্যমান পৃথিবীর মত,
ছুটি অভিশপ্ত আত্মা ;—এসো প্রিয়তম—

[হস্তধারণ]

ভীষ্মেব প্রবেশ ।

ভীষ্ম । দাঁড়াও রমণী ।—উঃ কি ঘৃণা ! ভয়ানক !
কি বীভৎস ! এও বিধে আছে ?—দয়াময় !
এও কি তোমার সৃষ্টি ?—যা'র সৃষ্টি এই
শাস্ত জ্যোৎস্না, এই শ্রুমা পুষ্পিতা ধরণী,
নক্ষত্রখচিত ঐ নীলাকাশ, ঐ
স্বচ্ছ তরঙ্গিণী, ঐ বিহঙ্গসঙ্কীত,
এ সুগন্ধ, এ সুমন্দ পবনহিল্লোল ;—
এও কি তাঁহারই সৃষ্টি !—আর স্নেহময়ী
রমণী ! এও কি শেষে সম্ভবে তোমায় ?
যা'র বক্ষে ছায়া দেয় ভগিনীর প্রীতি,
সুগন্ধে পুষ্পিত হয় স্নেহ ছহিতার,
যা'র বক্ষ হ'তে ধীরে লতাইয়া উঠে

বনিতার প্রেম আলিঙ্গন, বক্ষে যা'র
 স্নানিধ পীযুষ-ধারা বরে জননীর ;
 যেই খানে বহে' যায় স্নেহমন্ডাকিনী,
 যেই খানে আলো দেয় আশ্ববলিদান ;
 সেইখানে এও কি সম্ভবে !—পার্পায়সি !
 এখনও পিতার শব হয় নি সৎকার ;
 এখনও পিতার শেষ কবোষ নিখাস-
 জড়িত প্রাসাদবায়ু । এখনও পিতার আত্মা
 তোমাতে ঘেরিয়া আছে । নারী, সাবধান ।
 করিও না কলুষিত পিতার স্মৃতির
 অক্ষয় পবিত্র তীর্থ ।—[শাৰ্দ্ধকে] আর মহারাজ !
 আজি এ কালিমারানি, লম্পট, তোমার
 শোণিতে করিব ধোত । নিষ্কাশিত কর অসি ।
 [স্বীয় তরবারি খুলিলেন]

সত্যবতী । দেবব্রত !

ভীষ্ম ।

স্তব্ধ হও পাণ্ডয়নী । আজি
 অন্ধ আমি । জানি না কি করিতেছি আমি—
 [শাৰ্দ্ধকে]—নিষ্কাশিত কর অসি, কিম্বা দূর হও
 এ মুহূর্তে এ প্রাসাদ হ'তে, ব্যভিচারী ।

সত্যবতী । তুমি কে করিতে আজ্ঞা শুনি দেবব্রত ?

ভীষ্ম । আমি ভীষ্ম ।

সত্যবতী ।

দেবব্রত ! কর পরিত্যাগ

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

এই দণ্ডে এ প্রাসাদ, করি আজ্ঞা আমি
হস্তিনা-সম্রাজ্ঞী ।

ভীষ্ম । যাইব । তাহার পূর্বে
দিব দূর করি' এই পথের কুকুরে ।—
[শাবকে] নিষ্কাশিত কর অসি ।

শাবক । যাইতেছি আমি । [প্রস্থান]

ভীষ্ম । যাও । আর পুনরায় হস্তিনায় যদি
কর পদার্পণ কভু, যাইবে ফিরিয়া
শাবকের কবন্ধ গৃহে—জানিও নিশ্চয় ।
—জয় হোক মহারাণী !—চলিলাম আমি ।

[প্রস্থান]

[সত্যবতী ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন ।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

—:~::~:—

স্থান—গন্ধর্করাজ চিত্রাঙ্গদের প্রমোদ-ভবন । কাল—রাত্রি
গন্ধর্করাজ চিত্রাঙ্গদ, তাঁহার বন্ধু চিত্রসেন ও
পারিষদবর্গ । সন্মুখে নর্তকীগণ ।

চিত্রসেন । গুনিয়াছ বন্ধুবর ! প্রবলপ্রতাপ
হস্তিনার অধিপতি গতাস্থ শাস্ত্র—
অনন্তযৌবনা যা'র মহিষী সুলক্ষ্মী !

[চতুর্থ দৃশ্য ।

চিত্রাঙ্গদ । •আমার যে নাম চিত্রাঙ্গদ, চিত্রসেন !

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

চিত্রসেন । বিচিত্র কি তাহে ?

চিত্রাঙ্গদ । তার নাম চিত্রাঙ্গদ ?

সত্য বলিতেছ বন্ধু !

চিত্রসেন । নিশ্চিত, যেমতি

চিত্রসেন নাম মম ।

চিত্রাঙ্গদ । আক্রমণ কর,

আক্রমণ কর ।—সেনাপতি !

সেনাপতির প্রবেশ ।

চিত্রাঙ্গদ । সেনাপতি !

হস্তিনাধিপতি—নাম চিত্রাঙ্গদ তাব,

বাধিয়ে আনিবে তারে ।

চিত্রসেন । কি হেতু স্মৃৎ ?

চিত্রাঙ্গদ । তাহার কিরূপ মূর্তি—দেখিব ।

চিত্রসেন । কি হেতু ?

চিত্রাঙ্গদ । কোতুহল মাত্র ।

চিত্রসেন । বন্ধু ! উদ্ভাদ কি তুমি

চিত্রাঙ্গদ ?

চিত্রাঙ্গদ । কি বলিলে ?

চিত্রসেন । তুমি কি উদ্ভাদ ?

চিত্রাঙ্গদ । তার পর !

চিত্রসেন । তার পর কি আবার !

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

চিত্রাঙ্গদ । কি বলিয়া ডাকিলে আমারে ?

চিত্রসেন । চিত্রাঙ্গদ ।

তোমার যা নাম ।

চিত্রাঙ্গদ । উঠ, আলিঙ্গন করি [উঠিলেন] ।

চিত্রসেন । কেন ?

চিত্রাঙ্গদ । আলিঙ্গন কবি, এসো বন্ধু ।

চিত্রসেন । [আলিঙ্গিত হইয়া] কেন ?

চিত্রাঙ্গদ । স্ববর্ণ করায় দিলে যে আমার নাম

চিত্রাঙ্গদ । বন্ধুবব শুন, ভূমণ্ডলে

চিত্রাঙ্গদ একা আমি । অগ্র কেহ যদি

লয় সেই নাম—চুরি । তাহাব সহিত

আমাব বিরোধ ।—সেনাপতি !

সেনাপতি । মহারাজ !

চিত্রাঙ্গদ । আমার প্রধান শত্রু হস্তিনাধিপতি—

সমবে প্রস্তুত হও ।

সেনাপতি । যথা আজ্ঞা প্রভু ।

[প্রস্থান]

চিত্রসেন । চিত্রাঙ্গদ ! বন্ধু, তব মস্তিষ্ক বিকৃত !

নাম যার চিত্রাঙ্গদ সে শত্রু তোমার ?

চিত্রাঙ্গদ । অবশ্য । মুছিয়া দিক্ তাহার সে নাম,

আর নাহি বিসম্বাদ । সে বন্ধু আমার,

আমার পরম মিত্র । —গাও—একা আমি

মহারাজ চিত্রাঙ্গদ এ বিশ্ব ভিতর ।

—পূর্ণ কর পানপাত্র প্রিয় বন্ধুবর ।

—নাচ গাও ।

নৃত্যগীত ।

ঢালো, অমির! ঢালো, কিশোর সুধাকর,

আকুল ত্বা অতি অধীরা ।

উঠুক শিহরিয়া তপ্ত ধমনীর রক্ত ঢেউ—ঢালো মদিয়া ।

চুলাও চামর, বসন্ত সিঞ্চ সুগন্ধ চঞ্চল পবনে,

বাজো সুললিত মৃদঙ্গ মনিরা মুরলী নন্দন ভবনে ;

গাও, বিকল্পিত করি দিগন্ত, বিমুক্ত অপ্সরা রমণী ;

নৃত্য কর মদমত্ত মগধ, হৃদয়ে বিঁধ শর অমনি ।

‘ পঞ্চম দৃশ্য ।

—:~:—

স্থান—বাসের আশ্রম । কাল—প্রভাত ।

বাস ও ভীষ্ম ।

বাস । ‘সুখ সুখ করি’ নিত্য ফিরিছে মানব,

অন্বেষণ করে তারে আহায়ে, শয়নে,

যানে, মানে, মহামূল্য বসনে, ব্যসনে ।

অথচ সে সুখ এত সহজ সরল,

এত অনায়াসলভ্য—নিজ মুষ্টিগত ।

ভীষ্ম । সে কিরূপ ?

বাস ।

সুখের বিবিধ আয়োজন

আমার আয়ত্ত নহে । কিন্তু প্রয়োজন

সংক্ষিপ্ত করিতে পারি আমি ত আপনি ।

আয় নাহি বাড়ে, ব্যয় কমাইতে পারি ।

লাভ সে সুলভ নহে । ক্ষতি ত সহজ ।

এই দেখ আমার এ নিরীহ কুটীর,

আসন অজিন, বৃক্ষ-বকুল বসন,

খাদ্য ফলমূল, পেয় নিৰ্ব্বরের বারি ;

তথাপি আমার কৈ—কিসের অভাব ?

তথাপি সত্রাট আমি কুশের কুটীরে ।

ভীষ্ম । সত্রাটের উপরে মহর্ষি তুমি প্রভু ।

কুশের কুটীরে বসি' শাসিছ ভারত ।

তাই আমি হস্তিনার যুবরাজ, বীর

পরশুরামের শিষ্য, আমি ভীষ্ম, আজি

তোমার জ্ঞানের দ্বারে রূপার ভিখারী ।

বাস । মিটে নাই তোমার কি জ্ঞানের পিপাসা,

দেবব্রত ?

ভীষ্ম ।

এ পিপাসা মিটে কি কখন ?

বাস ।

বিষ পান করিয়াছ তুমি দেবব্রত,

ঔষধ সেবন কর ।

ভীষ্ম ।

সে কি ঋষিবর ?

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

বাস । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে জ্ঞানের বিচার ।

রণক্ষেত্র ক্ষত্রিয়ের কর্মভূমি ।—যাও ।

চিন্তা করিও না । কর্ম কর । ভাবিবার

জ্ঞান আমি আছি । যাও, গৃহে ফিরে যাও ।

[প্রস্থান]

মাধবের প্রবেশ ।

ভীষ্ম । এই যে কাকা । কাকা, কাকা ! [তাঁহার দিকে ছুটিলেন]

মাধব । বৎস দেবব্রত ! [আলিঙ্গন] বেঁচে আছি !

ভীষ্ম । আমি যে ইচ্ছামৃত্যু কাকা ! তাই আমার মরণ নেই ।
আমার চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীৰ্য্যের কুশল ত ?

মাধব । চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীৰ্য্য এখনও বেঁচে আছে । কিন্তু ফিরে
গিয়ে তাদিগে দেখতে পাবো কিনা সন্দেহ ।

ভীষ্ম । সে কি কাকা ?

মাধব । গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ রাজ্য আক্রমণ করেছে । তুমি নাই ।
রাজ্য রক্ষা করে কে ?

ভীষ্ম । সে কি !

মাধব । তাই আমি ছুটে তোমার কাছে এসেছি । এসো দেবব্রত,
রাজ্যে ফিরে এসো ।

ভীষ্ম । সে কি কাকা ! হস্তিনায় ফিরে যাবার আমার অধিকার
কি !—আমি যে সম্রাজ্ঞী কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছি ।

মাধব । কে সম্রাজ্ঞী ? মহারাজ শান্তনুর মৃত্যুর পর রাজ্যের রাজা
৮০]

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

তুমি । এসো দেবব্রত, এসো । রাজদণ্ড নাও, সিংহাসন অধিকার কর,
আর দ্বিতীয় রামচন্দ্রের মত সাম্রাজ্য শাসন কর ।

ভীষ্ম । না কাকা, আমার অধিকার আমি জন্মের মত ত্যাগ
করেছি ।

ব্যাসের পুনঃ প্রবেশ ।

ব্যাস । তথাপি ক্ষত্রিয় তুমি ! যাও দেবব্রত ।

রাজ্য রক্ষা কব । কর আর্তের উদ্ধাব ।

ঘুমাবে কি ক্ষত্র যবে আসে বৈরিদল

উদ্ধৃত স্পর্ধায় দেশ করিতে ধ্বংস !

ছাড়িবে ক্ষত্রিয় যবে ধর্ম আপনার

এ স্বর্ণভারত ভূমি যাবে রসাতলে ।

ভীষ্ম । যথাদেশ ঋষিবর ! প্রণমি চরণে । [প্রণাম]

ব্যাস । তাপসের আশীর্ব্বাদে সর্ব্ববিঘ্ন তব

হোক দূর ! যাও ভীষ্ম !

মাধব ও ভীষ্ম কিছুদূর অগ্রসর হইলেন ।

মাধব । [দূরে সহসা থ্যামিয়া] এ কি দেবব্রত !

এ কি ?—এ কি ? আচম্বিতে আচ্ছন্ন অশ্রু

ঘন ঘোর মেঘসজ্জ্ব । চমকে বিহ্বল ।

বহিছে প্রবল ঝঙ্কা । বজ্র কড় কড়ে ।

ভীষ্ম । [দূরে] এ কি ! কিছু দেখিতে পাই না ।—ঋষিবর !

ব্যাস । ভয় নাই দেবব্রত ! ব্রাহ্মণের কাজ

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

সাধিবে ব্রাহ্মণ !—কেটে যা'ক্ মেঘরাশি ।

থেমে যা'ক্ বজ্রা । দূর হোক অন্ধকার ।

[পুনরায় আলোক হইল]

ভীষ্ম । [দূরে] অলঙ্ঘ্য পর্বত এক রোধিয়াছে বজ্র-
হস্তিনার ।

ব্যাস । চূর্ণ হ'য়ে যাউক পর্বত,
যত্বপি ব্যাসের থাকে তপস্তার বল ।

[পর্বত চূর্ণ হইয়া পড়িল]

ব্যাস । চলে' যাও দেবব্রত । কোন ভয় নাই ।

[মাধব ও ভীষ্ম নিষ্ক্রান্ত]

মহাদেব ও উমার প্রবেশ ।

মহাদেব । তপস্তার মহাশক্তি দেখিছ পার্শ্বতী ।

[অগ্রসর হইয়া] বৎস ব্যাস !

ব্যাস । কে তুমি ?

মহাদেব । শঙ্কর ।—তুষ্ট আমি ।

বর চাহো ঋষিবর ।

ব্যাস । যেন পারি দেব,

সাধিতে মানবহিত তপস্তার বলে ।

মহাদেব । তথাস্তু । তোমার কীর্তি হউক অমর ।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ দৃশ্য ।



স্থান—কাশিরাজের বহিঃস্থান । কাল—সন্ধ্যা ।

অস্থিকা ও অস্থালিকা ।

গীত ।

বাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা নীরদ সাঁঝের কিরণমাথা ।

উড়ছে ঘেন বিষণ্ণোভার গুজরদিন জয়গতাকা ।

আয় লো মোরা সঙ্গে ভেসে, চলে' বাই ঐ পরীর দেশে ;

মলয় হাওয়ায় গা ঢেলে দেই, নীল আকাশে মেলিয়ে পাখা ।

দেখনা কেমন দেখতে মানুষ, দেখনা কেমন দেখতে ধরা ।

জীবনটা কি শুধুই ভাবা, শুধুই নীরস কার্য করা ?

কি হবে রে দে সব জেনে, নে রে জীবন ভোগ করে নে,

নৈলে জগৎ শুধুই ধুলো, জীবন শুধুই বেঁচে থাকা ।

অস্থিকা । বেশ গান ।

অস্থালিকা । • সুন্দর !

অস্থিকা । • আমরা নিজেই গান তৈরি করে' নিজেই গেয়ে—

অস্থালিকা । নিজেই বিভোর !

অস্থিকা । এ রকম বড় একটা দেখা যায় না ; [সুরে]

‘বাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা—

অস্থালিকা । [সুরে] ‘নীরদ সাঁঝের কিরণমাথা ।’

• অস্থিকা । আমার ভাষ খুব মনে আসে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[বর্ষ দৃশ্য ।

অম্বালিকা । আর মিল আমার ওষ্ঠাগ্রে । ‘জেনে’র সঙ্গে মিল, ভাব
বজার রেখে, তারি শক্ত হ’য়ে দাঁড়িয়েছিল ।

অম্বিকা । আমরা ছুটি জুড়ি মিলেছিলাম ভালো ।

অম্বালিকা । হুই রত্ন !

অম্বিকা । কিন্তু দিদি আর এক রকমের ! গান গাইতেও
পারে না ।

অম্বালিকা । কবিতা মেলাতেও পারে না ।

অম্বিকা । সর্বদাই মলিন ।

অম্বালিকা । এতদিন বিয়ে হয় নি কিনা !

অম্বিকা । আচ্ছা, দিদি এতদিন বিয়ে কর্ণ না কেন ?

অম্বালিকা । আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম ।

অম্বিকা । তুই বিয়ে কর্ণি ?

অম্বালিকা । কর্ণ বৈকি !

অম্বিকা । তোর বর কি রকম হবে জানিস্ ?

অম্বালিকা । কি রকম হবে বল দিখি ?

অম্বিকা । কি রকম বর জানিস্ ?—রোস্, তোর বরের মূর্তি চোখ
বুঁজে ধ্যান করি । [বদিয়া চোখ বুজিল]

অম্বালিকা । আমিও তজ্জপ । [তজ্জপ]

অম্বিকা । তোর বর দেখছি ।

অম্বালিকা । দেখছিহ্ ? কি রকম দেখছিহ্ ?

অম্বিকা । বায়ে সিঁথি ।

অম্বালিকা । লম্বা নাক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[বর্ষ দৃশ্য ।

অশ্বিকা । হু কান কাটা ।

অশ্বালিকা । মাথায় ঢাক ।

অশ্বিকা । নেইক বিত্তে ।

অশ্বালিকা । মুখে জাঁক ।

অশ্বিকা । মাথার মধ্যে—

অশ্বালিকা । শুধুই ফাঁক ।

অশ্বিকা । কর্ণ ছুটি—

অশ্বালিকা । মধুর চাক ।

অশ্বিকা । পীঠের উপর—

অশ্বালিকা । জয়ঢাক ।

অশ্বিকা । বেঁচে থাক্ ! বেঁচে থাক্ !

—আহা আমরা যদি হুই সতীন হ'তাম !

অশ্বালিকা । বেশ হোত । না ?

অশ্বিকা । কেবল ঝগড়া কর্তাম ।

অশ্বালিকা । আর ভাব কর্তাম ।

*অশ্বিকা । তাই যেন হই ।, আমরা সতীনই যেন হই ।

অশ্বালিকা । জীবনে আমাদের যেন ছাড়াছাড়ি না হয় ।

অশ্বিকা । [সন্নেহে] অশ্বালিকা !

অশ্বালিকা । [সন্নেহে] অশ্বিকা !

[জড়াইয়া ধরিয়া চুমন]

অশ্বিকা । ওরে ! দিদিরে দিদি ।

অশ্বালিকা ।, সঙ্গের স্নানন্দ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

অম্বিকা । লুকোরে লুকো ।

অম্বালিকা । লুকো লুকো ।

[উভয়ে লুকাইলেন ।]

কথা কহিতে কহিতে অম্বা ও তাঁহার সখী সুনন্দার প্রবেশ ।

সুনন্দা । এই নিয়ে রাণীর সঙ্গে রাজার তুমুল বিবাদ । রাজা যত বলেন রাণী তত উষ্ণ হন, আর রাণী যত বলেন রাজা তত উষ্ণ হন ।

অম্বা । তা আমার বিবাহ নাইবা হোল ।

সুনন্দা । না হ'লে ছোট ছুটির বিবাহ হয় কেমন করে' ?—তুমি বোঝত ! তুমি ত আর এখন বালিকাটি নও । [অম্বা ভাবিতে লাগিলেন]

সুনন্দা । ছোট ভগ্নী ছুইটির বিবাহে প্রতিবন্ধক হ'য়ে, পিতামাতার অশান্তির হেতু হ'য়ে, জগতের বিক্রপস্থল হ'য়ে থাকা কি ভালো' ?

অম্বা । 'জগতের বিক্রপ' কি রকম ?

সুনন্দা । জগৎ তোমাকে দেখিয়ে ব'লবে—এই রাজকন্যা এক রাজপুত্রের উপেক্ষিতা । হস্তিনার যুবরাজ গর্ভ কর্কে—“এই কামিনী এত আমার প্রেমমুগ্ধা যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহই কর্লে না ।”

অম্বা । [চিন্তা] তুমি ঠিক ব'লেছ সুনন্দা ।—যাও মাকে বলগে' যে আমি বিবাহ কর্কে ।

সুনন্দা । এই ত কাশিরাজকন্যা । আমি বাই, রাণী মাকে বলিগে ।

[প্রস্থান]

অম্বা । হাঁ বিবাহ কর্কে ।—কাকে ?—মে ভাবনার প্রয়োজন

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

কি ! বিষ খেয়ে মরি কি জলে ডুবে মরি, মৃত্যুর প্রকারভেদে
কি যায় আসে ! আমি বিবাহ কর্ণ, আর তাকে বিবাহ কর্ণ,
যাকে সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করি ।

[প্রস্থান]

অশ্বিকা ও অশ্বালিকা পা টিপিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ।

অশ্বিকা । শুনলি !

অশ্বালিকা । [প্রস্থিতা অশ্বার প্রতি তর্জনী নির্দেশ করিয়া] হুস্ ।

অশ্বিকা । দিদি ত গিয়েছে ।

অশ্বালিকা । আবার ফিরেছিল ।—এখন গিয়েছে ।

অশ্বিকা । বলেছিলাম না ?

অশ্বালিকা । অবিকল ।

অশ্বিকা । দিদি বিয়ে কর্ণে !

অশ্বালিকা । তাইত ।

অশ্বিকা । বোঝা গেল না ।

অশ্বালিকা । কিছু না ।

[অশ্বিকা একটু সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন ।

অশ্বালিকা তাহার অন্তরা ভাঁজিতে লাগিলেন ।]

অশ্বিকা । [সহসা থামিয়া] আচ্ছা মেয়েমানুষ বিয়ে করে কেন ?

অশ্বালিকা । আর এই গৌরবোন্মাদা পুরুষ মানুষকে ।

অশ্বিকা । আমরা বিয়ে কর্ণ না, কেমন ভাই !

অশ্বালিকা । —বেশ !

[উভয়ে গান ধরিয়া দিল ।]

গীত ।

আমরা—মলয় বাতাসে ভেসে যাবো শুধু কুহুমের মধু করিব পান ;
 বুঝাবো কেতকীস্থবাসধরনে, চাঁদের কিরণে করিব স্নান ।
 কবিতা করিবে আমাকে বীজন, প্রেম করিবে—স্বপ্নস্থজন,
 স্বর্গের পরী হবে সহচরী, দেবতা করিবে হৃদয় দান ।
 সন্ধ্যার মেঘে করিব ঢুকল, ইন্দ্রধনুরে চলহার ;
 তারায় করিব কর্ণের ঢুল, জড়াবো গায়েতে অঙ্ককার ;
 বাষ্পের সনে আকাশে উঠিব, বৃষ্টির সনে ধরায় লুটিব,
 সিন্ধুর সনে সাগরে ছুটিব, ঝঞ্ঝার সনে গাহিব গান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

—:~:—

যুধ্যমান হস্তিনারাজ চিত্রাঙ্গদ ও গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ
 নিকাশিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান ।

গন্ধর্ব্বরাজ । এসেছ সমরে কেন মাতৃ হৃৎ ছাড়ি’
 ক্ষুদ্র শিশু ? রাখো অস্ত্র, প্রাণে মারিব না ।
 শুদ্ধ মম রথচূড়ে শৃঙ্খলিত করি’
 লয়ে যাবো রাজ্যে মম বিজয় গৌরবে ।

হস্তিনারাজ । নিশ্চল আমার সৈন্ত, তথাপি কদাপি
 ছাড়িব না অস্ত্র আমি থাকিতে জীবন ।
 মানিব না পরাজয় ; জননীর বরে

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[সপ্তম দৃশ্য ।

এ যুদ্ধে অমর আমি । কহিলেন তিনি

দিয়া শিরে পদধূলি—কহিলেন মাতা—

“আমি যদি সত্যী হই, পুত্র চিত্রাঙ্গদ,

ফিরে এসো যুদ্ধ হ’তে রণজয়ী তুমি ।”

এখনও শ্রবণে বাজে সে আশীষ বাণী ।

গন্ধৰ্বরাজ । তবে কি করিব বীর । কর, যুদ্ধ কর ।

ধর অস্ত্র । আপনারে রক্ষা কর বীর ।

[উভয়ের যুদ্ধ । হস্তিনারাজের পতন ।]

গন্ধৰ্বরাজ । করিয়াছি জয় ।

প্রবেশ করিব তবে হস্তিনানগরে

এখন বিজয় গর্বে ।—সেনাপতি ! সেনাপতি !

[গ্রহান]

মাধবের সহিত ভীষ্মের প্রবেশ ।

মাধব । এই যে এখানে বৎস ! যা ভেবেছি তাই ।

ঐ দেখ চিত্রাঙ্গদ ভূমিতলে পড়ে’—

ভীষ্ম । [সাগ্রহে] জীবিত না মৃত ?

মাধব । [পরীক্ষা করিয়া] মৃত ! মৃৎপিণ্ডসম

অনড় অসাড় হিম !—বৎস ! চিত্রাঙ্গদ !

ভীষ্ম । [ভগ্নস্বরে] পিতৃব্য ! এ স্থান শোক করিবার নহে ।

গন্ধৰ্বরাজের পুনঃ প্রবেশ ।

ভীষ্ম । তুমি কি গন্ধৰ্বরাজ বীর চিত্রাঙ্গদ ?

গন্ধৰ্বরাজ । হাঁ সত্য ।—কে তুমি ?

ভীষ্ম । ভীষ্ম !

গন্ধৰ্বরাজ । শুনিয়াছি নাম ।

ভীষ্ম । কি হেতু এ শিশুহত্যা গন্ধৰ্ব-ঈশ্বর ?

গন্ধৰ্বরাজ । হত্যা নহে, বীর । যুদ্ধে বধ করিয়াছি ।

ভীষ্ম । যুদ্ধ ? এরে যুদ্ধ বল ! মাতৃস্তনপায়ী

শিশুরে করিয়া হত্যা, এই আশ্চর্যজন

সাজে কি গন্ধৰ্বরাজ ! মনুষ্য হইতে

তোমরা গন্ধৰ্ব শ্রেয়ঃ । তোমাদের এই

দুৰ্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, স্বাধীনতা

সবলে হরণ, এই শাস্তিভঙ্গ, আর

এ দৰ্প কি শোভা পায় গন্ধৰ্ব-ঈশ্বর ?

—কি হেতু এ যুদ্ধ বীর ?

গন্ধৰ্বরাজ । হ'য়েছি বাহির

দিগ্বিজয়ে । তাই এই যুদ্ধ ।

ভীষ্ম ।

যুদ্ধ নহে,

দস্যুর ব্যবসা, বীর !

গন্ধৰ্বরাজ ।

করে না গন্ধৰ্ব

কত্ন বাক্যালাপ হীন মানবের সনে ।

ভীষ্ম । উত্তম । ক'রেছ হত্যা । রাজ্যে ফিরে যাও,

মহারাজ ।

গন্ধৰ্বরাজ । তার পূর্বে করিব মানব,

অধিকার হস্তিনার রাজসিংহাসন ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[সপ্তম দৃশ্য ।

শুনেছি সম্রাজ্ঞী তার অনন্তযৌবনা
কিরূপ, দেখিব । দেখি যদি—

ভীষ্ম । সাবধান !

সম্রাজ্ঞীর প্রতি কোন অবজ্ঞার বাণী
কর উচ্চারণ আর একটি যত্নপি,
ধণ্ডিবে গন্ধর্ষ নাম ব্রহ্মাণ্ডে তোমার,
লোটাতে উদ্ধত যুগে নিমিষে চরণে ।

গন্ধর্ষরাজ । উদ্ধত যুবক ! পথ ছাড় হস্তিনার ।

ভীষ্ম । হস্তিনায় প্রবেশের নাহি অধিকার ।

গন্ধর্ষরাজ । কে রোধে আমার বয়স ?

ভীষ্ম । আমি ভীষ্ম ।

গন্ধর্ষরাজ । যাও ।

পথ ছাড় হস্তিনার ।

ভীষ্ম । রাজ্যে ফিরে যাও ।

করিবে না হস্তিনায় প্রবেশ অরাতি

জীবিত থাকিতে ভীষ্ম ।

গন্ধর্ষরাজ । তবে যুদ্ধ কর ।

ভীষ্ম । যুদ্ধ কার সনে ?

[ভীষ্ম সবলে গন্ধর্ষরাজের হস্ত ধরিয়া তরবারি কাড়িয়া
লইয়া ফেলিয়া দিলেন]

ভীষ্ম । যাও রাজ্যে ফিরে যাও ।

আর্য্য শুন উপদেশ ।—হর্ষলের প্রতি

করিও না অত্যাচার । দণ্ড করিও না ।
যত বড় হও তুমি, তোমার চেয়েও
বড় আছে বিশ্বতলে । যদি নাহি থাকে,
—সহিবে না প্রকৃতি তোমার স্বৈচ্ছাচার ।
তুমিও এ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের দাস ।

[গন্ধর্বরাজের প্রস্থান]

ভীষ্ম । ঠিক বলিয়াছ তুমি ঋষি বৈপায়ন—
“ঋত্বিয়ের ধর্ম—যুদ্ধ, শাস্ত্রালাপ নহে” ।
ঋত্বিধর্ম ছাড়ি’ আমি মৃত্ অভিমানে,
করিয়াছি সর্বনাশ !—মার্জনা করিও
স্বর্গে দেবগণ !—

মাধব । চিত্রাঙ্গদ ! চিত্রাঙ্গদ !
কেন শুনে কধিরাক্ত কর্দমশয়নে
আছিস্ ফিরায়ে মুখ ?—বৎস ! প্রাণাধিক !—

ভীষ্ম । —না, তুই ঋত্বিয় শিশু ! এই তোরে সাজে !
জীবন দেশের জন্ত, মৃত্যু দেশহিতে,—
এই ত ঋত্বিয় বীর ! এই তোরে সাজে ।
আমি যেন পাই হেন শয়ন অস্ত্রিমে ।—
উন্মুক্ত সময়ক্ষেত্রে নীলাকাশ তলে
বিস্তৃত অস্ত্রিম শয্যা ; সন্মুখে উচ্ছ্বসে
মরণের রক্তসিদ্ধ ; উঠে তার রোল—
চারিধারে সন্মুখিত সময়কল্লোল ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—গঙ্গাতটে কাশিরাজের বাহিরদ্যান ।

কাল—সন্ধ্যা । স-তরবারি ভীষ্ম একাকী ।

ভীষ্ম । সেই কুঞ্জবন ; সেই দূরবিসর্পিনী
হিল্লোলকল্লোলময়ী পবিত্রা জাহ্নবী ।
সেই শান্ত সন্ধ্যা ; বহে তেমতি স্নধীরে
সুমন্দ মৃদুল স্তম্ভ স্মরতি সমীর ।
ঠিক এই স্থানে, এই সন্ধ্যাকাল, ঐ
বটুচ্ছায়ে ।—সেই দিন আর এই দিন !
মধ্যে ব্যবধান তার বিংশতি বৎসব !
—বসি বৃক্ষমূলে ঐ জাহ্নবীর তীরে ।

[প্রস্থান]

[৯৩]

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । এখানে এসে পর্য্যন্ত দেবব্রত এত স্নান—এত কাতর ।
আমার সঙ্গেও কথা কৈতে চায় না । কেন ? কে জানে !—ঐ যে
বৃক্ষকাণ্ডে তরবারি হেলিয়ে রেখে, ভূমিশয্যাগুণ্ডে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ।
—না ! একা থাকতে দেওয়া হবে না ।

[প্রস্থান]

অম্বিকা ও অম্বালিকার প্রবেশ ।

অম্বিকা । যে রকম দেখা যাচ্ছে—এরা শেষে আমাদের বিয়েটা না
দিয়ে ছাড়লে না !

অম্বালিকা । নৈলে যেন এদের ঘুম হচ্ছিল না ।

অম্বিকা । তা আমাদের—আপত্তি বিশেষ নাই । কি বলিস্ ভাই ?

অম্বালিকা । হাঁ । আর আমাদের বিয়ের বয়সও হ'য়েছে ;

অম্বিকা । তা—হ'লো বৈ কি ।

অম্বালিকা । একেই বলে স্বয়ংবরা !

অম্বিকা । নিজেরই বর বেছে নিতে হয় কি না, তাই এর নাম
স্বয়ংবরা ।

অম্বালিকা । ও মা !

অম্বিকা । কি হবে !

অম্বালিকা । রাজারা সব এসেছে ?

অম্বিকা । কোন্ কালে ।—তা'রা কেবল রাত পোহাবার অপেক্ষায়
আছে ।

অম্বালিকা । রাতে তাদের ঘুম হবে না বোধ হয় ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

অম্বিকা । কেবল হাঁ করে', পূর্বদিকে চেয়ে থাকবে !

অম্বালিকা । আচ্ছা দিদিও এই সঙ্গে স্বয়ংবরা হবে ?

! অম্বিকা । তা—হবে বৈ কি ।

অম্বালিকা । কিন্তু বয়স বেশী হ'য়েছে ।

অম্বিকা । •তা হোক—কিন্তু দেখায় না ।

অম্বালিকা । বরং আমাদের চেয়ে ছেলেমানুষ দেখায় ।

অম্বিকা । বেজায় একহারা কি না !

অম্বালিকা । বাবা দিদির বয়স ভাঁড়িয়ে বিয়ে দিচ্ছেন নিশ্চয় ।

অম্বিকা । দিচ্ছেন—দিচ্ছেন । তোর তাতে কি !—তুই এই
রাজাদের কাউকে দেখিছিস্ ?

অম্বালিকা । ওমা ! তা আর দেখিনি !

অম্বিকা । বলি, কাউকে পছন্দ হ'য়েছে ?

অম্বালিকা । হ'য়েছে বৈ কি !

অম্বিকা । কাকে ?

অম্বালিকা । তবে গুন্বি ? [কাণে কাণে কি কহিল]

অম্বিকা । হর বেহারা !

অম্বালিকা । হর পোড়ার মুখি !

[হুজনে অটুহাশু করিল ।]

অম্বিকা । ঐ দিদিরে, দিদি ।

অম্বালিকা । দিদি ! দিদি !

অম্বিকা । আমাদের দেখতে পাচ্ছে না ।

অম্বালিকা । নিজের মনে বকছে ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

অম্বিকা । চূপ্ !

অম্বালিকা । হস্ !

[উভয়ে লুকাইলেন]

চিন্তিতভাবে অম্বার প্রবেশ ।

অম্বা । রঞ্জিতপতাকা-পরিশোভিত নগরী ।

বাজিছে তোরণমঞ্চে আনন্দকম্পিত

প্রবল মঙ্গল বাজ ।—কিস্ত মনে হয়

ও পীত পতাকা মম রুধিররঞ্জিত ;

আর ঐ বাজে ঘন প্রাসাদশিখরে

আমার বলির বাজ ।—কাঁপে বক্ষঃস্থল ।

মুহমূর্ছঃ বামেতর স্পন্দিছে নয়ন !

—কে এ কুঞ্জবনে ?—[সহাস্ত্রে] অম্বিকা ও অম্বালিকা !

যুগলকপোতীসম বিহরে নির্ভয়ে ।

[প্রস্থান]

অম্বিকা ও অম্বালিকা বাহির হইয়া আসিল ।'

অম্বিকা । গুন্নি ?

অম্বালিকা । কি ?

অম্বিকা । দিদি তোকে পায়রা ব'লে গেল ?

অম্বালিকা । ব'লেছে, বেশ ক'রেছে ।

[এই বলিয়াই অম্বালিকা গান ধরিয়া দিল । অম্বিকু তাহাতে যোগ দিল ।]

৯৬]

গীত ।

কি বিবর মরুভূমি হোত জীবন, বৃথাই হোত তবে আসা—
 যদি না রৈত হেথায় আশের ভিতর ভুবন ভরা ভালোবাসা ।
 প্রকৃতি, কুঞ্জ গাছে, লতার পাটার ছড়িয়ে আছে,
 শুধু এক, নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ফুটে আছে ভালোবাসা ।
 ও শুধু, চিন্তা করা, হিসাব করা, অন্ধ কসা, টাকা গোপা ;
 এ শুধু, চক্ষু মুদে হেলান দিয়ে বিভোর হয়ে বাঁশি শোনা ।
 ও শুধু, তর্ক করা, এ গলা জড়িয়ে ধরা,
 এ শুধু, বৃকে রাখা, চেয়ে থাকা—শুধু হাসা, শুধু হাসা ।
 ও শুধু তুট্ট করে, পুট্ট করে—কুথায় শুধু খেতে পাওয়া ;
 এ শুধু, মধু খাওয়া, মধু খাওয়া, চক্ষু মুদে মধু খাওয়া ।
 ও শুধু, খুলার কাঁটায শুধু তাড়ার শুধু হাঁটার ;
 এ শুধু, জ্যোৎস্নালোকে মূহুর হাওয়ার নৌকা করে' জলে ভাসা ।

অম্বিকা । ও আবাব কে ।

অম্বালিকা । তাইত ভাই ।

অম্বিকা । এই মাটি, ক'বেছে ।

অম্বালিকা । ' এঃ !

অম্বিকা । ' এবাব আব গালাচ্ছি না !

অম্বালিকা । না । এবাব বিপদেব সঙ্গে লড়্তে হবে ।

অম্বিকা । -চুপ্ ।

অম্বালিকা । হস্ !

চিন্তিত ভাবে ভীষ্মেব প্রবেশ ।

অম্বিকা । কোন দিকে চাইছে না ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

অম্বালিকা । ভাবছে ।

অম্বিকা । বোধ হয় প্রেমে প'ড়েছে ।

অম্বালিকা । জিজ্ঞাসা করা যাক্ !

অম্বিকা । [অগ্রসর হইয়া] বলি—[কাসি] বলি—মহাশয় !

অম্বালিকা অগ্রসর হইয়া কাসিলেন । ভীষ্ম চমকিয়া দাঁড়াইলেন ।

অম্বিকা । আপনি কে ?

অম্বালিকা । কোন্ শ্রেণী ?

অম্বিকা । কি জাতি ?

অম্বালিকা । দেব ?

অম্বিকা । না দৈত্য ?

অম্বালিকা । না গন্ধৰ্ব্ব ?

অম্বিকা । না কিন্নর ?

অম্বালিকা । না যক্ষ ?

অম্বিকা । না রক্ষ ?

অম্বালিকা । না—

ভীষ্ম । [দ্রুতভাবে] আ—আমি—

অম্বিকা । ওঃ ! আপনি !—আগে ব'লতে হয় ।

অম্বালিকা । আর ব'লতে হবে না, চেনা গিয়েছে ।—তা এখানে ?

অম্বিকা । এ সময়ে ?

অম্বালিকা । কি মনে করে' ?

ভীষ্ম । আজ্ঞে । আমি—তা—

অম্বিকা । না, ও রকম ছাকামি কর্লে চ'লছে না ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

অম্বালিকা । আমবাও ওসব ভালবাসি না ।

অম্বিকা । আগে উত্তর দিন যে আপনি এখানে কি কিছু মনে কবে' !

অম্বালিকা । না পথ ভুলে !

অম্বিকা । এই হ'চ্ছে প্রশ্ন ।

অম্বালিকা । সোজা কথা ।

ভীষ্ম । আমাব এখানে—

অম্বিকা । আমাব কথাব আগে জবাব দিন ।

অম্বালিকা । না আমাব কথাব আগে জবাব দিন ।

অম্বিকা । [কৃত্রিম ক্রোধে] অম্বালিকা ।

অম্বালিকা । [তদ্রূপ] অম্বিকা !

ভীষ্ম । আ—আমি জাস্তাম না যে—

অম্বিকা । তা খুব সম্ভব । না জানা খুব সম্ভব ।

ভীষ্ম । আমি ভেবেছিলাম যে—

অম্বালিকা । তা ভাববেন বৈ কি !

অম্বিকা । তা বেশ ! আপনি যখন জাস্তেন না যে—

অম্বালিকা । 'আব যখন ভেবেছিলেন যে—

অম্বিকা । 'তখন ত আব' কথাই নেই ।

অম্বালিকা । চুকেই গেল ।

অম্বিকা । 'তাব পবে প্রশ্ন হ'চ্ছে যে আপনি—

অম্বালিকা । হ'চ্ছেন কে ?—এই হ'চ্ছে প্রশ্ন ।

ভীষ্ম । আমি হস্তিনা—

অম্বিকা । কে ব'লেছে যে আপনি হস্তী ?

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

অম্বালিকা । আপনি হস্তী না, কি অশ্ব না, তা ত প্রশ্ন নয় ।

অম্বিকা । প্রশ্ন হ'চ্ছে আপনি কে ?

অম্বালিকা । সোজা কথা ।

ভীষ্ম । আমি——

অম্বিকা । ভেবে জবাব দেবেন ।

অম্বালিকা । সংক্ষেপে ।

ভীষ্ম । আমি ভীষ্ম——

বালিকাদ্বয় । ও বাবা [পিছাইলেন]

অম্বিকা । আপনি হ'ছেন—হ'ছেন—হ'ছেন——

অম্বালিকা । ভীষ্ম । আশ্চর্য্য ত ।

ভীষ্ম । এর মধ্যে আশ্চর্য্যটি কি দেখলেন ?

অম্বিকা । আশ্চর্য্য নয় ?

অম্বালিকা । ও বাবা !

ভীষ্ম । এখন আপনারা কে ?

অম্বিকা । আমরা ?—আমরা কে ? ওলো ! [উচ্চ হাসিলেন]

অম্বালিকা । আমরা ? ও ভাই ! [উচ্চ হাসিলেন]

অম্বিকা । আমরা—হচ্ছি আমরা ।

অম্বালিকা । ব্যস্ !

ভীষ্ম । আপনারা কি কাশিরাজকন্যা ?

অম্বিকা । ওরে চিনেছে রে—চিনেছে !

অম্বালিকা । ঠিক ধরেছে ।—

অম্বিকা । মহাশয় ভীষ্ম ! কি করে' জানলেন যে—

অম্বালিকা । যে আমরা কাশিরাজকণ্ঠা ?

অম্বিকা । দেখলে কি বোধ হয় ?

অম্বালিকা । কপালে লেখা আছে ?

অম্বিকা । তা যখন ধরে'ই ফেলেছেন, তখন স্বীকার করা ভালো ।

অম্বালিকা । তা বৈ কি ।

অম্বিকা । হাঁ মহাশয়—

অম্বালিকা । আমরা কাশিরাজার মেয়ে । ইনি বড়—

অম্বিকা । আর ইনি ছোট ।

অম্বালিকা । ‘বয়সেতে বিজ্ঞ নয় বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে ।’

ভীষ্ম । আপনারা তাঁর সহোদরা ?

অম্বিকা । ‘তাঁর’ ? কার ?

অম্বালিকা । এই ‘তাঁর’ টার ভিতর—‘তিনিটা’ হ’চ্ছেন কে ?

ভীষ্ম । অর্থাৎ—

অম্বিকা । ‘অর্থাৎ’ চাইনে, ‘তিনি’টা কে ?

অম্বালিকা । বুঝতে পাচ্ছি'স্ নে ?

অম্বিকা । ও বুঝেছি ।

অম্বালিকা । মহাশয় আর-ব'লতে হবে না ।

অম্বিকা । আপনি যখন— [ইঙ্গিত]

অম্বালিকা । আর তিনি যখন [ইঙ্গিত]

অম্বিকা । ও ! তা বেশ ।

অম্বালিকা । মানাবে ভালো ।

অম্বিকা । কিন্তু আপনার চেহারাখানা—

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

অম্বালিকা । দেখি ।

অম্বিকা । তাইত—

অম্বালিকা । এ ত বেশ একটু খট্‌কায় ফেলেন ।

ভীষ্ম । কেন ?

অম্বিকা । আপনি হ'চ্ছেন ভীষ্ম ।

অম্বালিকা । সেই নামই বলেন না ?

ভীষ্ম । হাঁ দেবী ।

অম্বিকা । তাই ত ।

অম্বালিকা । হুঁ । ভাবিয়ে দিলেন ।

ভীষ্ম । কেন ?

অম্বিকা । আপনার চেহারা ত ভীষ্মের মত নয় ।

অম্বালিকা । মোটেই না ।

ভীষ্ম । আপনারা কি পূর্বে তাঁকে দেখেছেন ?

অম্বিকা । না । তবে—দেখে বোধ হয় যে আপনার নাম চন্দ্রকান্ত ।

অম্বালিকা । কি ঐ রকম একটা কিছু ।

ভীষ্ম । কেন ?

অম্বিকা । কেন তা জানিনে, তবে—

অম্বালিকা । সেই রকম বোধ হয় ।

অম্বিকা । আপনার চেহারা একটু—গম্ভীর বটে ।

অম্বালিকা । তবে ভীষ্ম নয় ।

অম্বিকা । এ রকম চেহারায় আমি ত বিয়ে কর্তাম না ।

অম্বালিকা । আর নামটাও একটু বেজায় রকম অকবি !

অশ্বিকা । তবে মহাশয় ভীষ্ম ! আমরা যাই ।

অস্থালিকা । আমাদের বিয়ে কিনা ! হাতে অনেক কাজ ।

[উভয়ে গমনোচ্ছত]

অশ্বিকা । [ফিরিয়া] মহাশয় কিছু মনে কর্বেন না ।

অস্থালিকা । [ফিরিয়া] মনে ধরো না, কি কর্বে ।

অশ্বিকা । তবে দিদির সঙ্গে—

অস্থালিকা । তা মানাবে ভালো ।

[উভয়ে হাস্ত করিতে করিতে প্রস্থান]

ভীষ্ম । ছইটি আনন্দময়ী স্নন্দরী বালিকা ।

ছইটি নদীর যেন নির্জল সঙ্গম ।

—কোন কার্য্য নাই, শুধু হাস্ত আর গীতি ;

শুধু বক্ষে থেলা করে নিশ্চল নীলিমা,

শুধু তটে লাগে এসে তারই অব্যবহিত

সঙ্গীতমুখর স্বচ্ছ উচ্ছ্বসিত বারি ।

ছইটি কিশোর কান্ত চম্পককলিকা,

আগন স্নগন্ধে অন্ধ, কোন কার্য্য নাই,

শুধু পরস্পর গাত্রে নিত্য ঢলে পড়ে,—

উষার কিরণে মৃদু সমীরহিল্লোলে ।

শাস্ত শৈল নির্ঝরির ঝরঝরকৃত

স্বমধুর ধ্বনি আর তার প্রতিধ্বনি ।

—ওকি শব্দ ?

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

দশজন সশস্ত্র সৈনিকের সহিত শাষের প্রবেশ ।

শাষ । খবর ঠিক বটে ! ঐ ভীষ্ম !—যাও সৈনিকগণ ! বন্দী কর ।

সৈনিকগণ তরবারি বাহির করিল ।

ভীষ্ম । [সান্ধর্ষ্যে] কে ! সৌভ-নরপতি ?

শাষ । অগ্রসর হও । সত্তের মত খাড়া দাঁড়িয়ে রৈলে যে সব !—
আক্রমণ কর, দেখুছ না বীর নিরস্ত্র ?

ভীষ্ম । সেকি সৌভরাজ ?

শাষ । এ হস্তিনার প্রাসাদ নয় ভীষ্ম । এ উন্মুক্ত ক্ষেত্র । এখানে
তোমার বীর্য পরীক্ষা হবে ।

ভীষ্ম । ও বুঝেছি । উত্তম । [তরবারি নিষ্কাশন করিতে উদ্যত]
একি ! তরবারি !—ঐ যা ! ফেলে এসেছি !

শাষ । বন্দী কর—

ভীষ্মকে সৈনিকগণ আক্রমণ করিল ।

ভীষ্ম রিক্তহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে দু'চারিজন সৈনিককে পাতিত
করিয়া ভূপতিত হইলেন ।

শাষ । বন্ধন কর ।

সৈনিকগণ ভীষ্মকে বন্ধন করিল ।

শাষ । তবে আর কি ! বধ কর ।—কিন্তু তার পূর্বে, ভীষ্ম,
হস্তিনার অপমানের এই প্রতিশোধ । [পদাঘাত]

ভীষ্ম । আমার তরবারি ! আমার তরবারি !

শাষ । এই যে দিচ্ছি [পদাঘাত]

তরবারি হস্তে মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । একি দেবব্রত ভূমিতলে পড়ে',—চারিদিকে সৈন্ত ! এ যে
দৌভরাজ শাৰ । ব্যাপাব খানাটা কি ?

শাৰ । সরে' দাঁড়াও ব্রাহ্মণ !

ভীষ্ম । তরবারি ! কাকা, আমার তরবারি—এক মুহূর্তের জন্ত ।—

শাৰ । বধ কর । শীঘ্র বধ কর ।

সৈনিকগণ তাঁহার প্রতি ভল্ল নিষ্ক্ষেপ করিতে উত্তত হইলে মাধব
কহিলেন—“নিরস্ত্র বন্দীর হত্যাব পূর্বে ব্রহ্মহত্যা হউক—” এই বলিয়া
ভীষ্মকে নিজের শরীর দ্বারা আবৃত করিলেন ।

সসৈনিক দাশরাজেব প্রবেশ ।

দাশরাজ । কার সাধ্য ! [সৈনিকগণের সম্মুখে বর্ষা লইয়া দণ্ডায়মান]

শাৰ । বধ কর—বধ কর—এই মুহূর্তে—

দাশরাজ । আমি দাঁড়িয়ে থাকতে !—কোন ভয় নাই ভাই ।
—লাঠিয়ালসব !

শাৰ । কে তুমি !

দাশরাজ । আমি দাশরাজ ।

শাৰ । জেলের সর্দার ?

দাশরাজ । হাঁ আমি জেলের সর্দার বটে ! কিন্তু জেলের সর্দারও
এটুকু জানে যে যার হাতে বর্ষা নেই—তাকে বর্ষা মার্তে নাই ।

মাধব । সাধু, দাশরাজ ।

শাৰ । সরে' দাঁড়াও ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

দাশরাজ । কখন না । প্রাণ দেব । কিন্তু ভাইয়ের গায়ে কুটোটি লাগতে দেব না—আমি বেঁচে থাকতে ।—লাঠিয়ালসব । একবার সার বেঁধে দাঁড়া ত রে ভাই ! একবার—ক্ষত্রিয় কি রকম দেখি ! [অর্ধি ঘুরাইলেন]

মাধব এতক্ষণ ভীষ্মের বন্ধন কর্তন করিতেছিলেন । ভীষ্ম মুক্ত হইয়া তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়া কহিলেন—“আর তার প্রয়োজন নাই ।—
—এসো সৌভরাজ ।”

শাৰ্ব সৈনিক পলায়নোত্তত হইলে দাশরাজ কহিলেন—“তা হ’চ্ছে না চাঁদ !”—

দাশরাজ লাঠিয়াল সহ শাৰ্বের পলায়নপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন ।

ভীষ্ম । যুদ্ধ কর—ক্ষত্রকুলাঙ্গার !

শাৰ্ব । [তরবারি ভীষ্মের পদতলে রাখিয়া করজোড়ে নত জাহ্নু হইয়া] ক্ষমা কর ভীষ্ম ।

দাশরাজ । [তাহাকে পদাব্যত করিয়া পাতিত করিয়া বন্ধের উপর বসিয়া] এই কর্ছি ।—“দিই বর্ষা বিধিয়ে” [ভল্ল উস্তোলন]

শাৰ্ব প্রার্থনাপূর্ণ নেত্রে ভীষ্মের দিকে চাহিলেন । তখন ভীষ্ম কহিলেন—“ছেড়ে দাও । তোমার তরবারি, লণ্ড মহারাজ !” বলিয়া শাৰ্বের তরবারি শাৰ্বকে দিলেন ।

দাশরাজ । আচ্ছা ভাই যখন ব’লছে—ছেড়ে দিলাম । কিন্তু জেলের সর্দারকে যেন মনে থাকে ক্ষত্র মহারাজ !

শাৰ্ব প্রস্থানোত্তত হইলে ভীষ্ম তাহাকে কহিলেন—“দাঁড়াও সৌভপতি ।”

[শাৰ্ব দাঁড়াইলেন]

১০৬]

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

ভীষ্ম । শোন সৌভবাজ ! নিরস্ত্র বন্দীব হত্যা ক্ষাত্র ধর্ম নয় । মনে
বেথো । এমন কি, যে পদাঘাত ক'বেছে সেও ক্ষমা চাইলে পদাঘাতেরও
প্রতিশোধেব প্রয়োজন হয় না ।—যাও ।

[সৈনিক শাস্ত্রের প্রস্থান]

মাধব । ব্যাপাব থানা কি দেবব্রত ।

ভীষ্ম । এরাও ক্ষত্রিয় ।

দাশরাজ । ছেড়ে দিলে ভাই ?

ভীষ্ম । দাশবাজ ! তুমি সাহসী পুরুষ ।

দাশবাজ । খোলা মাঠে একবার বেবিয়ে প'ড়তে পারলে আব কাউকে
ডবাই না ।—কেবল বাড়ীতে আমার পবিবাবকে ভয় করি ।

ভীষ্ম । ক্ষত্রিয় এ বকম হয় !—সাধে কি পবশুবাম—যাক্ ।

[প্রস্থান । মাধব ও দাশবাজ অনুগামী হইলেন]

মাধব । তুমি এখানে যে ।

দুশরাজ । . বিয়ে কর্তে ।

মাধব । . কেন ! তোমার স্ত্রী ?

দাশরাজ । বড় ঝগড়া করে ।

[নিভ্রান্ত]

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—:~::~:—

স্থান—কাশিরাজপ্রাসাদ । কাল—প্রভাত ।

কাশিরাজ ও কাশিরাজপুত্র ।

কাশিরাজ । কি আশ্চর্য্য ! রাত্রিকালে আমার বহিরুপস্থানে—

কাশিরাজপুত্র । মৃত সৈনিকগণ যে সৌভরাজ শাব্বের, তার প্রমাণ
পাওয়া গিয়েছে ।

কাশিরাজ । কিন্তু—তাদের গায়ে অস্ত্রের চিহ্ন নাই ?

কাশিরাজপুত্র । না পিতা !

কাশিরাজ । অধিকা আর অস্থানিকার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় ভীষ্মের
দেখা হ'য়েছিল ?

কাশিরাজপুত্র । হ'য়েছিল ।

কাশিরাজ । তাইত !—কিন্তু ভীষ্ম এ কাজ কর্বে ! উদ্দেশ্য কি !—
কিছুই বুঝতে পারছি না । আচ্ছা যাও স্বয়ংবরের আরোজন করগে যাও ।

কাশিরাজপুত্র । যে আজ্ঞা পিতা ।

[প্রস্থান]

কাশিরাজ । তাইত ! বিবাহের ঠিক পূর্বে—

মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । আপনি কাশিরাজ !

সৌভপ । কাশিরাজ । হাঁ ।—ব্রাহ্মণ !—[প্রণাম] আপনাকে চিন্তে পারছি না ।

১০৬]]

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

মাধব । আমি পূর্বে মৃত মহারাজ শান্তমুর বয়স্ক ছিলাম । এখন তাঁর পুত্রগণের অভিভাবক ।—হস্তিনার যুবরাজ দেবব্রত-ভীষ্ম হস্তিনার মহারাজ বিচিত্রবীৰ্য্যের জ্যেষ্ঠ আপনার কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়কে প্রার্থনা কর্তে আমায় পাঠিয়েছেন ।

কাশিরাজ । সে কি ব্রাহ্মণ ! এ স্বয়ংবর সভা !

মাধব । তবে মহাবাজ অস্বীকৃত ?

কাশিরাজ । নিশ্চয় !

মাধব । আমিও তাই ভেবেছিলাম ।—জয়োস্তু । [প্রস্থান]

কাশিবাজ । এ কি রকম !

সুনন্দাব প্রবেশ ।

সুনন্দা । মহারাণী একবার মহারাজকে অন্তঃপুরে ডাক্ছেন ।

কাশিরাজ । কেন !

সুনন্দা । বড় রাজকণ্ঠা ভয়ানক কাঁদছেন ।

কাশিরাজ । কাঁদছে ?—কেন ?

সুনন্দা । জানি না ।

কাশিরাজ । যাচ্ছি ! যাও ।

[সুনন্দার প্রস্থান]

কাশিরাজ ।° এ সব ব্যাপার নিশ্চয় কোন ভাবী অমঙ্গলের সূচনা ক'চ্ছে ।—বুঝতে পাচ্ছি না !

[নিজ্রাস্ত]

তৃতীয় দৃশ্য।

—:~::~:—

স্থান—কাশিতে স্বয়ংবর সভা। কাল—প্রভাত।

ক্ষত্রিয় রাজগণ ও সমস্ত দাশরাজ আসীন।

পার্শ্বে কাশিরাজপুত্র ও ভট্টগণ ইত্যাদি।

শাষ। কাশিরাজ কোথায়?

কাশিরাজপুত্র। তিনি কন্যাদের নিয়ে আসছেন।

একজন রাজা। এ কে?

কাশিরাজপুত্র। তাইত! এ কে? তুমি কে হে?

দাশরাজ। আমি দাশরাজ।

কাশিরাজপুত্র। সে আবার কি!—এখানে কি অভিপ্রায়ে?

দাশরাজ। আমি একজন স্ত্রীর উমেদার।

কাশিরাজপুত্র। উমেদার কি রকম?

দাশরাজ। আমি বিয়ে করব।

কাশিরাজপুত্র। তুমি! তুমি কি জাত?

দাশরাজ। ধীবর।

কাশিরাজপুত্র। জেলে?

দাশরাজ। না, ধীবর।

কাশিরাজপুত্র। বলি ব্যবসা ত মাছ ধরা?

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । হলোই বা ! ব্যবসা কি মন্দ ? জামাই ধরার চেয়ে মাছ ধব্বু চের ভালো ।

কাশিরাজপুত্র । জামাই ধরা কি রকম ?

দাশরাজ । নয়ত কি ! জন কতক নিরীহ ভদ্রলোকের ছেলেকে নিমন্ত্রণ করে' এনে তাদের ঘাড়ের উপর চিরজন্মের মত এক একটা গাধার মোট চাপিয়ে দেওয়া—এর চেয়ে মাছ ধরা অনেক ভালো । তার উপরে মাছ খাওয়া যায়, জামাই খাওয়া যায় না ।

কাশিরাজপুত্র । এ বলে কি !

শাষ । একে বার করে' দিন সুবরাজ ।

দাশরাজ । বার করে' দেবে ! দাও দেখি !

কাশিরাজপুত্র । এ ক্ষত্রিয়ের সভা । এখানে ধীবরের প্রবেশের অধিকার নাই ।

দাশরাজ । আমি রাজা ।

শাষ । ধীবরের আবার রাজা কি ?

দাশরাজ । আমি হুস্তিনার মহারাজের শ্বশুর ।

কাশিরাজপুত্র । শ্বশুর কি রকম ?

দাশরাজ । মহারাজ শান্তিষু আমার মেয়ে মৎস্তগন্ধাকে যেচে এসে বিয়ে ক'রেছেন ।

কাশিরাজপুত্র । সত্য নাকি ?

দাশরাজ । মুষড়ে গিয়েছে । দেখছ মন্ত্রী ?—সম্পূর্ণ রকম মুষড়ে গিয়েছে । দেখছ ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে হাঁ ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

দাশরাজ । ‘আজ্ঞে হাঁ’ কি ।—বল ‘হাঁ মহারাজ’ । আমি রাজা সেটা সদা সর্বদা মনে রেখো ।

কাশিরাজপুত্র । ক্ষত্রিয় নীচজাতীয় ব্যক্তির কণ্ঠা গ্রহণ কর্তে পাণ্ডৱ, কিন্তু নীচজাতীয় কাহাকে কণ্ঠা দান করে না ।

দাশরাজ । সেটা একটা কুপ্রথা ।—কি বল মন্ত্রী !

মন্ত্রী । মহারাজের বংশ এখানে উপস্থিত কোন রাজার বংশের চেয়ে কম নয় ।

কাশিরাজপুত্র । ধীবরের আবার বংশ ।—সে কঞ্চি—বাকারী ।

দাশরাজ । মন্ত্রী ! এরা আমার অপমান করছে । দেখ্ছ ?

মন্ত্রী । আজ্ঞে তা দেখ্ছি ।

দাশরাজ । আবার “আজ্ঞে” ! বল “দেখ্ছি মহারাজ ।”

কাশিরাজপুত্র । উঠে যাও ।

দাশরাজ । কেন ?

শাব্ব । তুমি এখানে কি কর্বে ?

দাশরাজ । বিয়ে কর্বে ।

কাশিরাজপুত্র । সহজে না উঠলে, গ্রহরী গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে’ দেবে ।

দাশরাজ । কি ! গলাধাক্কা দিয়ে ?

কাশিরাজপুত্র । হাঁ ।

দাশরাজ । গলাধাক্কা ?

কাশিরাজপুত্র । গলাধাক্কা ।

দাশরাজ । মন্ত্রী !—

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

কাশিরাজপুত্র । ওঠো আসন থেকে । নৈলে এই—

দাশরাজ । কেন ! উঠবো কেন !—মন্ত্রী !

মন্ত্রী । [কর্ণে] মহারাজ আসন থেকে উঠে পড়ুন ।

দাশরাজ । কেন ? কেন ? আসন থেকে উঠবো কেন ? আসন থেকে—

মন্ত্রী । আগে উঠুন । তার পর কথা । নৈলে—

দাশরাজ । নৈলে কি ?

মন্ত্রী । নৈলে গেলেন ।

দাশরাজ । নৈলে গেলাম নাকি ?

মন্ত্রী । এই গেলেন ।

দাশরাজ । এঁা—এঁা—

মন্ত্রী । উ—ঠুন । নৈলে সর্বনাশ !

দাশরাজ । এঁা [উঠিলেন]

মন্ত্রী । এখন বাইরে বেরিয়ে আসুন ।

দাশরাজ । বেরিয়ে যাবো কেন ?

মন্ত্রী । আসুন আগে । নৈলে—

দাশরাজ । গেলাম নাকি ?

মন্ত্রী । গিয়েছেন ।

দাশরাজ । ওরে বাবা !—চল চল [বাইতে বাইতে ফিরিয়া আসিয়া] কিঙ্ক—

মন্ত্রী । আবার 'কিঙ্ক'—চলে' আসুন ।

[হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন]

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

শাষ । একে এখানে আসতে দিলে কে ?—এই যে মহারাজ আসছেন ।

শঙ্খধ্বনিসহকারে কাশিরাজ ও তাঁহার ভূষিতা

অবগুপ্তিতা কন্যাভ্রয়ের প্রবেশ ।

প্রতীহারী । মহারাজের জয় হোক !

[বাস্তবস্ত্র]

কাশিরাজ । মহারাজবৃন্দ ! আপনাদের আগমনে আমার রাজ্য,
আমার প্রাসাদ, আমার সভা ধ্বংস হোল ।

বন্দীদিগের গীত ।

বন্দে রত্নপ্রভবমধিপং রাজবংশপ্রদীপং

শত্রুক্রাসং প্রবলমতিশঃ ক্ষেমমৌলিং বরেণ্যম্ ।

ধন্য কাশি স্মরি সমুদিতে ধন্যমেতং কুটীরং

আগচ্ছ স্বঃপ্রতিমনগরীং স্বাগতং তে ক্ষিতীশ ।

কাশিরাজ । রাজগণ সকলেই সমাগত ?

কাশিরাজপুত্র । হাঁ পিতা ।

কাশিরাজ । আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বা ! তবে এখন তোমার
মনোনীত পতি বরণ কর ।

অম্বা সখী সুনন্দার সহিত একেবারে গিয়া শাঙ্করাজের গলদেশে
বরমাল্য পরাইতে উত্তত হইলে, মাধবের সহিত ভীষ্ম প্রবেশ করিয়া
কহিলেন,—“দাঁড়াও” ।

সকলে স্তম্ভিত হইয়া ধমকিয়া দাঁড়াইলেন । কাশিরাজ অগ্রসর হইয়া
কহিলেন “মহামতি ভীষ্ম ! আসন পরিগ্রহ করুন ।”

১১৪]

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

ভীষ্ম । প্রয়োজন নাই কাশিমহারাজ । আমি এখানে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসি নাই । আমি বিবাহপ্রার্থী নই । আমার জন্ত আসন এখানে প্রস্তুতও হয় নাই ।

কাশিরাজ । তবে হস্তিনার রাজপুত্রের এখানে অকস্মাৎ আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা কর্তে পারি কি ?

ভীষ্ম । আমি কাশিরাজের কণ্ঠাধ্ব্যকে হস্তিনাধিপতি বিচিত্রবীৰ্য্যের পত্নীভাবে প্রার্থনা করি ।

কাশিরাজ । সে কিরূপ যুববাজ ! এ স্বয়ংবর সভা ।

ভীষ্ম । তা জানি কাশিরাজ । তথাপি আমি কাশিরাজের এই কণ্ঠাধ্ব্যকে চাই । মহারাজ যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে আমি সবলে তাদের হরণ করে' নিয়ে যাবো ।

কাশিরাজ । কুমার ! এ অসম্ভব ।

ভীষ্ম । * তবে মহারাজ ক্ষমা কর্ণেন ! আমি এ কণ্ঠাধ্ব্যকে হরণ কবে' নিয়ে যাচ্ছি । যাঁর সাধ্য আমার গতিরোধ করুন । আসুন—
[অঙ্গার হস্ত ধরিলেন]

শাৰ । স্পর্ধা বটে । [তরবারি খুলিলেন]

কাশিরাজ । * কুমারের মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে নিশ্চয় । নইলে এ স্বয়ংবর সভায় অনাহূত হ'য়ে ঐসে—

ভীষ্ম । জানি মহারাজ ! এ যজ্ঞে হস্তিনাধিপতির নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন । কারণ, বর্তমান হস্তিনাধিপতির মাতা দীবরনন্দিনী । আপনারা ইতিপূর্বেই মহারাজ শান্তনুর ঋতুর দাশরাজকে এ সভা থেকে বহিষ্কৃত করে' দিয়েছেন । কিন্তু ভীষ্ম জীবিত থাকতে তার পিতার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ

[১১৫

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

হ'তে দেবে না জানবেন । এ কথাদের হস্তিনাধিপতির পত্নীস্বরূপ আমি গ্রহণ কর্ণাম । যার সাধ্য প্রতিরোধ করুন ।

শাব । মহারাজগণ !

মহারাজগণ একত্রে সিংহাসন হইতে উঠিয়া
তরবারি বাহির করিলেন ।

ভীষ্ম । সৈনিকগণ !

দশজন সশস্ত্র সৈনিকের প্রবেশ ।

ভীষ্ম । এই কথাদের ঘিরে নিয়ে গিয়ে আমার রথে উঠাও ।
কেহ গতিরোধ কর্লে অস্ত্র ব্যবহার কর্তে দ্বিধা কোরো না । কাকা,
আপনি এদের সঙ্গে যান ।

সৈনিকগণ কথাত্রয়কে ঘিরিয়া লইয়া গেল, সঙ্গে মাধব ।

ভীষ্ম । এখন মহারাজগণ ! যদি আপনারা একে একে বা একত্রে
হস্তিনাধিপতির বিপক্ষে দাঁড়াতে চান, একা ভীষ্ম তাদের যুদ্ধে আহ্বান
কচ্ছ ।

শাব । আক্রমণ কর ।

সকলে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ।

ভীষ্ম । তবে বাহিরে আসুন । এ বিবাহসভা আপনাদের রক্তে
কলুষিত কর্বে না । [অস্ত্রদ্বারা আপনার শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন]

শাব । এইখানেই বধ কর । [পথরোধ করিলেন]

১১৬]

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

ভীষ্ম । তবে এইখানেই হত্যার ক্রিয়া আরম্ভ হোক ! [রাজাদিগকে
আক্রমণ কবিলেন]

পাঁচ ছয়জন রাজা ভীষ্মের অসিৰ আঘাতে ভূপতিত হইলেন ।
শব্দ আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

—:::—

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ । কাল—প্রাহ্ন ।

সত্যবতী একাকিনী ।

সত্যবতী । আমার পুত্র আমার অজ্ঞাতে বিবাহিত । আমার
সম্মতিব প্রয়োজন হয় নি ! এতই যুগিত আমি—আপন প্রাসাদে ?

বিচিত্রবীৰ্য্যের প্রবেশ ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । মা মা শুনেছ ? [কাসি]

সত্যবতী । কি বাবা !

বিচিত্রবীৰ্য্য । সমস্ত রাজা একদিকে আর দাদা অগ্নাদিকে ; তবু
[কাসি] এই যুদ্ধে দাদা জিতেছে ! শুনেছ মা ?

সত্যবতী । শুনেছি বাবা !

বিচিত্রবীৰ্য্য । দাদার মত বীর জিভুবনে নেই । [কাসি]

সত্যবতী । তোর বোঁ পছন্দ হ'য়েছে ?

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । [নতমুখে] না মা ।

সত্যবতী । সে কি বৎস ! তারা সুন্দরী নয় ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । সুন্দরী ! কিন্তু [কাসি] আমার প্রকৃতি তাদের
প্রকৃতির সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছে না ।

সত্যবতী । কেন, বৎস !

বিচিত্রবীৰ্য্য । তারা চপল, তারা নিত্য প্রফুল্ল, তারা সজীব । আব
আমি রুগ্ন, আমি বিষন্ন, [কাসি] আমার মনে তেজ নাই ।

সত্যবতী । কেন বাবা !

বিচিত্রবীৰ্য্য । কি জানি । আমার মনে হয় যেন আমি কে ! [কাসি]
কোথা থেকে এসেছি ! পৃথিবীর সঙ্গে যেন খাপ খাচ্ছি না ! [কাসি]
আমি বেঁচে আছি তা অসম্ভব কর্তার শক্তিও যেন আমার নাই । অনেক
সময় সন্দেহ হয় যে আমি বেঁচে আছি কিনা [কাসি] মা, এই বৃদ্ধের
কখন ভালোবাসতে পারি না । তবে [কাসি] তাদের দেখতে ভালো
লাগে—কারণ [কাসি] তারা সুন্দরী ; তাদের গান শুনে ভালো লাগে
[কাসি] কারণ তাদের স্বর মিষ্ট । নৈলে—

সত্যবতী । বৎস বিচিত্রবীৰ্য্য ! 'কিসের দুঃখ তোর ? রাজপুত্র
তুই—কিসের অভাব তোর । কেন সর্বদাই তোর এ মানমুখ ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । আমার যে কোন অভাব নাই, সেইটেই বেশী
দুঃখ মা । যদি অভাব অসম্ভব কর্তার, ত বোধ হয় তা পূর্ণ করে' সুখ
হোত । আমি রাজপুত্র । আমার কিছু কর্তে হ'চ্ছে না । আমার কর্তার
বা কিছু—তা সব অস্ত্রে করে' দিচ্ছে । আমি সবাইই স্নেহের পুতুল ।
আমি যেন একটা খেলনা ; জীবিত মানুষ নহি । তাই বৃষ্টি আমার

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

জীবন একটা মহাশূত্র, মহা অবসাদ । যাই—দাদা কোথায় দেখিগে’
যাই ।

[প্রস্থান]

সত্যবতী । কি আশ্চর্য্য ! বিয়েব পবে যেন আবণ্ড খিয়মাণ, আবণ্ড
নিজ্জীব । [মস্তক নত কবিষা চিন্তা কবিতে কবিতে নিঃশাস্ত]

চিন্তিত ভীষ্মেব প্রবেশ ।

ভীষ্ম । সে দিন বালিকা, আজি সে পূর্ণ যুবতী ।
সেই মুখ, সেই ভঙ্গী সেই দৃষ্টিপাত ;
শুদ্ধ এক অভিনব যুবিত বিদ্যুৎ
খেলিছে কটাক্ষে, বাহা পূর্বে দেখি নাই ।
ক্লেশতবা ; পবিপাণ্ডু ; সে দেহবল্লবী
ছাপিয়া প’ড়েছে যেন যৌবন মাধুবী,
পুষ্পিত পল্লবসম বসন্ত উদগমে ।
—একি পুনবায় কেন চঞ্চল হৃদয় !—
বাখিয়াছি প্রলোভনে পদতলে দলি’,
তথাপি তাহার গাঢ় আচ্ছাদিত স্বব
স্নেহে মাঝে বেজে ওঠে ভগ্নভেরী সম ।—
এতই দুর্বল কি এ মানুষের মন !

অস্বাব প্রবেশ ।

ভীষ্ম । [ক্রমক্ৰিয়া] কে তুমি !

অম্বা । কাশির রাজকন্যা অম্বা নাম,
—দেখ দেখি চিনিতে কি পারো যুবরাজ ?
নীরব যে !—ঠিক বুঝি হয় না স্মরণ !
স্মরণ করায় দেই ।—একদিন সেই
কাশির গঙ্গার তটে, প্রাসাদউজানে,
বটচ্ছায়ে, জালু পাতি' চরণে যাহার—
দিয়াছিলে পরিচয় সৌখীন সন্ন্যাসী,
“তোমার রূপের দ্বারে ভিখারী সুন্দরী ।”
আমি সেই জন । মনে পড়ে যুবরাজ ?

ভীষ্ম । [নতমুখে] মনে পড়ে !

অম্বা । ‘মনে পড়ে’ ! আশ্চর্য্য পুরুষ !
নীরস নিকম্পস্বরে কহিলে এ বাণী
গণিতের সত্যসম !—আশ্চর্য্য পুরুষ !
একদিন ছিলে যা'র পিতার অতিথি,
ছিল নিত্য যে তোমার নন্দসহচরী,
প্রভাতে সঙ্কায় ; যা'র পদতলে ‘বসি’,
করে কর রাখি', নিত্য শুনিতে যাহার
অবোধ উদ্ভ্রান্ত বাণী মন্ত্রমুগ্ধ সম,
যেন বিধে আর কিছু নাই শুনিবার ;
রহিতে চাহিয়া নিত্য যা'র মুখপানে
যেন বিধে আর কিছু নাহি দেখিবার ।
একদিন যা'র সঙ্গে—

ভীষ্ম । ক্রমা কর দেবি !

কি কাজ শ্রিয়ি। আর সে ভূত-কাহিনী ।
তোমার আমার মধ্যে এক পারাবার
যায় কল্লোলিয়া আজি ।

অম্বা । জানি যুববাজ !

আসি নাই প্রেমভিক্ষা কবিতে তোমাব !
তুমি আনিয়াছ মোরে হরিয়া সবলে ।
আমি আসি নাই । সত্য কহিয়াছ তুমি—
“তোমার আমার মধ্যে এক পারাবাব
যায় কল্লোলিয়া আজি” কিম্বা ততোধিক ;—
তুমি আমি এক মর্ত্যে করি নাক বাস ।
তুমি যদি মর্ত্যবাসী যুববাজ, আমি—
স্বর্গ নাহি পাই যদি, যাইব নরকে,
মর্ত্যভূমে পদাবাত করি’ ।

ভীষ্ম । কেন দেবি !

অম্বা । যাক্ ।—এখন জিজ্ঞাসা করি—

আমাকে এখানে কেন এনেছ সবলে ?

ভীষ্ম । চিনি নাই স্বয়ংবর সভা কোলাহলে ।

অম্বা । চিন নাই কোলাহলে ?—মিথ্যাবাদী শঠ
আমারে ছাড়িয়া দাও ।

ভীষ্ম । আসিতেছি রাধি’

পিতৃগৃহে, আজ্ঞা কর দেবি ।

অম্বা ।

সদাশয়—

অতি সদাশয় তুমি । অতখানি শ্রম
সহিবে কি যুবরাজ ?—প্রয়োজন নাই ।
যাইব না পিতৃগৃহে । যাইব এক্ষণে
পতির সকাশে ।—আমারে ছাড়িয়া দাও ।

ভীষ্ম । পতির সকাশে ! দেবি ! কে তোমার পতি ?

অম্বা । সৌভ-নরপতি শাৰ্ব ।

ভীষ্ম । শাৰ্ব পতি তব !

সৰ্ব্বনাশ ! হয় নাই পরিণয় তব ?

অম্বা । হউক বা না হউক—তোমার কি তাহে,
হস্তিনার যুবরাজ । হউক বা না হউক,
অন্তরে পতির পদে বরিয়াছি তারে ।

রমণী শৃগাল সম থল ধূর্ত নহে ;

অস্থির চপল নহে বাতাসের মত

পুরুষের মত শঠ নহে । একবার

রমণী যাহারে করে অন্তরে বরণ,

সেই ভাগ্যবান্ তার পতি আমরণ ।

ভীষ্ম । শাৰ্বে ভালোবাসো তুমি ?

অম্বা । কেন বাসিব না ?

ভাবিয়াছ যুবরাজ এ ধরণী তলে

তুমি একা যোগ্যপাত্র ভালোবাসিবার ?

ভাবিয়াছ অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে নারী’

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

করিছে তোমারি পূজা কুসুম চন্দনে ?

—হঁ। নিশ্চয় ভালোবাসি সৌভরাজে আমি ।

ভীষ্ম । সাবধান দেবি । শাষ পামর লম্পট ।

অম্বা । সাবধান যুবরাজ । শাষ পতি মম ।

ভীষ্ম । এয়ে আত্মবলিদান ।

অম্বা । তোমার কি তাহে ?

ভীষ্ম । আমার কি দেবি ? এই আত্মহত্যা তব

করিব না নিবারণ আমি যদি পারি ?

দেবি, বেছে নাও তুমি পতি অশ্রুজনে ।

করিও না আত্মহত্যা ।

অম্বা । স্পর্ধা যুবরাজ ।

কে চাহে তোমার এই উপদেশবাণী ?

ছেড়ে দাও ।

ভীষ্ম । করিও না আত্মহত্যা দেবি ।

অম্বা । ছেড়ে দাও ।

ভীষ্ম । পারিব না । করিও মার্জনা ।

তোমাতে ভগিনী আমি এত ভালোবাসি ।

অম্বা । ভালোবাসো নাহি বাসো কার যায় আসে ।

আমার উপরে তব নাহি অধিকার ।

ব্রহ্মচারী ! ছেড়ে দাও । করি এ শপথ—

শাষ—সে আমার পতি জীবনে মরণে ।—

ছেড়ে দাঁও রাজদম্ভ ।

[১২৩

ভীষ্ম । তথাস্ত্ব ভগিনী ।

মুক্তদ্বার । যাও দেবি পতির সকাশে ।

আশীর্বাদ করি, তুমি যশস্বিনী হও,

বিবাহে সুখিনী হও !

অম্বা । কে চাহে তোমার

আশীর্বাদ যুবরাজ ? কর আয়োজন

ছেড়ে যাই হস্তিনার বিষাক্ত বাতাস ।

ভীষ্ম । তথাস্ত্ব । প্রস্তুত হও, করি আয়োজন ।

অম্বা নিষ্ফল ক্রোধে স্বীয় ওষ্ঠ দংশন করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

ভীষ্ম । —কি যুদ্ধ চলিতেছিল অন্তরে আমার

এতক্ষণ—প্রিয়ভগ্নী—জানিতে যত্নপি !

প্রকৃত বীরত্ব এই । বাহুবলে জয়

তুচ্ছ কথা, সাক্ষ্য দেয় পাশবশক্তির ।

দাঁড়ায়ে মানসক্ষেত্রে, নিজ প্রযুক্তির

সঙ্গে যুদ্ধ করা, তারে করা পরাজয়—

মহুঘোর প্রকৃত শৌর্য্যের পরিচয় ।

মাধবের প্রবেশ ।

মাধব । দেবব্রত !

ভীষ্ম । কি কাকা !

মাধব । বিচিত্রবীৰ্য্য বড় কাঁদছে । তুমি শীঘ্র এসো ।

ভীষ্ম । কাঁদছে ? কেন ?

মাধব । জানি না ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

ভীষ্ম । আমি যাচ্ছি । তাকে এখানেই নিয়ে আসছি । তুমি এখানে অপেক্ষা কর কাকা । কথা আছে ।

[প্রস্থান]

মাধব । সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে ।

সত্যবতী ব প্রবেশ ।

সত্যবতী । কে ? ব্রাহ্মণ ?

মাধব । কে ?—সম্রাজ্ঞী ?

সত্যবতী । দেবব্রত কোথায় ?

মাধব । সে খোঁজে দবকাব কি সম্রাজ্ঞী ?

সত্যবতী । তাকে বলগে যে আমি একবার তাব সাক্ষাৎ চাই ।

মাধব । কাবণ ?

সত্যবতী । আমি তাকে, তোমাকেও জিজ্ঞাসা কর্তে চাই যে, আমি কি এ সাম্রাজ্যেব কেহ নই, বাজপবিবাবেব কেহ নই, বিচিত্রবীর্যেব কেহ নই ?

মাধব । কে ব'লেছে ?

সত্যবতী । বুলাব—প্রযোজন নাই । কার্যো ত তাই দেখছি ।

মাধব । কি কার্য সম্রাজ্ঞী ?

সত্যবতী । এই বিচিত্রবীর্যেব বিবাহসম্পাদন কার্য । কাশিবাজ কত্ৰাঙ্ঘকে সবলে হরণ কবে' নিয়ে এসে তোমবা ছুজন—বালক যুববাজ বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিলে । আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও না কবে' !
ধেনু—[স্বব ভাঙ্গিয়া গেল]

[১২৫

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

'[চতুর্থ দৃশ্য ।

মাধব । সম্রাজ্ঞী ! ঐ বালকের যম্মাকাশ হওয়ায় বৈশ্ব ব'লে গিয়েছে,
যে ও যতই হৃষ্ট থাকবে ততই ওর শরীর ও মনের পক্ষে মঙ্গল ।

সত্যবতী । তার পর—

মাধব । সেই জন্ত আমরা দুজন এই ছুটি স্নানরী চপলা আনন্দময়ী
বালিকার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছি ।

সত্যবতী । এ কথা আমায় পূর্বে একবার জিজ্ঞাসা কর্তে পার্তে ।—
কি নিরুত্তর যে ?

মাধব । এব উত্তর সম্রাজ্ঞীর প্রীতিপ্রদ হবে না ।

সত্যবতী । তবু আমি শুস্তে চাই ।

মাধব । সম্রাজ্ঞী এক পুত্রের হত্যাসাধন ক'রেছেন । অপর পুত্র
হত্যা কর্তে দিতে পাবি না ।

সত্যবতী । সাবধান ব্রাহ্মণ !

মাধব । চোখ রাজাচ্ছ কাকে ধীবরজ্বহিতা !

সত্যবতী । এতদূর স্পাদা !—পার্শ্বচরগণ ! বন্দী কর ।

পার্শ্বচরগণ মাধবকে বন্দী করিল ।

সত্যবতী । কারাগারে নিয়ে যাও । এই ব্রাহ্মণকে শৃগাল 'দিয়ে
খাওয়ানো । পরে যা হবার হবে ।

ভীষ্মের পুনঃ প্রবেশ ।

ভীষ্ম । ঘরে এত কোলাহল কিসের ? [মাধবকে দেখিয়া ও
সম্রাজ্ঞীর প্রতি চাহিয়া] ও ! বুঝেছি ।—বন্ধন খুলে দাও সৈনিক !

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

সত্যবতী । সাবধান [সৈনিককে]

ভীষ্ম । খুলে দাও !

[সৈনিকগণ বন্ধন খুলিয়া দিল ।]

সত্যবতী । দেবব্রত !

[ভীষ্ম সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন]

মাধব । সম্রাজ্ঞী ! কি আজ্ঞা হয় [এই বলিয়া ব্যঙ্গভরে জাহ্নু
পাতিলেন]—স্বামভিবাদয়ে । [উঠিয়া প্রস্থান]

সত্যবতী । নেমে যাও বস্তুক্কাবা পদতল হ'তে,
আর—আব—স্বগাভবে, জড়াইয়া গলে
এই অবজ্ঞাব রশ্মি, আমি রুলে পড়ি
মহাশূত্রে । দ্রবীভূত—অনল প্রবাহ
আমাব সর্কাক্ষে বহে যায়—জ্বলে যাই ।
কেন সে আমাবে নাহি কবে ভস্মসাৎ ।

বিচিত্রবীর্য্যেব প্রবেশ ।

বিচিত্রবীর্য্য । মা মা !

সত্যবতী । বৎস !—না না আমি কেঁহ নহি তোঁর ।

বালক ! বিচিত্রবীর্য্য ! আমি আর তব
মাতা নহি ! আমি কালসাপিনী, যাহার
বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে । আমি পুরাতন
বিশুদ্ধ নীরস বৃক্ষকাণ্ড, যাহা আর

নাহি হয় বিকশিত কুসুমের পল্লবে ।
 তুই রাজপুত্র, আর আমি ভিখারিণী !
 যেন আমি এ রাজ্যের কেহ নহি আর,
 পুত্রের জননী নহি ;—যেন—যেন আমি
 রোগীর বমনভোজী পথের কুকুর ।
 আমি তোর মাতা নহি । ভীষ্ম ভ্রাতা তোর ।
 আমি তোর কেহ নহি !—ওকি ওকি বৎস !
 ছুটি মুক্তাফল ধীরে পড়িল গড়ায়ে
 ছুটি আরক্তিম গণ্ডে ! কি হ'য়েছে বৎস ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । আমি কেহ নহি তব ?

সত্যবতী । কে বলিল ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । তুমি ।

সত্যবতী । না না মিথ্যা বলিয়াছি । সব মিথ্যা কথা ।

আমার সর্বস্ব তুই ! এ বিশ্বসংসাবে
 কে আর আমার আছে । ছুটি চক্ষু ছিল,
 এক চক্ষু গেছে, বৎস আর চক্ষু তুই ।
 তুই নয়নের দ্যুতি, শরীরের প্রাণ,
 বুভুক্ষার খাণ্ড তুই, পিপাসার বারি ।
 —আয় বৎস কোলে আয় । পাপীয়সী আমি,
 তথাপি জননী । অবমানিতা, দলিতা,
 বিশ্বের বর্জিতা আমি—তথাপি জননী ।
 তোরে গর্ভে ধরিয়াছি, তাহে ধরি নাই ;

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

আয় বৎস বক্ষে আয়—সর্ব্ব অপমান

ভুলে যাই প্রাণাধিক ! সর্ব্বস্ব আমার ।

[বিচিত্রবীৰ্য্যকে বক্ষে ধারণ]

বিচিত্রবীৰ্য্য । মা অন্তঃপুরে চল ! তোমার কোলে মাথা রেখে আমি
নুমোবো ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—:~:—

স্থান—সৌভরাজ শাস্ত্রের প্রমোদ-ভবন । কাল—সন্ধ্যা ।

শাস্ত্র ও তাঁহার পারিষদগণ বসিয়া হাস্ত পরিহাস করিতেছিলেন । পারিষদ-
গণ রসিকতা করিবার ব্যর্থ প্রয়াস কবিতেছিলেন কিন্তু অব্যবহৃত
হাস্ত রসিকতার অভাব পূর্ণ করিতেছিল ।

১ পারিষদ । আমার আশ্চর্য্য মনে হয় মহারাজ, যে কাশিরাজ-কণ্ঠা
একটি কুলটাব মত আচরণ করেন ।

শাস্ত্র । যখন শুনলাম যে সে স্বেচ্ছায় ভীষ্মের রথে গিয়ে উঠেছে তখন
ধর্ম্মরূপ পরিচ্যাপ্ত করলাম ।

২ পারিষদ । তা মহারাজ ঠিক ক'রেছেন ।

শাস্ত্র । নৈলে ভীষ্মের সাধ্য ছিল যে আমার গ্রাস থেকে শিকার
কেড়ে নেয় ।

[১২৯

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

৩ পারিষদ । রাজকন্ঠার সঙ্গে শুনেছি এই হস্তিনার যুবরাজের পূর্বে
প্রণয় ছিল ।

শাষ । ছিল বৈ কি !

৪ পারিষদ । তবে মহারাজের গলায় রাজকুমারী মালা দিতে এলেন
যে—বেশ একটু খটকা লাগছে ।

শাষ । তা আর আশ্চর্য্য কি । [পঞ্চম পারিষদের দিকে চাহিলেন]

৫ পারিষদ । তা আর আশ্চর্য্য কি ! মহারাজের চেহারাখানা দেখলে
আমরা যে পুরুষ মানুষ, আমরা প্রেমে পড়ি ; তা কাশিরাজ-কন্ঠা ।

(সকলে হাসিল)

১ পারিষদ । সে রাজকুমারী তবে ভীষ্মের রথে উঠলেন কেন ?

২ পারিষদ । কুলটার আচরণ ।

শাষ । সে নারী দস্তুর মত কুলটা ।

৩ পারিষদ । বিবাহের আগেই ?

৪ পারিষদ । শুন্‌ছিলাম মহারাজ, যে ভীষ্ম তাকে ত্যাগ ক'রেছেন ।

শাষ । ভীষ্ম ব্রহ্মচারী কিনা !

৪ পারিষদ । সে ভীষ্মের কাছে কদিন থাকবে । এখানে আসতেই
হবে ।

শাষ । এলেই বা কি আর না এলেই বা কি ?

২ পারিষদ । মহারাজের শতাধিক স্ত্রন্দরী পত্নী আছে ।

শাষ । একটা বেশীতে কি একটা কমে কিছু যায় আসে না ।

৩ পারিষদ । যদি সত্যই সে রাজকুমারী মহারাজের কাছে ফিবে
আসে ?

১৩০]

শাস্ত্র । আমি তাকে ভীষ্মের কাছে ফিবে পাঠিয়ে দেবো ।

৪ পারিষদ । তবে এসে নাচতে চাও নাচুক ।

শাস্ত্র হাসিলেন ও চতুর্থ পারিষদের স্বন্ধে থাবুড়া মাঝিলেন ।

৫ পারিষদ । মহারাজের সহস্র গণিকা । আব দবকাব আছে কি ?

শাস্ত্র । এই যে নর্তকীবা—এসো অস্থাব দল নাচ গাও ।

নর্তকীবা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ কবিল ।

গীত ।

ভাসিয়ে দেরে সাধের তরী পাল তুলে দে' ভেসে চল ।

উঠেছে ঐ উজ্জান বাতাস কচ্ছে' নদী টলমল ।

যুক্তি মিছে ভাবনা মিছে, দুঃখ পড়ে, থাকনা পিছে,—

ভাস্বো শুধু হাস্বো শুধু কল শুধু কোলাহল ।

কির্ন্তে সে ত হবেই হবে আবার নীরস কঠিন তটে,

পাণ্ডনা দেনা হিনাব নিকাশ কর্তে সে ত হবেই বটে ;

ডোবে যদি ডুবেবে তরি মরু যদি নেহাইত মরি,

মরু না হয় পাবির সঙ্গে খেয়ে খানিক ঘোলা জল ।

অস্থাব প্রবেশ ।

১ পারিষদ । এ আবাব কে !

২ পারিষদ । তাইত হে !

৪ পারিষদ । সুন্দরী ত !

৩ পারিষদ । মহারাজ এর পানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন যে ?

৫ পার্শ্বদ । চেনেন না কি ?

শাৰ । কে তুমি রমণী ?

অম্বা । কাশিরাজ-কন্যা আমি ।

শাৰ । ওহো চিনিয়াছি—অম্বা !—অত্যাশ্চর্য্য বটে !

এখানে কি অভিপ্রায়ে ? নীরব যে নারী ?

অম্বা । কাশিরাজবালা আজ শাৰরাজদ্বারে
একাকিনী । তথাপি কি হবে উচ্চারিতে
রাজেন্দ্র, প্রার্থনা মম ?

শাৰ । আশ্চর্য্য নিশ্চয় !

হ'তেছি উত্তরোত্তর বিস্মিত স্নানরী !

অম্বা । মনে আছে মহারাজ অর্পিয়াছিলাম
বরমালা গলে তব আমি স্বয়ংবরা ।
আসিয়াছি পরিণীত পতির সকাশে !

শাৰ । সে কি, আমি পতি তব ?

অম্বা । যে মুহূর্ত্তে আমি
অর্পিলাম বরমালা, সে মুহূর্ত্ত হ'তে '
তুমি মম পতি মহারাজ । তাই, আমি—

শাৰ । আশ্চর্য্য রমণী, তবে বুঝিব কি আমি
আমার পত্নীত্বভিক্ষা কর তুমি বালা !

অম্বা । নহে এ পত্নীত্বভিক্ষা । এ পতিত্বদান ।
স্বয়ংবরসভাস্থলে গিয়াছিলে যবে
তুমি মহারাজ;—তুমি গিয়াছিলে মম

পতিত্ব কবিতে ভিক্ষা । সেই ভিক্ষাদান
কবিষাছিলাম আমি । পবে শক্তিবলে
ও দুর্ব্বল হস্ত হ'তে লইল ছিনিয়া
সেই ভিক্ষা ভীষ্ম বীৰ । আমি আনিষাছি
সেই ভিক্ষা পুনরায় ভিক্ষাপাত্রে তব ।

শাল । আশ্চর্য্য ! এ স্পদ্ধা বটে !—ফিবে যাও নাবী ।
আমি চাহি না এ দান ।

অস্ব । না স্বামী ! আমাব
ভিক্ষা ফিবে লইবাব নাহি অধিকাব ।
যে ভিক্ষা দিয়াছি তাহা দিয়াছি, ভূপতি !
নারী যাহা দেয়, তাহা দেয় একেবাবে,
দেয় সে জন্মেব মত । এত বড় দান,
এত অনাবাসে, এত অকাতবে, এত
সহজে, জগতে আব কেহ নাহি কবে ।
একটা হৃদয়বল্ল, একটা জীবন,
একটা মহতী আশা, মহাভবিষ্যৎ,
সুখ দুঃখ স্বচ্ছন্দতা স্বাধীনতা জ্ঞান,
ধর্ম্ম কর্ম্ম শান্তি মোক্ষ, জন্ম জন্মান্তর ;—
একদিনে দান—এক মুহূর্ত্তে—অপবে ;
যা'ব সঙ্গে পূর্বে কভু হয়নি সাক্ষাৎ ;
যা'ব নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাতপূর্বে ; যা'র
জীনিলাক ইতিহাস ;—জানিনা সে জন

স্বর্গের দেবতা কিম্বা নবকের কীট ;—
 তাহারে সর্বস্ব দান—এত বড় দান
 নারী বিনা এ জগতে কেহ নাহি করে ।
 —মহারাজ ! মহাঝম্প দিয়াছি যে আমি,
 জানিনা সুধার কিম্বা গবলের হ্রদে,
 স্নেহ আলিঙ্গনে কিম্বা সর্পের দংশনে ;—
 যে ঝম্প দিয়াছি তাহা দিয়াছি । রোধিতে
 তাহাব সে নিম্ন গতি আব সাধ্য নাই ।

শাশ্ব । [সভাসদকে] অত্যাশ্চর্য্য । সভাসদ দেখিয়াছ কভু
 এ হেন যাচিকা রাজকন্ডা ।—যাও নারী !
 সৌভ-নরপতি কভু কবে না গ্রহণ
 ভীষ্মের উচ্ছিষ্ট । যাও, ভীষ্ম পতি তব,
 পতি চাহ যদি ; ভীষ্ম নাহি চাহে আর
 তোমাতে যদ্যপি, রহ আমার সভায় ।
 নৃত্য কর মম শত বাবাজনা সনে ;
 দিব অন্ন, দিব বস্ত্র ।

অম্বা । স্বর্গে দেবরাজ
 হান বস্ত্র এই শিরে । আসিয়াছি দিতে
 এই আবর্জ্জনাকুপে আত্ম-বিসর্জন ।
 রজ্জু জুটে নাই ? এই গলিত কুষ্ঠের
 হৃগন্ধ দূষিত বায়ু এসেছি সেবিতে
 মন্দার স্নগন্ধ ছাড়ি ?—সৌভ-নরপতি ।

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

আমি রাজকণ্ঠ্য নই, কুলাঙ্গনা নই,
আমি বাবাজনা । কব শিবে পদাঘাত ।

১ পারিষদ । একি মূর্তি !

২ পাবিষদ । মহাবাজ ! নাবী উন্মাদিনী ।

অম্বা । নহি উন্মাদিনী । আসি নাই মহারাজ

তোমাব আশ্রয়ভিক্ষা কবিতে ভূপতি ।

আসিয়াছিলাম দিতে আশ্রয়-বিসর্জন

গলিত শবের কুণ্ডে ।—কেন ? বলিব না ।

অসহ্য আলোক এই ।—আয় নেমে আয়

প্রলয়েব অন্ধকাব জীবনে আমাব ।

সেই গাঢ় অন্ধকারে আমি ছুটে যাই—

উদ্ধ্বাসে লক্ষ্যহীন এক ভ্রাম্যমাণ

জীবন্ত নবককুণ্ড ।—এই নবোধম !

এই নবকের ক্রমি—তাহারে বরিতে

আসিয়াছিলাম আমি ! রজ্জু জুটে নাই !

৩ পারিষদ । মহারাজ ! নারী আপনাকে গালি দিচ্ছে বোধ হ'চ্ছে ।

অম্বা । এই থানে পড়ে' যাক যবনিকা তবে ।

[কক্ষ হইতে ছুরি বাহিব করিতে উত্তত]

২ পারিষদ । তাড়িয়ে দাও ।

শাৰ । ভীষ্মের এ গণিকায় দূর করে' দাও ।

অম্বা । [ছুরি বাহির করিয়া] তবে আমি মরিব না—তুমি মর তবে ।

[বিদ্যাহেগে গিয়া শাৰকে ছুরিকাঘাত]

[১৩৫

পারিষদবর্গ । একি ! একি ! [বলিয়া শাস্ত্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

অশ্বা । নরহন্ত্রী পিশাচী স্বৈরিণী—

সব আমি, শুধু নহি ভীষ্মের গণিকা ।

[অট্ট হাস্য করিয়া প্রস্থান]

উপরে শিব, উমা ও ব্যাসের প্রবেশ ।

ব্যাস । কি বলিছ বিশ্বস্তর বুঝিতে না পারি ।

পিতা মম পরাশর ? মাতা সত্যবতী ?

জনক মহর্ষি ? দাশ-হুহিতা জননী ?

শিব । লজ্জায় আনতমুখ কেন ঋষিবর ?

পরাশর—ঋষি বটে, তথাপি মাহুঘ,

দুর্বল মনুষ্য মাত্র ।—স্থলিত চরণ

তামস মুহূর্ত্তে যদি হইয়াছে ঋষি,

করিয়াছে পরাশর প্রায়শ্চিত্ত তার,

যুগব্যাপী তপস্তায়, শুষ্ক অধ্যয়নে ।

—বাও ব্যাস, কামজয় করিতে আপনি

সমর্থ যদিও তুমি,—নিন্দিও পিতায় ।

কামজয় কায়মনে, অন্তরে বাহিরে,

পার যদি দ্বৈপায়ন—মহাদেব তুমি ।

ব্যাস । কামজয় করে নাই কেহ বিশ্বতলে ?

শিব । করিয়াছে একজন ।

ব্যাস । কি নাম তাহার ?

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

শিব । ভীষ্ম ।

ব্যাস । দেবব্রত ভীষ্ম ?

শিব । ভীষ্ম দেবব্রত

এক বিশ্বে কামজয়ী—তাই ভীষ্ম নাম ।

কামজয়ী—তাই ভীষ্ম অজেয় জগতে ।

ব্যাস । কিরূপে অজেয় ভীষ্ম ?

শিব । কায়মন তার

করিয়াছে সমর্পণ কর্তব্যে আপন ।

তুমিই দীক্ষিত তারে করিয়াছ ব্যাস

সেই মহাব্রতে বিপ্র । তুমি তাব গুরু ।

ব্যাস । বুঝিয়াছি মহাদেব ।—প্রণাম চরণে ।

[প্রণাম ও প্রস্থান]

শিব । কি আশ্চর্য্য !

উমা । কি হেন আশ্চর্য্য প্রাণেশ্বর !

শিব । জ্ঞানিতাম প্রিয়তমে এ ব্রহ্মাণ্ডতলে

একা আমি মদনবিজয়ী । দেখিতেছি

মম সমকক্ষ এক আছে বিশ্বতলে ।

গঙ্গার প্রবেশ এবং শিব ও উমাকে প্রণাম ।

শিব । গঙ্গা কি সংবাদ ?

উমা । ভয়ী, কুশল ত তব ?

গঙ্গা । কুশল সর্ব্বথা দেবী ।—মহাদেব ! তব

[১৩৭

ছই পত্নী—এক পত্নী তোমার হৃদয়ে,
 আর পত্নী একদিন মস্তকে তোমার
 ছিল প্রভু ; আজি সেই তব পদতলে,
 তপ্ত ধরণীর বক্ষে । মানবের শোকে
 কঁাদি নিশিদিন, আর সহিতে না পারি ।

শিব । কি হেতু জাহ্নবী ?

গঙ্গা । নিত্য পুরুষপীড়িত
 অবলা রমণী ।—ঐ দেখ, মহাদেব,
 কাশিরাজ-কন্যা অশ্বা উপেক্ষিতা সতী—
 ফিরে ঘারে ঘারে । তার পিতা অসম্মত
 করিতে আশ্রয় দান আপন সন্তানে ।
 তাই উন্মাদিনী নারী ভিখারিণী আজি
 ভীষ্মের প্রেমের দ্বারে ।—মুক্ত কর নাথ,
 সত্যপাশ হ'তে এই মুঢ় দেবব্রতে ।

শিব । না গঙ্গা । সংসার হ'তে মুছিয়া দিব না
 এ মহা মহিমা । শূন্য হবে বসুমতী ।

গঙ্গা । তবে দাও শাস্তি এই নারীর হৃদয়ে ।

শিব । দিব আমি বাহার যা' প্রাপ্য স্মরধুনী !
 ফিরে যাও গঙ্গা ! সাধ' কর্তব্য আপন ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

স্থান—হস্তিনার প্রাসাদ অন্তঃপুরে ভীষ্মের কক্ষ ।

কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি । অম্বা ও সুনন্দা ।

অম্বা । কাঁপিছে চরণ সখি !

সুনন্দা । দৃঢ় কর মন ।

অম্বা । কি কহিব যুবরাজে ?

সুনন্দা । প্রাণ যাহা চায় !

অবলা নারীর ধর্ম—‘গোপন’ সতত

‘সংযম’ তাহার দুর্গ, আত্মরক্ষা হেতু ।

কিন্তু যবে এই নারী আক্রমণকারী

বিপরীত জাতিধর্ম রমণীর সখি !

অম্বা । কিন্তু লজ্জা রমণীর ধর্ম, চিরদিন ।

সুনন্দা । অতীত প্রহর তার । কি না করিয়াছ !

হইয়াছ শাস্ত্রগৃহে যাচিকা রূপসী ।

নামিয়াছ নরহত্যা-গভীরগহ্বরে ।

আর কেন রাজকন্যা ! আক্রমণ কর,

এ যুদ্ধে জীবন পণ ।—মস্তকের সাধন

অথবা নিধন-সখি ।—অন্য পথ নাই ।

অম্বা । কিন্তু দেবব্রত ব্রহ্মচারী ।

সুনন্দা । সংসারীব

ব্রহ্মচর্য্য ! সারশূন্য সৌখীন সন্ন্যাস ;

মাতালের স্রুবাপানপরিহাব সখি ;

মার্জ্জারের নিরামিষব্রত ; কয়দিন

টিকৈ সহচরী !—ঐ আসে দেবব্রত ।

আমি যাই ।

[প্রস্থান]

অম্বা । সত্য কথা বলিষাছ সখি—

সংসারীর ব্রহ্মচর্য্য ! যদি নাহি পাবি

টলাইতে এ প্রতিজ্ঞা, আমি নহি নাবী ।

ভীষ্মেব প্রবেশ ও অম্বাকে দেখিয়া ভীষ্ম গমনোদ্যত ।

অম্বা । কোথা যাও দেবব্রত ? দাঁড়াও । কি হেতু

পলাইছ দেবব্রত, দর্শনে আমার,

বজ্রনির আগমনে মার্ত্তণ্ডের মত ।

আমি ঘাতক না দম্ভ্য ?* সপ্ত না শার্দূল ?

ব্যাধি না হুর্ভিক্ষ ?—প্রিয়তম !—ওকি ? কেন

বদনমণ্ডল তব মুহূর্ত্তে সহসা

কালীবর্ণ হ'য়ে গেল ; যেন কোন মহা

আতঙ্কে বিহ্বল !—কেন ? বল দেবব্রত !

ক'রেছি কি আমি ? কোন্ মহা অপরাধ ?

ভালোবাসিয়াছি মাত্র—আর কিছু নহে ।

ভীষ্ম । কাহিনী তোমার আমি শুনিয়াছি দেবী—

কিন্তু ক্ষমা কর দেবী ! আমি ব্রহ্মচাৰী ।

অম্বা । মিথ্যা কথা দেবব্রত । তুমি স্নকুমার,
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীৰ । কিন্তু তুমি নহ
ব্রহ্মচাৰী । কেন মিথ্যা বল দেবব্রত ।

ভীষ্ম । ধবিয়াছি ব্রত ।

অম্বা । ভঙ্গ কর । কত ঋষি

মহর্ষি ব্রহ্মর্ষি যুগে যুগে দেবব্রত

চলিয়াছে নাবীৰ চরণে অনায়াসে

অর্জিত তপস্যা তার । তুমি ঋষি নহ ।

মদনবিজয়ী এক শিব শত্ৰু—তিনি

মহেশ্বর । তুমিত ঈশ্বর নহ প্রভু ।

কেহ বাহা পারে নাই তুমি কবিয়াছ ?

কামজয় কবিয়াছ তুমি দেবব্রত ?

ভীষ্ম । কামজয় করি নাই । কবিতাম যদি,

তোমারে এতই ভালোবাসি, কামজয়ী

হইতাম যদি, তবে তোমারে সবলে

আঁকড়িয়া ধবিতাম নিজ বক্ষ মাঝে,

হৃৎপোষ্য শিশু সম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ।

হায়, যে নারীর বক্ষ পবিত্র শিশুর

ক্ষারিত পীযুষ উৎস, তাহাই বরিষে

যুবার তৃষিত নেত্রে তীব্র হলাহল ।

যাহা দেয় প্রাণ, তাহা প্রাণনাশ করে ;
 যাহাই প্রচার করে মাতৃহ নারীর,
 তাহাই কামের দুর্গ ! যাহা সৌন্দর্য্যের
 দেবালয়, ভকতির প্রার্থনা-মন্দির,
 তাহা লালসার গৃহ দম্ব্যর বিবর ।
 না না ! আমি নহি কামজয়ী । তাই ডরি
 আপনারে, তাই ডবি রমণীরে, তাই
 মা মা বলে' যার পানে ছুটে যেতে চাই,
 স্নেহের পবিত্র তীর্থে তীর্থযাত্রীসম ;
 তাহা হ'তে উর্দ্ধ্বাশে পলায়ন করি,
 পলায় যেমতি নর অজগর হ'তে । (প্রস্থানোত্ত)

অম্বা । কোথা যাও প্রিয়তম ! দিও না ভাসায়ে
 আমারে 'অকুল জলে—[জাহ্নু পাতিয়া উপবেশন]

ভীষ্ম । কঁাদিও না দেবি !
 বক্ষ পেতে নিতে পারি বজ্রের আঘাত,
 তুচ্ছ করি ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের গর্জন,
 কিন্তু অশ্রুজলে আমি ডুবে গলে' যাই ।
 অম্বা—এ কি ! আবার এ হৃদয় চঞ্চল !
 না এ প্রবৃত্তিকে আজি করিব নিধন,
 তবে আজি ভগিনীরে বসায় আমার
 হৃদয়ের সিংহাসনে—এ স্থলগ্নে আজি
 বরিব জননীপদে । উচ্চারিব আজি

মৃত্যুদণ্ড অন্ধ বাসনার ; কামনার
করিব নিশ্বাসরোধ ; আসক্তির শিখা
নির্ব্বাণ করিয়া দিব—করিব নিশ্চূল
পাপের কণ্টকতরু !—জননী আমার !

অম্বা । [চমকিয়া] কি করিলে ! কি করিলে ! নিষ্ঠুর ! ঘাতক !
না না মানিব না আমি ! আমি মানিব না !
আমি পড়ে' যাই—ধব ধব প্রিয়তম ।

[পতনোন্মুখী অম্বাকে ধরিয়া]

ভীষ্ম । একি ! কাশিবাজ-কণ্ঠা তুমি । শিশু নহ
তোমাবে কি সাজে এই হীন আচরণ !
ফিরে যাও প্রাণাধিকা হুহিতা আমাব !
তোমাবে জননীপদে ক'রেছি বরণ ।
করিও না কলুষিত হীন উচ্চারণে
সংসারের সব চেয়ে পবিত্র বন্ধন এই—
জননী সন্তান ।

অম্বা । মিথ্যা কথা দেবব্রত
আমি নহি মাতা তব । তব জননী
কোন কার্য্য করি নাই আমি ! উচ্চারণে
এমন কি মোহ আছে, যাহা শক্তিবলে
সত্যকে বিলুপ্ত করে ?

ভীষ্ম । তুমি কি বুঝিবে ।
মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে !

কত অর্থ—যাহা কোন অভিধানে নাই,
 কত সুখা—যাহা নাই ইন্দ্রের ভাঙারে ;
 কণ্টকশয্যায় রোগী তীব্র যন্ত্রণায়,
 যবে ‘মা’ বলিয়ে ডাকে—অর্দ্ধেক যন্ত্রণা
 যেন সে অমৃতহ্রদে ডুবে গলে’ যায় ।
 মাতৃনামে পশু বশ হয় । মাতৃনাম
 শোকতপ্ত বক্ষঃস্থল সুশীতল করে ;
 শ্রবণ-বিবরে বর্ষে স্বর্গের সঙ্গীত ।
 মাতৃনাম আনন্দে বিহবল রসনায়
 জড়াইয়া যায় । ইহা তপ্ত ওষ্ঠাধরে
 বিকম্পিত হয় । ইহা বায়ুর উপরে
 নৃত্য করে । মাতৃনামে ধরণী পবিত্র হয় ।
 মাতৃনামে ধন্য হন স্বয়ং ঈশ্বরী ।
 —মা দমন কর আজি কামিনীত্ব তব,
 দেবী হও । শৃঙ্খলিত কর মা দুর্বল
 এই স্বেচ্ছাচার তব । ধরায় বরিষ
 শাস্তির পীযুষধারা । দেখ মা জননী—
 তোমার বক্ষের পরে’ জগত ঘুমায়ে ।
 অস্বা । না বধির আমি । কিছু পাইনি শুনিতে ।
 না না যাইব না । আজি ডুবিব ডুবিব
 অতল নরকে । তবে দেখি শেষবার ।
 —ঢাকো মুখ অন্ধকারে বিমল চন্দ্রমা ।

নক্ষত্র নিভিয়া যাও । বিপুলা মেদিনী
রুদ্ধ কর শ্রবণের দ্বার ।

ভীষ্ম । কি বলিছ ?

[অম্বা দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিলেন, পরে অবগুষ্ঠন
উন্মোচন করিয়া দিলেন]

অম্বা । চেয়ে দেখ দেবব্রত ।—দেখ ।

ভীষ্ম । দেখিতেছি ।

অম্বা । কি দেখিছ ।

ভীষ্ম । এ ত তুমি নহ । দেখিতেছি
কোন এক উন্মাদিনী স্নানরী রমণী ।
আরক্তিম শুভ্রবর্ণ পূর্ণ গণ্ড ছুটি
কামনামদিরা পানে । চক্ষুর জ্বালায়
জ্বলিছে নিরয়বহি । বিশ্ব-গুপ্ত ছুটি
সগরল হস্তরসে—লালসা-শিথিল ।
অভিশপ্ত শ্বেত বক্র গ্রীবা 'পরে আসি',
পড়িয়াছে অলস বিভ্রমে কেশরাশি ।
দেখিতেছি যেন এক কাল-ভুজঙ্গিনী
ধরিয়া মানবী মূর্তি । এক প্রলোভন ।
রক্তমাংসে আচ্ছাদিত এক সর্বনাশ ।
জীবন্ত জাগ্রত এক মহা অভিশাপ ।

অম্বা । এসো প্রিয়তম !—এই দুঃখের সংসার
হৃদয় বহিত নয় । ভোগ করে' লও ।

[করধারণ]

তৃতীয় অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

ভীষ্ম । [হাত ছাড়াইয়া]

রমণী ! তোমার এই নিষ্ফল প্রয়াস ।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এই—অটল অচল ।

নহে ইহা ভীষ্মের ভঙ্গুর অঙ্গীকার ।

নহে ইহা যাক্কার তপস্তা সন্ধান ।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ইহা, ত্যাগীর শপথ ।

এহ যদি কক্ষচ্যুত হয় ; চন্দ্র যদি

অগ্নিবৃষ্টি করে ; নক্ষত্র নিভিয়া যায় ;

পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে বানুস্তূপ সম ;

শুষ্ক হয় সিন্ধুবারি গোপ্পদের মত ;

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না কদাপি ।

ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন মাঝে, বিক্ষোভিত

সংসারের আলোড়ন মাঝে, মানুষের

মিথ্যাবাদ মাঝে, এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা

অটল উজ্জ্বল, সব নক্ষত্রের মাঝে

যেমতি ভাস্বর স্থির ঐ ঐক্যতারা ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—পবন্তবামেব গৃহ-প্রাঙ্গণ । কাল—প্রভাত ।

পবন্তরাম বেদীর উপর বসিয়াছিলেন ।

সম্মুখে অম্বা দাঁড়াইয়াছিলেন ।

অম্বা । আর কিছু নাহি চাহি দেব, শুধু চাহি
টলাইব ভীষ্মেব এ প্রতিজ্ঞা ; নিশ্চল
করিব জীবনব্যাপী তাহার সাধনা ,
ভাঙ্গিব তাহাব ব্রত ; তাব অহঙ্কার
কবির বিচূর্ণ অ্যুজি , ছিন্ন কবি' তাব
ছদ্মবেশ, দেখাইব নগ্ন দেবব্রতে
প্রত্নাবিত এ মহীমণ্ডলে ।

পরশু । প্রয়োজন ?

অম্বা । আবার হউক প্রতিষ্ঠিত মহীতলে
নারীর মহিমা ; আবার বস্তুক সিংহাসনে

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

নির্বাসিত ক্ষমতা নারীর ; ফিরে দি'ক
পুরুষ নারীকে তার শ্রায্য অধিকার ।

পরশু । কি প্রকারে রমণী ?

অম্বা । জাম্বুক চরাচর

এ বিশ্বে পুরুষ প্রভু নহে ; প্রভু নারী ।
দেখাইব ব্রহ্মচর্য্য শির নত করে
যেখানে কিরণ দেয় রূপ রমণীর ।

—কি আশ্চর্য্য ভগবান্ ! মদন—যাঁহার
প্রভুত্ব স্বীকার করে নিখিল জগৎ ;
যাঁর পুষ্পশর বিশ্বজয়ী ; পিতা যাঁর,
শ্রীমধুসূদন ; যাঁহারে কবিতা ভস্ম
মহাদেব মহাদেব ;—তাঁর শরে আজি
অচ্যুত এ তুচ্ছ দেবব্রত !—ভগবান্ !
দূর কর প্রকৃতির মহা অনিয়ম ;
রক্ষা কর রমণীর চির অধিকার ;
চূর্ণ কর এই দর্প !—এই মাত্র চাহি ।

পরশু । ঐ দেবব্রত আসে । দূরে যাও চলে' ।

[অম্বার প্রস্থান]

পরশু । একি সত্য কথা ! একি সম্ভবে মানবে !
করিব পরীক্ষা কত দৃঢ় তার ব্রত ।

ভীষ্মের প্রবেশ ।

ভীষ্ম । প্রণত চরণে দাস ।

[প্রণাম]

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

পরশু । জয় হোক দেবব্রত !

ভীষ্ম । করিয়াছ আমারে স্বরণ গুরুদেব !

পরশু । কতদিন দেখি নাই । শীর্ণ হইয়াছ ।

সে তেজস্বী দৃষ্ট সৌম্য বদন মণ্ডল

হইয়াছে সুপ্রশান্ত । তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেই

হইয়াছে নত স্নিগ্ধ সজল মলিন ।

ললাটে পড়েছে রেখা, অপাঙ্গে কালিমা ।

যেন কোন দুর্ভাবনা, গভীর নিরাশা

পুষ্টিছ হৃদয়ে বৎস !—কেন দেবব্রত !

কি হ'য়েছে ?

ভীষ্ম ।

গুরুদেব ! ছিলাম বালক,

হইয়াছি প্রৌঢ় আজি । দিনে দিনে জরা

বিস্তারিছে সর্বদেহে প্রভাব তাহার ।

পরশু । শরীরে সে তেজ নাই ?

ভীষ্ম ।

না, সে তেজ নাই ।

পরশু । ..সেই দেবব্রত, আর এই দেবব্রত !

ভীষ্ম । কি কারণ স্বরণ ক'রেছ দাসে আজি ?

পরশু । মনে আছে কাশিরাজকণ্ঠাস্বয়ংবরে

হরিয়া আনিয়াছিলে হুহিতা তাঁহার ।

ভীষ্ম । মনে আছে গুরুদেব !

পরশু ।

সেই কনীরসী

ছই কণ্ঠা হস্তিনার রাজার মহিষী ;

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য

প্রথমা হৃহিতা অশ্বা অনুতা অদ্যাপি ।

ভীষ্ম । শুনিয়াছি সেই সমাচার ।

পরশু । অভাগিনী

লইয়াছে আসি আজি আমার আশ্রয় !

ভীষ্ম । বুঝিয়াছি গুরুদেব ।

পরশু । তুমি দেবব্রত

তাহারে বিবাহ কর ।

ভীষ্ম । সে কি গুরুদেব ।

পরশু । তুমি স্পর্শ কবিয়াছ রাজহৃহিতায় ।

ভীষ্ম । তথাপি বিবাহ অসম্ভব ।

পরশু । অসম্ভব !—

ভালো নাহি বাসো তারে ?

ভীষ্ম । এত ভালোবাসি—

তাহাবে কবিতে স্পর্শ ভয় হয় মনে,

পাছে কলুষিত করি অসতর্ক রূপে

সৌন্দর্য্যের সেই তপোধন ।

পরশু । অত্যাশ্চর্য্য !

দেবব্রত ! বিবাহ কি পাপ ?

ভীষ্ম । পাপ নহে ।

বিবাহ পুণ্যের রাজ্য । কিন্তু হায় আজি

সেই রাজ্য হ'তে আমি চির নির্বাসিত ।

পরশু । কেন !

ভীষ্ম । ধরিয়াছি ব্রত ।

পরশু । কাহার আজ্ঞায় ?

ভীষ্ম । ঈশ্বরের ।

পরশু । ঈশ্বরের ? কোথায় ঈশ্বর ?

ভীষ্ম । আপন হৃদয়ে গুরুদেব ।

পরশু । কে কহিল ?

ভীষ্ম । ঋষি ব্যাস !

পরশু । শুনিয়াছ সেই আজ্ঞা ?

ভীষ্ম । শুনিয়াছি প্রভু ।

ব্যাপ্ত স্বার্থেব হৃদয়ে, সংসারের কোলাহলে,

সেই ধ্বনি শুনিতে পাই না নিরন্তর ;

কিন্তু সে মুহূর্ত্ত আসে, যখন তাহাব,

শুনি আচ্ছাদিত স্বর, গভীর আহ্বান,

মধুর সঙ্গীত তাব ।

পরশু । তুমি শুনিয়াছ ?

ভীষ্ম । শুনিয়াছি ।

পরশু । মিথ্যা কথা । আমি গুরু তব

আমি আজ্ঞা করি—কব বিবাহ তাহারে ।

ভীষ্ম । অসম্ভব গুরুদেব !

পরশু । কি কহিলে তুমি ?

ভীষ্ম । অসম্ভব !

পরশু । অসম্ভব ?

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

ভীষ্ম । মার্জনা করিও ;

সত্যপাশবদ্ধ আমি—চিরব্রহ্মচারী !

পরশু । তবে কি বুঝিব শিষ্য, অস্বীকৃত তুমি ?

ভীষ্ম । কি করিব গুরুদেব !—এখন আমার

বিবাহ যে করিবার নাহি অধিকার ;

সত্যপাশবদ্ধ আমি ।

পরশু । সত্যভঙ্গ কর ।

ভীষ্ম । মার্জনা করিও ।

পরশু । এই তব গুরুভক্তি !—তুমি শিষ্য মম !

ভীষ্ম । আমি শিষ্য বটে তব । কিন্তু ভীষ্ম আমি !

পরশু । পরশুরামের আজ্ঞা—কর পরিণয় ।

ভীষ্ম । মম মৃত্যুদণ্ড তবে কর উচ্চারণ ।

পরশু । আজ্ঞা করিতেছি ভীষ্ম, আমি ভগবান্—

তাহারে বিবাহ কর ।

ভীষ্ম । গুরুদেব ! পিতা

মরণ-শয্যায় করে ধরিয়া আমারে,

মাগিয়াছিলেন ভিক্ষা—“বিবাহ করিও”

আর আমি মানি দেব, পিতাই জগতে

প্রত্যক্ষ দীক্ষর । তাঁর আজ্ঞার উপরে

বসিয়েছি, গুরুদেব, কর্তব্যে আমার ।

—প্রণামি চরণে দেব !

[প্রণাম করিতে উত্তীর্ণ]

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

পরশু । অস্বীকৃত তবে ?

ভীষ্ম । জানো কি হে ভগবান্ কেন ভীষ্ম নাম

আমাব জগতে ?—পাই নাই এই নাম

সন্তোগবাসনা তৃপ্ত কবিন্না আমাব ।

এই ব্রহ্মচর্য্যব্রত, এ কঠোব ব্রত,

কুসুমস্তবকশয্যা নহে গুরুদেব ।

—বঞ্চিত সন্তোগস্নুখে সমস্ত জীবন ;

বঞ্চিত নাবীব প্রেমে সমস্ত জীবন ,

বঞ্চিত সন্তানস্নুখে সমস্ত জীবন—

যে সন্তান বিখে সর্ব্বস্বমুলাধাব,

যাব মুখ দেখি, নব ভূলে অনারাসে

সংসারের দুঃখবাশি, বোগেব যজ্ঞণা,

দাবিদ্রোয় কশাঘাত, দাস্ত্রোব তাডনা,

শূত্র প্রহবেব গাঢ় দীর্ঘ অবসাদ,

প্রবাসে যে পূর্ণ কবে শূত্র নিবাশাব,

ঋবণে যে দীপ্ত কবে গাঢ় পবকাল ;

আমি সেই পুত্রমুখদশনে বঞ্চিত

আজীবন গুরুদেব ।—একি বড় স্নুখ !

যাব জন্ত গুরুবাক্য অবহেলা করি ।

পরশু । সেই স্নুখ পাবে শিষ্য এই পবিগয়ে ।

ভীষ্ম । ক্ষমা কব গুরুদেব, আমি ব্রহ্মচারী ।

পরশু । ভীষ্ম ! এই শেষবাব তবে ! লও বাছি,

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

বিবাহ কি মৃত্যু—

ভীষ্ম । মৃত্যু—যদি প্রয়োজন !

পরশু । উত্তম । সাক্ষাৎ তবে পাইবে আবার

সশস্ত্র পরশুরামে পরশ্ব প্রভাতে

কুরুক্ষেত্র রণস্থলে । সশস্ত্র আসিও ।

ভীষ্ম । সশস্ত্র কি হেতু ?

পরশু । মনে হয় দেবব্রত

শৌর্য্যদর্প বড় বাড়িয়াছে তব ;—যাহে

পরশুরামের আজ্ঞা তুচ্ছ কর তুমি ।

সে দর্প করিব থর্ব্ব ।

ভীষ্ম । নাহি স্পর্ধা হেন

যুদ্ধ করি ভার্গবের সনে ।

পরশু । ভীত তুমি ?

ভীষ্ম । ভয় কারে বলে আমি জানি না, তথাপি

গুরু কাছে বিনা যুদ্ধে মানি পরাজয় ।

পরশু । ঋত্ৱিয়-সন্তান তুমি ! করিলাম আমি

সমরে আহ্বান, ভীৰু !

ভীষ্ম । অমুনয় করি—

সাবধান গুরুদেব । দীপ্ত করিও না

নিদ্রিত ঋত্ৱিয়শৌর্য্য ।

পরশু । একবিংশবার

করিয়াছি নিঃকৃত্ৱিয় এ ভারতভূমি ।

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

ভীষ্ম । তখন ছিল না ভীষ্ম ।

পরশু । স্পর্ধা !

ভীষ্ম । গুরুদেব !

প্রণমে চরণে শিষ্য ।

পরশু । সশস্ত্র আসিও ।

কুরুক্ষেত্র রণস্থলে পবন প্রভাতে ।

ভীষ্ম । উত্তম । এ গুরু-আজ্ঞা করিব পালন ।

প্রণমে চরণে ভীষ্ম ।

পরশু । যাও দেবব্রত,

রহিও প্রস্তুত ।

ভীষ্ম । আমি বহিব প্রস্তুত ।

[প্রস্থান]

পরশু । আশ্চর্য্য । ক্ষত্রিয়-ভীষ্ম ! ইহাও সম্ভব !

ধনু প্রিয় শিষ্য মম । এ হেন অটল

নহে হিমালয় । সত্য, এও কি সম্ভব !

পরীক্ষা করিব, শক্তি তব প্রতিজ্ঞার—

ও প্রতিজ্ঞা সহে কিনা পরশুর ধার !

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।



স্থান—শয়ন-কক্ষ । কাল—সন্ধ্যা ।

বিচিত্রবীৰ্য্য শয়ান । পার্শ্বে—সত্যবতী ।

সত্যবতী । দিবা অবসান প্রায় । ধীরে ধীরে ধীরে

সব স্নান হ'য়ে আসে । সূর্য্য অস্তে যায় ।

হারিয়েছি এক পুত্রে আমি অভাগিনী,

অপরটি ত্রিয়মাণ অন্তিম শয্যায় ।

চক্ষুর সন্মুখে ঐ ধীরে ধীরে ধীরে,

ঘনাইয়া আসে মৃত্যু অপাঙ্গে তাহার ।

নিবারি তাহার গতি হেন সাধ্য নাই ।

—হাসিছে বিচিত্রবীৰ্য্য । স্বপ্ন দেখিতেছে ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । মা মা !

সত্যবতী । কি কি বৎস ? চম্কে উঠলে কেন ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । মা ! আমি কোথায় ?

সত্যবতী । কেন ! প্রাসাদকক্ষে !

বিচিত্রবীৰ্য্য । ও !—এ সকাল না সন্ধ্যা ?

সত্যবতী । সন্ধ্যা ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । ওঃ—[পুনরায় চক্ষু মুজ্জিত করিলেন]

সত্যবতী । কেমন আছ বাবা ?

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । বেশ আছি মা । [কাসি]

সত্যবতী । সত্য বেশ আছে ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । সত্যই বেশ আছি ।—দাদা কোথায় ?

সত্যবতী । বাইবে । ডাকবো ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । না, এখন দবকাব নেই । যাবার আগে যেন দেখা হয় ।

সত্যবতী । সে কি বৎস ! ও কথা বলতে নাই ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । দেখ ভুল না ।

সত্যবতী । আমি তাঁকে ডেকে আনি ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । না, তিনি ত সৰ্ব্বদাই আমার পাশে বসে' আছেন ।

সমস্ত রাত্রি তাঁর চক্ষে নিদ্রা নাই । কত গল্প করেন । মা এমন দাদা কারো হয় না । [কাসি] একটু জল দাও ত মা !

[সত্যবতী জল দিলেন]

বিচিত্রবীৰ্য্য । ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে । ঐ দেখ মা—[কাসি]

সত্যবতী । কি বৎস !

বিচিত্রবীৰ্য্য । ঐ বাড়ী গুলি । তাদের উপর সূর্য্যের শেষ স্বর্ণ রশ্মি এসে লেগেছে । কি সুন্দর !

সত্যবতী । অতি সুন্দর ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । আর আমার উপরও জীবনের শেষ রশ্মি এসে লেগেছে ।—আচ্ছা মা, মানুষ ম'লে কোথায় যায় ?

সত্যবতী । সে কথা কেন বৎস ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । না, তাই জিজ্ঞাসা করছি,—আচ্ছা, আকাশ এত নীল কেন ?

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সত্যবতী । বিধাতার সৃষ্টি ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । আমার বোধ হয়—মৃত্যু ঐ রকম নীল, ঐ রকম অসীম ।—আচ্ছা মা, দাদাকে দেখলে ত খুব বীর বোধ হয় না [কাসি]
—বালিশটা ঠিক করে দাও ত মা ।

[সত্যবতী তাহাই করিলেন]

বিচিত্রবীৰ্য্য । বরং মনে হয় যেন স্নেহ দিয়ে তাঁর সমস্ত শরীরখানি তৈরি । কিন্তু বড় গম্ভীর । যেন সমুদ্র । [কাসি] কেন মা ?

সত্যবতী । জানি না বৎস ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । দাদা যদি বিয়ে কর্তেন, বোধ হয় সুখী হতেন । বিয়ে করেন না কেন ?

সত্যবতী । ওঃ—

বিচিত্রবীৰ্য্য । ঐ ! ঐ ! আবার তুমি মুখ ঢাকছ । কেঁদ না মা । আমি দেখি দাদার বিয়ে'র কথা হ'লেই তুমি কাঁদ ।—কেঁদ না ।

সত্যবতী । না বাবা ! কিন্তু ও কথা জিজ্ঞাসা করিস্ না বাপু, আর সব কথা বল—শুধু—ঐ—কথা বাদ ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । কেন মা ? আজ ব'লতে হবে—আমি শুনে তবে মরু' । [কাসি] দেখি পরপারে গিয়ে সেধান থেকে যদি তাঁর জন্তু আর তোমার জন্ত কোন শান্তির সংবাদ পাঠাতে পারি । বল মা ।

সত্যবতী । তোমার দাদা স্বর্গের দেবতা, মর্ত্যের মানুষ নয় । তাঁকে আমরা ঠিক বুঝতে পারিনে । তিনি এ স্থল, কঠিন, আলোকে অন্ধকারে বৈশা, স্বার্থরাজ্যের কেহ নন । তিনি কোথা থেকে যেন এসেছেন । তিনি ত্যাগের মহামন্ত্র মুখে প্রচার কর্তে আসেন নি, কার্য্যে দেখাতে এসেছেন ।

১৫৮]

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । বল মা আবও বল । দাদার কথা বল । তাঁব
জীবনেব ইতিহাস অনেক বাব তোমাব মুখে শুনেছি মা । [কাসি]
আবাব বল শুনি । সে যেন এক মায়াময় কাহিনী—যত শুনি ততই শুস্তে
হচ্ছা হয় । [কাসি]—মা একটু জল ।

[সত্যবতী জল দিলেন]

সত্যবতী । বড কষ্ট হচ্ছে ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । না কিছু না । ঐ চাঁদ উঠছে । কি সুন্দব !
[চন্দ্রেব প্রতি চাহিয়া বহিলেন]

সত্যবতী । আব একবাব ঔষধ সেবন কব ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । চূপ !—অদ্ভুত ।

সত্যবতী । কি অদ্ভুত ?

বিচিত্রবীৰ্য্য । মা ! একবাব বাজবধুদেব ডাকো ত মা । তাদেব
একটা গান শুস্তে ইচ্ছা কচ্ছে [কাসি]—তাদেব গল্প, তাদেব গান
শুস্তে বড ভালোবাসি । তাবা আমায় বড ভালোবাসে ।—কিন্তু আমি
তাদেব সুখী কর্তে পার্লাম না । [কাসি] একবাব ডাকো ত মা ।

সত্যবতী ।, এই ডেকে দিচ্ছি ।

[সত্যবতীব প্রস্থান]

বিচিত্রবীৰ্য্য । গান শুস্তে শুস্তে মবি । এই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে
ঐ নীল আকাশেব নীচে, গান শুস্তে শুস্তে মবি । [কাসি]

অম্বিকা ও অম্বালিকাব প্রবেশ ।

বিচিত্রবীৰ্য্য । অম্বিকা, অম্বালিকা । একটা গান গাও ত । সেই
গান—সে দিন সন্ধ্যায় যেটি গাইছিলে ।

[১৫৯

উভয়ের গান ।

নীল আকাশের অসীম ছেবে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো ।
 আবার কেন বরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো ।
 রাখিস না আর মাথায় ঘেরে, ত্রহের বীধন ছিঁড়ে দে—
 উধাও হ'বে মিশিয়ে বাই, এমন রাত আর পাবোনা লো ।
 পাণিবার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে ;
 থানা এখন বীণাব ধ্বনি, চুপ করে' শোন বাইরে এসে ;
 বুক এগিষে আসে মরণ, মারের মত ভালোবেসে—
 এখন যদি মর্তে না পাই, তা'হলে আমার মরণ ভালো ।
 সাক্ষ আমার ধূলা খেলা—সাক্ষ আমাব বেচা কেনা ;
 এয়েছি করে' হিসেব নিকেশ বাহার যাহা পাওনা দেনা ।
 আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা আমার তুলে নে না,
 যেখানে ঐ অসীম সাদাঘ—মিশেছে ঐ অসীম কালো ।

ভীষ্ম ও মাধবের প্রবেশ । পিছনে অলক্ষিতভাবে সত্যবতী ।

ভীষ্ম । এখন কেমন আছ ভাই ? [পরীক্ষা করিয়া] এ কি !—

এ যে হিম ! অসাড়—

মাধব । [সভয়ে] সে কি দেবব্রত !

ভীষ্ম । [পুনরায় পরীক্ষা করিয়া] মৃত্যু হ'য়েছে ।

মাধব । বৎস ! প্রাণাধিক ! [মৃতদেহে সবলে জড়াইয়া ধরিলেন]

সত্যবতী । পুত্র ! পুত্র !—

[মূচ্ছিত-হইয়া পড়িয়া গেলেন । অধিকা ও অশালিকা ভীতনেত্রে
 পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন । ভীষ্ম দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া
 বহিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান—হস্তিনাব প্রাসাদ । কাল—অপরাহ্ন ।

মাধব ও দাশবাজ ।

মাধব । স্বয়ংববসভা থেকে তোমায় উঠিয়ে দিলে ?

দাশ । তা দিলে ।

মাধব । বেশ বোঝা গেল ?

দাশ । পবিত্রাব ।

মাধব । তাব পবে বাজাদেব সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধ হোল ?

দাশ । তা হোল ।

মাধব । তুমি যুদ্ধ ক'বেছিলে ?

দাশ । তা ক'রেছিলাম ।

•মাধব । তুমি কোন্ পক্ষে ছিলে ?

দাশ । কোন পক্ষেই ছিলাম না ।

মাধব । মাঝখানে ছিলে ?

দাশ । ঠিক নয় ।

মাধব । তবে ?

দাশ । একধারে—

মাধব । তীরু ছুড়েছিলে ?

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য

দাশ । তা ছুড়েছিলাম ।

মাধব । কাকে ?

দাশ । . তা জানি না ।

মাধব । চোধ বুঁজে ?

দাশ । হুঁ ।

মাধব । তাব পব বুঝি তুমি দৌড় দিলে !

দাশ । তা দিলাম ।

মাধব । এতদিন কোথায ছিলে ?

দাশ । বনে ।

মাধব । সেখানে কি দেখলে ?

দাশ । বাঘ ।

মাধব । এব আগেই যে বল্লে—বাণী ।

দাশ । তা হবে !

মাধব । তাব পব ?

দাশ । তার পব তাড়া কর্লে ।

মাধব । কে ? বাঘ না বাণী ?

দাশ । সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ।

মাধব । তাড়া কর্লে ?

দাশ । কর্লে ।

মাধব । আর তুমি বুঝি দে দৌড় ।

দাশ । আমি দে দৌড় ।

মাধব । একবারে এখানে এলে ?

১৬২']

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

দাশ । তা এলাম ।

মাধব । তোমাব মন্ত্রী কোথায় ?

দাশ । মবেছে ।

মাধব । কিসে মোল ?

দাশ । আমাব বাণে ।

মাধব । তোমাব বাণে ?

দাশ । তাইত পবে দেখলাম ।

মাধব । ও !—তুমি যে সেই চোখ বুঁজে বাণ মোবছিলে, তাতে
মন্ত্রীব গায়ে লেগেছিল ?

দাশ । তাই ত বোধ হচ্ছে ।

মাধব । তুমি মব নি ?

দাশ । না ।

মাধব । বেঁচে আছ !

দাশ । তা বোধ হয়, আছি ।

মাধব । কোথায় আছ ?

দাশ । মাঝখানে ।

মাধব । কিসের মাঝখানে ?

দাশ । একদিকে যুদ্ধ আব একদিকে বাণী ।

মাধব । বাণী ? না বাঘ ?

দাশ । বাঘ ।

মাধব । তুমি বোধ হয় ক্ষেপে গিয়েছো ?

দাশ । বোধ হয় গিয়েছি !

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

মাধব । এখন কি কর্কে ?

দাশ । তাই ভাবছি ।

মাধব । এখানে থাকবে ?

দাশ । তাই ভাবছি ।

মাধব । বাড়ী ফিরে যাবে ?

দাশ । ও বাবা !

মাধব । তোমার স্ত্রী কি রকম দেখতে ?

দাশ । ওরে বাবা !

মাধব । দেখ দাশরাজ তোমায় একটা উপদেশ দেই ।

দাশ । কি ?

মাধব । বাড়ী ফিরে যাও ।

দাশ । স্ত্রীর কাছে ?—ও বাবা !

মাধব । দেখ, স্ত্রী যেমনই হোক, স্ত্রীর মত দরকারী মানুষও আর পাবে না ।

দাশ । সে কি !

মাধব । এই দেখ মাহিনা দিয়ে লোক রাখো—দেখবে যে, যে
রাঁধে সে বাসন মাজে না, যে বাসন মাজে সে 'ছেলে মানুষ করে নী ।
কিন্তু এক স্ত্রী দ্বারা জুতো সেলাই থেকে 'চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব চলে ।
এমন স্ত্রী ছেড়ো না ।

দাশ । কথাটা সত্যি । ও বাবা [কম্পন]

মাধব । কি ?

[দাশরাজ নেপথ্যে তর্জনী নির্দেশ করিলেন]

মাধব । ঐ দাশরাজী বটে !—রোস আমি ঝগড়া মিটিয়ে দিচ্ছি ।

১৬৪]

দাশবাজীর প্রবেশ ।

[দাশবাজ মাধবেব পশ্চাতে লুকাইলেন]

দাশবাজী । ওবে পোড়াব মুখো ! শেষে আবার জামাই বাড়ী এসে
ছুটেছে । ওবে হতচ্ছাড়া মিস্ত্রি—

মাধব । অত দ্রুত নয় দাশবাজী । শুন্ন—ও শব্দগুলো অলীল ।

দাশবাজী । তাই কি—

মাধব । এটা ঠিক পতিভক্তিব লক্ষণ নয় ।

দাশবাজী । ভাবি ত পতি, তাকে আবার ভক্তি ।

মাধব । পতি যাই হোক, সে পতি । এ জন্মে ত আব দ্বিতীয়
পতি হবাব যো নেই । তাব সঙ্গে বনিয়ে চলতেই হবে । নহিলে
জীবনটা চিবদিন অশান্তিতেই যাবে ।

দাশবাজী । তা সত্যি কথা ।—এখন বাড়ী এসো ।

মাধব । যাও দাশবাজ । তোমাব স্ত্রী এবার বেশ নরম ভাষায়
ডাকছেন ।—যাও ।

দাশবাজ । উনি প্রায়ই আমায় বড় অপমান করেন ।

দাশবাজী । আমি বলে তোমাকে অপমান কবি । নৈলে তোমাকে
কেউ অপমানও কবে না ।—যাও না কোন জায়গায়, দেখি কে অপমান
করে ।

দাশবাজ । কেন কর্কে না । সেদিন স্বয়ংবব সভায় অপমান ত কর্ ।

দাশবাজী । তোমায় অপমান কর্ । সে কি ! মানুষকেই মানুষ
অপমান করে । ঠেকিকে কেউ অপমান করে ?—শুনেছো ?

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

মাধব । ছি ছি ছি ! আপনার স্বামী কি টেঁকি । আর অপমান কর্কেঁন না ।

দাশরাজী । আচ্ছা—এখন বাড়ী এসো ।—আর অপমান কর্কেঁ না । এসো ।

মাধব । যাও ।—গিয়ে হাত ধর ।

[দাশরাজ ধীরে ধীরে গিয়া সভয়ে দাশরাজীর হাত ধরিলেন]

মাধব । ও ঠিক হচ্ছে না । ভয় করো না ।

দাশরাজ । কি কর্কেঁ ?

মাধব । একটু আদর কর ।

দাশরাজী । সে আর একদিন হবে । [টানিয়া লইয়া গেলেন]

মাধব । আশ্চর্য্য বটে ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

—:~::~:—

স্থান—গঙ্গাতীর । কাল—প্রত্যুষ ।

অনেক লোকে স্নান করিতেছিল । তাহাদের গীত ।

পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গা ।

ভাষবিটপিষন তট বিলবিদি, ধুসরডরঙ্গভঙ্গে !

কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুবি চরণবুগ্গ মাই,

কত নরনারী ধস্ত হইল বা তব সলিলে অবগাহি,'

বহিছ জননি এ ভারতবধে—কতশত যুগ যুগ বাহি',
 করি' হুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুষ্যাতরজে ।
 নারদকৌৰ্ভনপুলকিতমাধববিগলিতককণা ক্ষরিয়া,
 ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূৰ্জটীজটিলজটা 'পর বরিয়া,
 অম্বর হইতে সম শতধার জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে—
 নামি' ধরায় হিমাচলমূলে—মিশিলে সাগর সঙ্গে ।
 পরিহারি' ভবহুধনুঃখ বধন মা, শায়িত অস্তিম শয্যনে,
 বরিষ প্রবেশে তব জলকলরব, বরিষ হুপ্তি মম নয়নে,
 বরিষ শান্তি মম শরীত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে—'
 মা ভাগীরথি । জাহ্নবি । সুরধুনি । কলকজোলানি গঙ্গে ।

গঙ্গা । হইয়াছে শত্রুযুদ্ধ বহুদিন ধরি'
 ভীষ্ম ও পরশুবামে, এই নদীতটে,
 বিনা জয় পবাজয় । দেখেছে সংসার
 সে যুদ্ধ নির্ঝাঁক ভয়ে, শুনেছে বিশ্বয়ে
 সমুদ্ভনির্ঘোষসম সমবকল্লোল ।
 তথাপি অপবাজিত ভীষ্ম এতদিনে ।
 ধন্য ভীষ্ম ! 'ধন্য পুত্র !

ব্যাসের প্রবেশ ।

ব্যাস । জননি জাহ্নবি
 প্রণমে চরণে ব্যাস !
 গঙ্গা । কি সংবাদ ব্যাস ?

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

ব্যাস । জননি কি দেখি আজি তব তটতলে !
একি ভয়ঙ্কর ঘোর অবৈধ সংগ্রাম
মহুয়া ও ভগবানে ; ক্ষত্র ও ব্রাহ্মণে ;
শুরু আব শিষ্যে । আর তুমি মা দেখিছ
নিঃস্পন্দ নির্ঝাঁকু ভয়ে ?

গঙ্গা ।

ভয়ে নহে ব্যাস—

মহানন্দে পুত্রগর্বে গরবিনী আমি ।
একদিকে গুরুদেব, শিষ্য অন্তাদিকে ;
বিপ্ত্রের বিপক্ষে ক্ষত্র ; দেব ভগবান্
বিপক্ষে, তাঁহার নৃষ্ট মহুয়া ; তথাপি
সমরে অপরাজিত হিমাচলসম
অটল যুঝিছে ভীষ্ম !—কে দেখেছে কবে ?
কার হেন পুত্র ব্যাস !—

ব্যাস । তথাপি জননি

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে এই অন্তায় সংগ্রাম ।

গঙ্গা । কভু নহে । বৎস ব্যাস ! একবিংশবার

নিঃক্ষত্রিয় ধরাতল ক'রেছে ভার্গব—

উঠিয়াছে ভীষ্ম সেই রক্তবীজ হ'তে

উদ্ধত ব্রাহ্মণদর্প ধর্ম করিবারে ।

ব্যাস । কিন্তু মাহুকের যুদ্ধ জঁখরের সনে—

ইহা কি সঙ্গত, বৈধ, উচিত জননি ।

গঙ্গা । বৎস দৈপায়ন ! এই মানবজীবন

নহে কি অনন্ত এক জীবন সংগ্রাম
 জৈশ্বরের সনে নিত্য ? মৃত্যু একদিকে,
 আর তার কৃষ্ণবর্ণ পিশাচের দল ;
 অন্তদিকে অসহায় দুর্বল মানব ।
 তার হৃৎথে কত দীর্ঘ দিবস রজনী
 নিভৃতে নিরুজ্জনে কাঁদি—নিষ্ফল ক্রন্দন
 পাষণে এ মস্তকের রক্তাক্ত আঘাত,
 —তুমি কি জানিবে ব্যাস ! তুমি কি বুঝিবে ?

ব্যাস । তথাপি জননি—

গন্ধা । ব্যাস ! ভ্রাস্ত্রিব সাগরে
 পতিত মনুষ্য, তবু নিজ শক্তিবলে
 নির্ভয়ে চলিয়া যায় তবঙ্গ গর্জনে
 দলি' পদতলে,—একি সামান্য ব্যাপার !
 গাঢ় অন্ধকার হ'তে মার্ত্তণ্ডের মত
 চলিয়াছে সভ্যতার আলোকিত পথে,—
 'এ কি তুচ্ছ ? অভাবের গর্ভে জন্ম তার,
 স্বার্থের দ্বন্দ্বের' ক্রোড়ে লালিত মানব,
 উঠিয়াছে শক্তিবলে ত্যাগের শিখরে ;
 এ'কি অতি সহজ গৌরব ঋষি ব্যাস ?
 আর মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ আমার সন্তান—
 বাহার চরণ-তলে মরণ আপনি
 শাস্তমূর্ত্তি পড়ে' আছে, ত্যাগের নিশ্চয়

কশাঘাতে ভীত শির অবনত করি'
 ব্যাস । কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে—
 গঙ্গা । আমার নিকটে
 আছেন ঈশ্বর এক—তিনি মহাদেব
 এক তাঁর আজ্ঞা মানি ।

মহাদেবেব প্রবেশ ।

মহাদেব । তবে স্মরণ—

আমার আদেশ, শাস্ত কর এ বিগ্রহ ;
 নিকীর্ণিত কর অগ্নি তব শাস্তি জলে ;
 ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত, অমর ভার্গব ;
 এ যুদ্ধের শেষ নাই । যুদ্ধ যদি হয়
 আর কিছু দিন গড়ে, হইবে প্রলয় ।
 গঙ্গা । যথাদেশ প্রভু ! কিন্তু কাড়িয়া লইলে
 মহাদেব, মাতৃগর্ভ মাতৃবক্ষ হ'তে ।
 মহাদেব । এই যুদ্ধে ভার্গবের হবে পরাজয় ।

[মহাদেবের প্রস্থান]

গঙ্গা । তাহাই হউক । তবে যাও ঋষিবর ।

[প্রস্থান]

ব্যাস । আর নাহি দেখ ; ভ্রান্ত নহে চরাচর ;
 আশ্চর্য্য প্রমাদ ;—সত্য শব্দর শব্দর ।

[প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

ভীষ্মের প্রবেশ ।

ভীষ্ম । কোথায় ভার্গব ?—এই মৃত্তিস্তম্ভ’পরে
করিব অপেক্ষা তাঁর [তাহার উপর দাঁড়াইয়া]

—কতদূর দেখা যায়

পরপারে ঘনশ্যাম তরু রাজি ’পরে
স্বাগত চূষন সম পড়িয়াছে আসি’
উষার কনক রশ্মি ; হেথা প্রসারিত
ধূসর সৈকত। মধ্যে বহিছে জাহ্নবী ।
জননি ! ও প্রসারিত বারিবক্ষ তব,
অপার করুণানিধি ঐ সমুত্ত
স্নেহআলিঙ্গন তব, মুগ্ধ করে মন ;
দূর করে ঘেব ; শান্ত কবে উদ্বেলিত
হিংসা অহঙ্কার ।—মাতা প্রণমি চরণে ।

[প্রণাম ও উপবেশন]

পরশুরামের প্রবেশ ।

পরশুরাম । এই যে বসিয়া দেবব্রত ।—দেবব্রত !

ভীষ্ম । [চমকিয়া] আসিয়াছ গুরুদেব ! [প্রণাম]

পরশু । উঠ বীর । আজি

নির্মল প্রভাতে, এই জাহ্নবীর তীরে,
ঐ আরক্তিম নীল আকাশের তলে,
বিতস্তিপ্রমাণ দূরে দাঁড়ারে দুজনে
হস্তে খড়্গা, দেহে বর্ষা, শিরে শিরজ্ঞান,

[১৭১

বসন্তেন্দ্র, দৃঢ়মুষ্টি, নগ্ন ভূমিতলে,
কবিবে সমর—ভীষ্ম ও পরশুরাম ।
আজি স্থির হইবে কে শ্রেষ্ঠ বাহুবলে—
ভীষ্ম না পরশুরাম । লহ তববারি ।

ভীষ্ম । কেন যুদ্ধ গুরুদেব ! চেয়ে দেখ দূরে—
কি অপূৰ্ণ ! পরপাবে ঐ সূর্য্য উঠে
পূৰ্ব্বদিক্ আলোকিত হ'য়ে আসে ধীরে ।
দিবার নিশার এই শান্ত সন্ধিস্থলে
এই যুদ্ধ বসন্তেব পবনভিল্লোলে
গঙ্গার পবিত্র তীরে যুদ্ধ কেন আর ?

পরশু । দেখিব ব্রাহ্মণ বড় অথবা ক্ষত্রিয়
এ দ্বাপর যুগে ।

ভীষ্ম । কিরূপে আঘাত আমি
করিব গুরুর দেহে চক্ষুব সন্মুখে ?

পরশু । তব সৰ্ব্ব পাপরাশি ধোত হ'য়ে যাবে
তোমার রক্তের শোতে । ভীষ্ম যুদ্ধ কর ।
তোমাতে সমরে আমি ক'রেছি আঁহ্বান ।
তুমি লহ অসি, আমি কুঠার আমার,
যে কুঠারে করিয়াছি একবিংশবার
নিঃক্ষত্রিয় বসুমতী ।—ভীষ্ম অস্ত্র লও ।

ভীষ্ম । তবে তাই হোক ! আজি লক্ষ্য কর তবে
স্বৰ্গ মর্ত্য রসাতল অপূৰ্ণ সংগ্রাম—

[চতুর্থ দৃশ্য ।

[উভয়ের যুক্ত]

[পুনরাবস্থা বৃদ্ধ]

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

[ভীষ্মের তরবারিৰ আঘাতে ভার্গবের কুঠার হস্তচ্যুত হইল ।

পরশুরাম বসিয়া কুঠাব পুনৰায় লইলেন]

ভীষ্ম । আর নহে ! [তরবারি ফেলিয়া দিলেন]

পরশু । সে কি ভীষ্ম ! মানিব না আমি পবাক্ষয় ।

যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর—

ভীষ্ম । প্রভু—

পরশু । যুদ্ধ কর ।

দেবব্রত দাঁও গুরুদক্ষিণা আমারে ।

যুদ্ধ কর । যুদ্ধ কর ।—এই শেষবার

কিন্তু এই একবারে প্রলয় হইবে ।

লহ তরবারি ভীষ্ম ! বিলম্ব না সহে ।

[কুঠার উঠাইলেন]

[উভয়ের মধ্যে নদী গঙ্গা প্রবাহিত হইল, পরে নদী প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইতে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে পরশুরাম অন্তর্হিত হইলেন । পরে তাহার মধ্য হইতে গঙ্গা উখিত হইলেন]

গঙ্গা । সাধু ! দেবব্রত সাধু ! ধন্ত পুত্র মম !

দেখ বৎস, চেয়ে দেখ, বিশ্ব রোমাঞ্চিত

ভীষ্মের অসম শৌর্য্যে ।—ঐ চেয়ে দেখ,

বীরবর, ঐ উর্দ্ধে স্বর্গে দেবগণ

করে পুষ্পবৃষ্টি ভীষ্ম তোমার মস্তকে ।

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

পবন্তুরামের প্রবেশ ।

পবন্তুরাম । আর চেয়ে দেখ বীব পরন্তুরামের

গুরুগর্বের ক্ষীতবস্ত্র ।—ধন্ত দেবব্রত !

ধন্ত আমি । আমি শুদ্ধ করিতেছিলাম

পরীক্ষা তোমারে । ভীষ্মে করিতে সংহার

আসে নি পরন্তুরাম । দেখিলাম সত্য,

শৌর্যো কি সাহসে ত্যাগে, বিশাল জগতে,

তোমাব তুলনা নাই ।—ধন্ত শিষ্য মম,

—দেবব্রত ! প্রাণাধিক ! দাও আলিঙ্গন ।

[আলিঙ্গন]

পঞ্চম দৃশ্য

---:~::~---

স্থান—হস্তিনাব প্রাসাদ-অন্তঃপুর । কাল—রাত্রি ।

সত্যবতী একাকিনী ।

.

গীত ।

কি হুণে জীবন রাধি ।

আমার, চন্দ্রসূর্য্য নিভে গেছে অন্ধ আমার দুটি আঁখি ।

দেখি শুধু চারিধার

ঘন ঘোর অন্ধকার,

কেতু আর কেন আর কেন আর বেঁচে থাকি ।

[১৭৫

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

সত্যবতী । হুই পুত্রহারা আমি, স্থগিতা দলিতা
বিধবা মহিষী আমি—অনন্তযৌবনা !
বর বটে ঋষি ।—ধন্য জগজ্জননী !
অসীম ককণা তোর ! সার্থক মা তোর
দয়াময়ী নাম !—না না বৃথা অহুযোগ ।
কারো দোষ নহে মাতা, এ দোষ আমার ।
উঠিয়াছিল এ দম্ভ ভেদিয়া অম্বর,
রক্তবর্ণ করি' চক্ষু নিয়মের পানে,
তুমি এক পদাঘাতে তাহারে নিক্ষেপ
করিলে ভূতলে মাতা মিশিতে কর্দ্দমে ।
সংসারে ধর্ম্মেব দুর্গ করিয়াছিলাম
অবরোধ রদভরে, সে দুর্গ তেমতি,
অক্ষত অচ্যুত গর্বে শির উচ্চ করি'
দাঁড়াইয়া আছে ; আর আমি পড়ে' আছি
বিলুপ্তিত পদতলে, স্থগিত, দলিত ।
অন্ন হোক মহেশ্বরী—তব শৃঙ্খলার । •
—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ওই মেঘে ঢেকে আসে,
বহিছে শীকরস্নিগ্ধ শীতল সমীর—
ঘুম আসে শ্রান্ত নেত্রপুটে । নিদ্রা যাই । [ভূমিতলে নিদ্রিত]
ভীষ্ম ও ব্যাসের প্রবেশ । সঙ্গে মুক্তা ।

মুক্তা । এইখানেই ত ছিল গো !

ভীষ্ম । ঐ যে ঐখানে নিদ্রিত ।

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

ব্যাস । এই যে আমার মা !

সত্যবতী । [নিদ্রিত অবস্থায়] না না আমার স্পর্শ করো না—
আমায় স্পর্শ করো না—আমি কুমারী—

মুক্তা । ঐ দেখ স্বপ্ন দেখছে—

ভীষ্ম । মাঝে মাঝে কি এই রকম ঘুমের ঘোরে বকেন ?

মুক্তা । হাঁ গো হাঁ ।

ভীষ্ম । এত শীর্ণ হ'য়ে গিয়েছেন !

সত্যবতী । না ব্রাহ্মণ, না ব্রাহ্মণ—আমি বর চাই না, আমি বর
চাই না । আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও । তোমার পায়ে
পড়ি । ছেড়ে দাও ।

ব্যাস । অভাগিনী !

সত্যবতী । আমার পুত্র কোথায় ? আমার—

ব্যাস । এই যে তোমার পুত্র মা !

সত্যবতী । কে ! কে ! [উঠিলেন]

ভীষ্ম । ইনি মহর্ষি ব্যাস ।

ব্যাস । আরো এক পরিচয়—দ্বীপে জন্ম মম,

তাই নাম দ্বৈপায়ন ; কৃষ্ণ বর্ণ মম,

তাই নাম ধরি আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ।

সত্যবতী । দ্বীপে জন্ম ?

ব্যাস । পিতা মম ঋষি পরাশর ।

ভীষ্ম । ধর কেহ রাজমহিবীরে ।

[মুক্তা ধরিল]

সত্যবতী । [ক্ষীণস্বরে] তার পর ?

ব্যাস । মাতা মম সত্যবতী—শান্তনু-মহিষী ।

সত্যবতী । বৎস—বৎস !—একি ! মম ঘুরিছে মস্তক—

ক্ষমা কর দেবগণ । ধোত কর পাপ ।

আপনার পুত্রে পুত্র বলে' ডাকিবার

দেহ অধিকার ।—বৎস ব্যাস !—না না আমি

কি প্রলাপ বকিতেছি !—ঋষিবর ! আমি—

এই ধীবরের কন্যা, এই অভাগিনী

শান্তনুর বিধবা মহিষী, এই নারী

দেশপূজ্য ঋষিবর ব্যাসের জননী ?

ব্যাস । আমার জননী তুমি ।

সত্যবতী । তোমার জননী !—

বৎস ! বৎস !—সত্য ?—মাতা আমি পুত্র তুমি !

আমি কলঙ্কিনী, তুমি ভারতবিখ্যাত

ঋষি ব্যাস ।—বৎস ব্যাস ! 'অরি' এই বাণী

আমারে করিছ ঘৃণা ?—না না করিও না ।

এ কথা ঘোষিত কর নিষ্ঠুর জগতে—

'মৎস্তগন্ধা, কলঙ্কিনী, ব্রষ্টা, পাপীয়াসী

পতিহন্ত্রী'—রাষ্ট্র কর । শুদ্ধ বৎস, তুমি

ঘৃণা করিও না । ঘৃণা করুক জগৎ ;

তুমি করিও না ঘৃণা । আমি কলঙ্কিনী—

ব্যাস । তথাপি পুত্রের কাছে জননী জননী ।

তুর্ধ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

চিরদিন । আশীর্বাদ কর মাতা ।

[জাহ্নু পাতিলেন]

ভীষ্ম । ওকি !

পাপিনী'ব পদতলে ঋষি হৈপায়ন !

ব্যাস । জননী'ব পদতলে পতিত সন্তান ।

জননী পুত্রের গুরু ; গুরু'ব আচার

বিচারে শিষ্যে'ব কোন নাহি অধিকার ।

ব্রাহ্মণে'ব চেয়ে বড় জননী ; ঋষি'ব

চেয়ে বড় জননী ;—স্বর্গে'ব চেয়ে বড় ।

ভীষ্ম । কিন্তু যে কুলটা নাবী !

ব্যাস । দেবব্রত ! তুমি

মহৎ, তথাপি তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান ;

ক্ষমার মহিমা বুঝিবাব শক্তি নাই ।

ক্ষত্রিয়ে'র মহত্বের চরম শিখরে

উঠিয়াছ ভীষ্ম । তথাপি পড়িয়া আছ

ব্রাহ্মণের বহু নিম্নে ।

ভীষ্ম । ব্রাহ্মণ ভার্গব

ক'রেছিল শিরশ্ছেদ কুলটা মাতার ।

ব্যাস । 'ব্রাহ্মণ ভার্গব' ভীষ্ম ? হাঁ ব্রাহ্মণ বটে,

কুঠার যাহার অস্ত্র । স্বধর্ম ছাড়িয়া

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রধর্ম আলিঙ্গন করে,

সে আর ব্রাহ্মণ নয় । শাস্ত্র ছাড়ি'

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য]

শত্ৰুচৰ্চা ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে । তাই

ভার্গবের পরাজয় রাঘবের কাছে ।

ব্রাহ্মণের পরাজয় ক্ষত্রিয়ের কাছে ।

ভগবান্ পরাজিত মনুষ্যের কাছে ।

ভীষ্ম । শুনিব না গুরু-নিন্দা ।

[প্রস্থানোত্তত]

ব্যাস ।

দাঁড়াও গাঙ্গেয় !

শোন বীর । ক্ষত্র তুমি । শত্ৰুচৰ্চা কর,

শত্ৰুচৰ্চা করিও না । কক্ষচ্যুত হইও না—

প্রলয় হইবে । [সত্যবতীকে] দেবি ! জননি আমার !

ব্যাসের গুণ্যের বলে, সৰ্ব্ব পাপরাশি তব

ধোত হ'য়ে যাক্ । মম বরে স্নান করি'

উঠ মা—সকল পাপ যাও তবে ভুলি' ।

ব্যাসের জননী তুমি—দাও পদধূলি ।

সত্যবতী । একি স্বপ্ন ? একি সত্য ?—একি প্রহেলিকা !

একি ব্যঙ্গ ?—এ যে—কিছু বুঝিতে পারি না ।

[সত্যবতী পতনোন্মুখী হইলেন, গঙ্গা প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ধরিলেন]

গঙ্গা । সত্যবতী !—স্থির হও !

সত্যবতী । [ক্ষীণস্বরে] কে তুমি রমণি !

গঙ্গা । আমি গঙ্গা সপত্নী তোমার । গর্ভে মম

ধরিয়াছি দেবব্রতে । চিরদিন কাঁদি

মানবের হৃৎথে—এই মহা অধিকার

পাইয়াছি বিশ্বস্তর হইতে ভগিনি !
 সমুদ্রত আশ্রমার্দ্ধার দর্শ চূর্ণ করি ;
 ব্যথিতের সঙ্গে করি অশ্রু বিসর্জন ;
 স্বর্ণিতের গলদেশ জড়াইয়া ধরি
 সহবেদনায় ; অনুতাপ ধৌত করি
 শান্তিবারি দিয়া ।—দিদি ! মম অশ্রুজলে
 তব পূর্বপাপরাশি ধৌত হ'য়ে যাক্ ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

স্থান—পর্বতপ্রান্তে শ্মশান । কাল—সন্ধ্যা ।
 গিরিচূড়ায় তপস্কারতা অশ্বা । শ্মশানে মহাদেব ও ভূতগণ ।

ভূতদিগের গীত ।

ভূতনাথ জব ভীম বিভোলা । বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী ।
 ভূজঙ্গঠোরব কিশাণভীরব ঈশান শঙ্কর শ্মশানচাৰী ।
 বায়দেব শিতিকণ্ঠ উমাগতি ধূৰ্জ্জট পশুপতি রুদ্র শিনাকী,—
 মহাদেব যুড় শঙ্ক বৃষধ্বজ ঘোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি ।
 স্থাপু কপর্দী শিব পরমেশ্বর যত্নাক্ষয় গঙ্গাধর স্মরহর
 পঞ্চবক্তৃ হর শশাঙ্কশেখর কৃষ্ণিবাস কৈলাসবিহারী ।

[ক্রমে ক্রমে প্রভাত ও ভূতগণের তিরোধান]

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

মহাদেব । কে তুমি তপস্রাবতা পৰ্কত-শিখরে ?

অম্বা । [নয়ন উন্মীলিত করিয়া] কে আপনি ?

মহাদেব । আমি মহাদেব ।

অম্বা । [উঠিয়া] মহাদেব !

[পৰ্কত-শিখর হইতে নামিলেন]

অম্বা । কাশিরাজকণ্ঠা অম্বা প্রণমে চরণে ।

মহাদেব । কুমারি ! কি হেতু এই তপস্রা কঠোর ?

কুসুমকোমল দেহ করিছ কাতর—

অনশনে অনিদ্রায় কি হেতু স্তনুরি ?

কি চাহ রমণী তুমি ?

অম্বা । ভীষ্মের নিধন,

আর সে আমার হস্তে—এই মাত্র চাহি ।

মহাদেব । সে কি নারী ! এই তব যৌবনপ্লাবিত

রমণীয় বরতত্ত্ব বিশীর্ণ করিছ

হিংসায় স্তনুরি ? একি রমণীয়ে সাজে,

রাজপুত্রি ?

অম্বা । কেন নাহি সাজে মহেশ্বর ?

পুরুষ কি ভাবে—তার সব অবিচার

সব অত্যাচার নারী সহিবে নীরবে,

মাথা হেঁট করি' ? তার নিশ্চয় কঠিন

বিষাক্ত ছুরিকা নারী করিবে আহ্বান

বাড়াইয়া গলদেশ ? তার মর্মদাহী

প্রজ্ঞানার বিনিময়ে বর্ষিবে নিয়ত

মিথু বাবিধাবা ?

মহাদেব । তাই কার্য্য রমণীব ।

অম্বা । আব পুরুষেব কার্য্য নিত্য অত্যাচাব,

নিত্য নির্য্যাতন ।—না না কবি না স্বীকাব—

হিংসা নিত্য ধর্ম্ম পুরুষেব, বমণীব

ধর্ম্ম শুধু তাই নিত্য মাথা পেতে নেওয়া ।

মহাদেব । তাই বমণীব কার্য্য । সহিসু বমণী—

স্নেহবতী, প্রেমময়ী, সেবাময়ী সদা

এ জগতে ; পুষ্পদল মধ্যে শতদল—

শুধু ফুল বিকশিত, শুধু ঢল ঢল

টল টল সবসীব সুবিমল জলে ।

—এই ত নাবীব ধর্ম্ম । বমণী যত্নপি

বিসর্জন কবে জলে ধর্ম্ম বমণীর,

পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে গবিমা ।

অম্বা । ' তাই হৌক মহাদেব । আমার কি তাহে !

ব্রহ্মাণ্ড বক্ষাৰ ভার আমি লই নাই ।

যাব সৃষ্টি তিনি বক্ষা করুন তাহারে ।

মহাদেব ।• শুন বৎসে !—

অম্বা । শুনিবাব নাহি অবসর ।

ভীষ্ম-নাশ প্রতিজ্ঞা আমাব । তাহা হ'তে

টলাইতে পাবিবে না একপদ । বর

দিবে কি দিবে না । আমি প্রতিহিংসা চাই -
দিবে কি দিবে না ?

মহাদেব । যদি না দেই রমণি ?

অম্বা । পুনরায় করিব এ তপস্বী, শঙ্কর !
এ বর দিবে না ? দিতে হইবে তোমায় ।
তুমি কি নিয়মাধীন নহ ? স্বেচ্ছাচারী
তুমি কি ধূর্জটি ? দিতে হইবে তোমায় ।
শুনিয়াছি একান্ত সাধনা মহীতলে
নিষ্ফল হয় না কভু—পাপপুণ্যে ভেদ
নাহি এইখানে প্রভু । একান্ত সাধনা
সফল হইতে হবে—হইতেই হবে,
ইহজন্মে কিংবা পরজন্মে একদিন ।
হবে না নিষ্ফল কভু তপস্বী কাহার ।
দিবে কি দিবে না বর ?

মহাদেব ।

অসাধ্য আমার

এই বরদান । নারী—চাহ অস্ত্র বর ।
ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত । তাহারে বিনাশ
অসম্ভব ; যদি তার ইচ্ছা নাহি হয় ।

অম্বা । আমার সাধনাবলে—এই দেবব্রত,
শুধু ইচ্ছা নয়, বোড়করে জানু পাতি'
মাগিবে আপন মৃত্যু ।—মহাদেব আমি
বিতণ্ডা করিতে নাহি চাই । আমি চাহি

চতুর্থ অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[বর্ষ দৃশ্য ।

ভীষ্মের নিধন, আর সে নিধন, এই
কুসুমকোমল হস্তে ;—দিবে কি দিবে না ?

দূরে সন্ন্যাসিবেশে ভীষ্মের প্রবেশ ।

মহাদেব । অশ্রুবর চাহ ।

অশ্বা । নাহি চাহি অশ্রু বর ।

মহাদেব । অতুল সম্পত্তি !

অশ্বা । নাহি চাহি ।

মহাদেব । অনন্ত যৌবন ?

অশ্বা । আমি কিছু নাহি চাহি ।

এই এক বর চাহি । দিবে কি দিবে না ?

মহাদেব । আশ্চর্য্য রমণী তুমি !

অশ্বা । আশ্চর্য্য রমণী !

মহাদেব । আশ্চর্য্য এ প্রতিহিংসা ।

অশ্বা । অতীব আশ্চর্য্য ।

—দিবে কি দিবে না এই বর ভূতনাথ ?

কহ । যদি নাহি দাও, যাও আজ তবে ।

পুনরায় তপস্তার করি আয়োজন ।

দিবে কি দিবে না বর কহ মৃত্যুঞ্জয় ?

মহাদেব । তথাস্তু ।—কিন্তু এ জন্মে নহে । পরজন্মে ।

রূপদত্তনয়্যারূপে জন্মিবে ধরায়

আবার রমণি ! কিন্তু নারীত্ব তোমার

ছাড়িতে হইবে, হিংসার প্রবৃত্তি-বশে,
 হইবে পুরুষ অর্দ্ধ, অর্দ্ধেক রমণী—
 পরজন্মে ।—পুরুষের হস্তী হবে নারী !
 হেন পৈশাচিক বর দিতে নাহি পারি ।
 দিলাম এ বর নারী ।

অম্বা ।

কৃতার্থ কিঙ্করী ।

প্রণত চরণে দাসী [প্রণাম] ।

মহাদেব । আশ্চর্য্য রমণী ! [অন্তর্ধান]

অম্বা । রমণীর প্রতিহিংসা দেখুক জগৎ ;
 রমণীব প্রতিহিংসা দেখুক দেবতা ;
 রমণীর প্রতিহিংসা—মরিলেও যাহা
 নাহি যায় । • এর পরে ‘হুর্বল রমণী’
 কেহ বলিবে না ; এর পরে রমণীর
 ক্রোধরক্ত চক্ষু দেখি’ হাসিবে না কেহ ।
 এর পরে পুরুষ নির্ভয়ে রমণীরে
 করিবে না পদাঘাত । নারীর ক্রন্দনে •
 প্রত্যেক অশ্রুর বিন্দু জলিয়া উঠিবে
 অগ্নির ফুলিঙ্গ সম ; তার দীর্ঘশ্বাস
 ধ্বনিবে পুরুষকর্ণে সর্পের গর্জন ।
 রমণীর আর্তনাদ উচ্চারিবে তার
 মৃত্যু অভিশাপ ।—দেখ ভীষ্ম, দেখ বিশ্ব তবে
 নারীর পিশাচী মূর্ত্তি । নারীর হৃদয় হ’তে

সব মুছে যাক—ভক্তি স্নেহ ক্রোধ ঘৃণা,
শুধু এক—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা বিনা ।

[প্রস্থান]

ভীষ্ম । বুঝিয়াছি রাজকণ্ঠা, প্রত্যাখ্যাতা তুমি,
ধ'রেছ ভৈরবী-বেশ ।—হায় যদি আমি
পারিতাম কাল্মনে গলিয়া যাইতে
করুণা-সমুদ্রে এক, এ দাহ তোমার
করিতাম নির্দোষিত সেই সিঙ্ঘজলে ।
—বিশ্বপতি ! আমারে এ বর দাও, যেন
আমার এ রক্তে যদি তৃপ্ত হয় নারী,
তাহা যেন হাশুমুখে ঢেলে দিতে পারি ।

পঞ্চম অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।

স্থান—কুরুসভা । কাল—প্রভাত ।

দুর্যোধন, দ্রুপদ, দ্রোণ, ভীষ্ম আদি কুরুকুল আসীন ।

সম্মুখে—শ্রীকৃষ্ণ ।

কৃষ্ণ । মহারাজ দুর্যোধন ! ধৃতরাষ্ট্র গতানু মহারাজ বিচিত্রবীৰ্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, পাণ্ডু কনিষ্ঠ । ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, তাই রাজ্য পান নাই ; পাণ্ডু রাজা হ'য়েছিলেন । তোমরা একশ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, অতএব রাজপুত্র নও—রাজপৌত্র । কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুর এই পাঁচ পুত্র রাজপুত্র । এই রাজ্য তা'দের । অন্ততঃ এ রাজ্যে তাদের অর্দ্ধাংশ আছে, তা' থেকে কেউ তা'দের বঞ্চিত ক'র্তে পারে না ।

দ্রুপদ । কিন্তু তাঁ'দের অংশ—মায় স্ত্রী পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির পাশা খেলে হারিয়েছেন । আমরা তবু স্ত্রী ফিরিয়ে দিয়েছি ।

কৃষ্ণ । অন্ধকীড়ার প্রায়শ্চিত্ত তাঁ'রা যথেষ্ট ক'রেছেন । রাজপুত্র হ'য়ে ছাদশ বর্ষ বনবাসী হ'য়েছেন, এক বৎসর ছদ্মবেশে পরের দাসত্ব
১৮৮]

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য

ক'বেছেন। এখন তাঁ'বা পাঁচ ভাইয়ের জন্ত পাঁচখানি গ্রাম চান।
এই মাত্র।

দুর্যোধন। তা'বা রাজ্য চায় ত যুদ্ধ কবে' নিক। ভীম যে বড়
প্রকাশ্য সভায় শাসিবে গিয়েছিল যে গদাঘাতে আমার চূর্ণ কর্কে—আব^১/_২
এই দুঃশাসনেব বক্তৃপান কর্কে।

দুঃশাসন। দাদা সে কথা তোলাব দবকাব কি? রাজ্য ফিবিয়ে
দিচ্ছি না। রাজ্য আমাদেব। ফিবিয়ে দিচ্ছি না। সোজা কথা।

কৃষ্ণ। কিন্তু যুধিষ্ঠির অর্দ্ধরাজ্যও চাহেন না।

দুঃশাসন। সিকিও দেবো না।

কৃষ্ণ। সিকিও চান না। পাঁচখানি গ্রাম চান মাত্র।

দুঃশাসন। একখানিও নয়।

দুর্যোধন। যুদ্ধ কবে' নিক। ভীম যে বড়—

দুঃশাসন। আবাব দাদা ভীমের নাম কব কেন? দিচ্ছি না
—সোজা কথা।

কৃষ্ণ। শকুনি। তুমি ক্রমাগত দুর্যোধনেব কাণে কাণে কি কইছ?
তুমিই এই ষড়্‌যন্ত্রেব মূল।

শকুনি। [যেন সাশ্চর্য্য] আমি ?

কৃষ্ণ। মহারাজ দুর্যোধন। আমি তোমায় উদাব হ'তে বল্ছি না,
দাতা হ'তে বল্ছি না, দেবতা হ'তে বল্ছি না। তুমি এখন হস্তিনাব
রাজ্য, ভাবতেব সম্রাট। রাজ্যাব কর্তব্য—সুবিচার। বিচার কব।
তা'রা তোমাব ভাই। তা'রা বলবান্; বিরাট যুদ্ধে তার পরীক্ষা হ'য়ে
গিয়েছে। তা'রা ক্ষমাশীল;—দৈতবনে গান্ধর্ববিভ্রাটে তার প্রমাণ

পঞ্চম অঙ্ক]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

পেয়েছে। তা'বা নিবীহ; পাঁচখানি গ্রাম চায় মাত্র—যখন স্থায়মতে
এই রাজ্যই তাদের। এমন ভাইকে ক্ষেপণ না। এমন ভাইকে পর
কোরো না। সর্বনাশ হবে।

দ্রোণ। যান বাহুদেব! আপনাব বজ্রতা এখানে ফলবতী হবে
না। এ মকভূমি। এতে বৃষ্টিব জল দাঁড়ায় না।

কৃষ্ণ। শকুনি! পাপ যা ক'রার তা ক'বেছো। আব বাড়িও না।
কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠেছে। মাত্রা পূর্ণ হ'য়েছে। ধর্ম আব সৈবে না।
দেখ, তুমি চেষ্টা ক'লে এ যুদ্ধ নিবারণ ক'র্ত্তে পাবো।

শকুনি। [সাস্চর্য্যে] আমি ?

কৃষ্ণ। হাঁ তুমি। তুমি এদেব মাতুল। তুমি এদেব মন্ত্রী। 'তুমিই
এই ক্ষমতাব স্রবা হৃদ্যোধনকে পান কবিয়ে মত্ত কবে' তুলেছো। তুমি
এ বাজ্র-হর্ষ্যাতল পাপেব প্রস্তুবে মণ্ডিত ক'বেছো। তুমি—কি মন্ত্রবলে
জানি না—এদের—বিশেষতঃ এই অবোধ যুবকেব মন অধিকার কবে'
ব'সেছো।

শকুনি। [সাস্চর্য্যে] আমি! না বাহুদেব। আমি এব মধ্যে নাই।

কৃষ্ণ। তবে এক্ষণি এব কাণে কি পবামর্শ দিচ্ছিলে ?

শকুনি। [সাস্চর্য্যে] আমি!—ও—আমি 'জিঞ্জাসা কচ্ছি'লাম যে
এমন বাদলা ক'বেছে এখন—এ—এ—এ—আজ এ—খিচুড়ি ক'লে
হব না!

কৃষ্ণ। খিচুড়ি যা ক'রার তা ক'বেছো, বেশ খিচুড়ি পাকিয়েছো।

শকুনি। আব একটু—

কৃষ্ণ। তুমি ত দেখি সব বুঝেছো। তুমি বড় কূট, বড় বুদ্ধিমান।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

তুমি যে রাজ্যে একটা সর্বনাশ আনছো—এ তুমি যে নিজেকে বুঝছো না, তা আমি বিশ্বাস করি না ।

শকুনি । শ্রীকৃষ্ণ ! আমি কিছু করছি না । কচ্ছেঁ যা তা অদৃষ্ট !
নহিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বনে যান, আর তার স্থানে মহারাজ
দ্রুপদ্যোধন—

দ্রুপদ্যোধন । কি বলছো মামা ?

শকুনি । আব দ্রুপদ্যোধন—ভীষ্ম, বিহর, দ্রোণ, কৃপ এমন সব ভালো
ভালো ব্যক্তি থাকতে এক শকুনিকে করে রাজ্যের মন্ত্রী ?

দ্রুপদ্যোধন । সে কি মামা ?

শকুনি । অদৃষ্ট কেউ খণ্ডা'তে পারেন না । অদৃষ্টে যদি থাকে যে
দ্রুপদ্যোধনের রক্ত ভীমসেন পান করবেই, তা করবে—

দ্রুপদ্যোধন । তা করবে কেন ?

শকুনি । —আর দ্রুপদ্যোধনের উরুদেশ ভীমের গদাঘাতে ভাঙবে ত
ভাঙবেই ।

দ্রুপদ্যোধন । সে কি মামা ?

শকুনি । 'আরে বাপু, মামা মামা করছিন্ কেন ? তোদের মামা
তোদেরই আছে । কেউ কেড়ে নিচ্ছে না । অদৃষ্ট কেউ খণ্ডা'তে পারে
না । তোর মামা ত মামা তোর—

কৃষ্ণ । তবে পাণ্ডবদের কাছে কি এই বার্তা নিয়ে যেতে হবে ?

দ্রুপদ্যোধন । হাঁ । তাঁদের বলবেন যে দ্রুপদ্যোধন পাণ্ডবদের বিনা
যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দিবে না ।

কৃষ্ণ । বেশ ! তবে আমি চ'ললাম ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

শকুনি । সে কি ! আমরা আপনাকে নিমন্ত্রণ করে' এনেছি—এই উৎসব আয়োজন দেখছেন, এ সব আপনারই জন্ত । দেখছেন ?

কৃষ্ণ । দেখছি বৈকি । বিরাট আয়োজন । কিন্তু ভক্তির চাইতে কীর্তন বেশী ।

দুর্যোধন । সে কি ?

কৃষ্ণ । [শকুনিকে] মামা এবা কেউ কিছু বুঝতে পার্গ না । বুঝছি তুমি আর আমি ।—তবে যাই মহারাজ ।

শকুনি । যাবার পূর্বে কিঞ্চিৎ জলযোগ—আপ্যায়ন—

কৃষ্ণ । কাজ কি ? কথাবার্তায়ই যথেষ্ট আপ্যায়িত হ'য়েছি । আর প্রয়োজন নাই ।
[প্রস্থানোত্তত]

দুর্যোধন । [দ্রুশাসনকে] ধর ।

কৃষ্ণ । আমাকে ধ'রো । হারে মূর্থ ! আমি নিজে ধরা না দিলে কেউ আমায় কি ধ'র্তে পারে ?—মামা ! এবার সেখানে সেখানে কোলাকুলি ।

দুর্যোধন । যাও—এগোও ।

[দ্রুশাসন, কৰ্ণ ইত্যাদি কৃষ্ণকে ধরিতে অগ্রসর হইলে, বিশ্বাস্তরমূর্তি কৃষ্ণ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও তাহাদের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যঙ্গবিনয়ে মাথা হেঁট করিয়া কহিলেন—“তবে আসি মহারাজ” এই বলিয়া ত্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন]

দুর্যোধন । কেউ ধ'র্তে পার্গে না ?

দ্রুশাসন । না । তাঁর চক্ষে একটা কি দেখলাম । মনে হোল তাতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—একসঙ্গে । স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম ।

১৯২]

দুর্যোধন । আর তোমরা ?

কর্ণ । ঐ রকম মনে হোল ।

দুর্যোধন । কি রকম ?

কর্ণ । বর্ণনা ক'র্ত্তে পারি না । একসঙ্গে ভয়, উল্লাস, হুঃখ, কক্ৰণা, স্নেহ । সে যে ঠিক কি মনে হোল বোঝাতে পারি না ।

দুর্যোধন । সব অপদার্থ । এই নিয়ে আমি যুদ্ধ ক'র্ত্তে যাচ্ছি ?

শকুনি । গ্রহ !

দুর্যোধন । কৃষ্ণ কোথা গেলেন ?

কুপাচার্য্য । পাণ্ডব-শিবিরে ।

দুর্যোধন । তিনি তবে পাণ্ডবের পক্ষ নিচ্ছেন ।

কুপাচার্য্য । হাঁ মহাবাজ ।

দুর্যোধন । তবে যে আপনি বলেন মামা যে এ যুদ্ধে কৃষ্ণ আমাদেরই পক্ষে হবেন !

শকুনি । বাপুহে ! ভুল হবার যো নাই । আমি গণে' দেখিছি ।

দুঃশাসন । কি গণে' দেখেছেন ?

শকুনি । যে এ যুদ্ধে তোমাদেরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে । আমার গণনা কি ভুল হয় ?—তোমাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তোমাদের পক্ষ ছাড়ছি নে । যাই, তাব আয়োজন কবিগে যাই ।—গণনা ভুল হবার যো নাই !

[প্রস্থান]

দুঃশাসন । কোন ভয় নাই দাদা । কৃষ্ণ তাঁর দশকোটি নারায়ণী সেনা আমাদের দিয়েছেন । আর তিনি স্বয়ং এ যুদ্ধে অস্ত্র ধ'র্কেন না অতিজ্ঞা ক'রেছেন । একা তিনি পাণ্ডবের পক্ষে থেকে কি ক'র্কেন ?

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

গান্ধারীর প্রবেশ ।

গান্ধারী । হৃষ্যোধন !

[হৃষ্যোধন সিংহাসন হইতে উঠিলেন । এবং অন্ত সকলে স্বীয় স্বীয় আসন পরিত্যাগ করিলেন ।]

হৃষ্যোধন । কি কারণ কৌরব-জননি
রাজসভায়লে ?

গান্ধারী । তবে সন্ধি অসম্ভব ?

হৃষ্যোধন । সন্ধি অসম্ভব ।

গান্ধারী । বৎস ! ফিরাইয়া দাও
রাজ্য যুধিষ্ঠিরে ।

হৃষ্যোধন । সে কি !

গান্ধারী । এ রাজ্য তাহার ।

হৃষ্যোধন । সে কি মাতা !

গান্ধারী । হৃষ্যোধন ! আমি মাতা তব ।

আজ্ঞা করিতেছি—রাজ্য ফিরাইয়া দাও ।

হৃষ্যোধন । কিন্তু পিতা—

গান্ধারী । বৃদ্ধ অন্ধ জনক তোমার—

হুটি চক্ষু অন্ধ, ঘেহে অন্ধ ততোধিক !

তাহার সম্মতি ? আমি আজ্ঞা করিতেছি ।

মাতা আমি, করি আজ্ঞা—রাজ্য ফিরে দাও
যুধিষ্ঠিরে ।

হৃষ্যোধন । কিন্তু পিতা—পিতা চিরদিন ।

গান্ধারী । আর মাতা চিরদিন মাতা বুঝি নহে ?

কে তোরে ধরিয়াছিল জঠরে যুবক ?

কেবা স্তন্য দিয়াছিল ? কে করিয়াছিল

ভৃত্য সম সেবা নিত্য ?—পিতা না জননী ?

—হায় বিধি !—এই পুত্র !—গর্ভ-যন্ত্রণায়

মূর্ছিত প্রসূতি, সেই মূর্ছাভঙ্গে তার,

প্রসারে হ'হস্ত শুধু সন্তানের তরে,

ভিক্ষালব্ধ তাম্রখণ্ড অন্বেষণ করে

বাড়াইয়া হস্ত, অন্ধ ভিক্ষুক যেমতি ;—

পুত্রমুখদরশনে যেন জননী

প্রসব-বেদনা তীব্র স্নেহে বেজে উঠে ।

সে পুত্র—বর্জিত শুধু স্নেহে জননীর—

তার পরে মাতা যেন তাব কেহ নয় ।

জননীর অনুরোধ—যেন কিছু নয়,

নতজানু ভিক্ষকের শাশ্রু যুক্তকর

হর্কল প্রার্থনা মাত্র ।—ওরে ! ওরে মূঢ় ।

এই যে জননী তোর ভিক্ষা চাহিতেছে,

সেও রে অবোধ, তোরই মঙ্গলের তরে ।

আপনার জন্ত নহে ।—পুত্র । বৃথিকারে

রাজ্য ফিরাইয়া দাও !

হর্যোধান । কদাপি না মাতা ।

গান্ধারী । উদ্ধৃত যুবক ! আজি অন্ধ মদভরে

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য

মাতৃ-আজ্ঞা তুচ্ছ করিও না । সর্বনাশ

তোমার শিওরে জাগে !

শকুনি ।

পাণ্ডবের দূত

উত্তর লইয়া গেছে ! ভগ্নি ! ফিরিবার

পথ নাহি আর ।

গান্ধারী । পথ আছে মূঢ়মতি !

ধর্মের প্রশস্ত পথ মুক্ত চিবদিন ।

—রাজ্য ফিরাইয়ে দাও ।

দ্রুপদ্যোধান । পাবিব না মাতা !

গান্ধারী । পুত্র থাক নাহি থাক—ধর্ম জয়ী হোক !

[প্রস্থান]

দ্রুপদ্যোধান । ও কি !

দ্রুশাসন । বজ্রাঘাত-ধ্বনি—

দ্রুপদ্যোধান । প্রাসাদ-শিখরে !

[দ্রুপদ্যোধান, ভীষ্ম ও দ্রোণ দিগ্ন সকলে সমবাস্তে নিভ্রান্ত]

ভীষ্ম । কেন পাণ্ডু দ্রুপদ্যোধান ! কি ! কাঁপিছ কেন ?

এখনও সন্দেহ আছে ভাবী পরিণামে ?

দ্রুপদ্যোধান । কি কহিছ পিতামহ ! জিনিব সমর ।

যার পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ রূপ অদরাজ—

ভীষ্ম । পাণ্ডবের পক্ষে জনাৰ্দ্দন ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[প্রথম দৃশ্য ।

দুর্যোধন । কুরুপক্ষে

দশকোটি নারায়ণী সৈন্য ।

ভীষ্ম ।

পাণ্ডবের

পক্ষে জনাৰ্দ্দন ।

দুর্যোধন । এই অক্ষৌহিণী সেনা—

ভীষ্ম । একদিকে বিংশ অক্ষৌহিণী, একদিকে

ধর্ম্ম । আর সর্বধর্ম্মমূল জনাৰ্দ্দন ।

যতো ধর্ম্মন্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণন্ততো জয়ঃ ।

[প্রস্থান]

দুর্যোধন । এ কি অন্ধকার । ঘন নীল কাদম্বিনী

ছেয়ে আসে অসীম আকাশে । রুষ্টি ঐ

নামিল মুঘলধারে ।

—জয় ! পরাজয় !

এ যোদ্ধার পাশাখেলা—যাহাতে জীবন পণ ।

—না না প্রাণ দিব, তবু মান নাহি দিব ।

—কে ? ও ! দ্রোণাচার্য্য !—একদৃষ্টে কি দেখিছ ?

দ্রোণ । দেখিতেছি এক মহা রক্তগজাশ্বান

সন্মুখে আমার । আর সেই স্বান করি’

উঠিছে পাণ্ডব ঐ ।

দুর্যোধন । কেন শুকদেব ?

দ্রোণ । মহাত্মা ভীষ্মের উক্তি শুনিলে কোরব !

[১১৭

“যতো ধর্মন্ততঃ ক্রোধো যতঃ ক্রকন্ততো জয়ঃ” ।

কদাপি হয় নি মিথ্যা ভীষ্মের বচন ।

হর্ষোদন । তবে কেন কোরবের পক্ষে পিতামহ ?

দ্রোণ । ভীষ্মেরে বুঝি না, কিন্তু একথা নিশ্চয়,

ভীষ্মের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ।

[হর্ষোদন ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

হর্ষোদন । যতই হ’তেছি অগ্রসর, গাঢ়তর

হ’য়ে আসে অন্ধকার ।—কে মাতুল !

শকুনিব প্রবেশ ।

শকুনি । আমি ।

হর্ষোদন । পুনরায় সভাস্থলে কি হেতু মাতুল ?

শকুনি । মহারাজ !—দেখিয়াছি ভবিষ্যৎ—

হর্ষোদন । কা’র ?

শকুনি । এ যুদ্ধের । এ সমরে জয় সুনিশ্চিত—

তা সে যে দিকেই হোক । কিন্তু ইহা ঐক্য

রহিবে তোমার সত্য “যায় যদি প্রাণ,

না ছাড়িব রাজ্যধণ্ডা”—জানিয়াছি স্থির ।

হর্ষোদন । কে বলিল ।

শকুনি । দেখিয়াছি বিদ্যাৎ অন্ধরে

লিখিত মেঘের গাঢ় ক্রক অন্তরগে ।

হর্ষোদন । দেখিয়াছ ?

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

যাব খাই, আমি কবি তাব সর্বনাশ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

—•••—

স্থান—কৌবববাজ-অন্তঃপূব । কাল—সন্ধ্যা ।

অধিকা ও অশালিকা ।

ଗୀତ ।

যেন এমনই হেসে চলে' বাই।

বয়সের ত্রুটি, জন্মের ত্রুটি—

চরণের তলে দলে' বাই ।

আপনার দিকে ফিরেও চাবো না,

ହୁ:ଖେର ମୀନା ଷେ'ସେଓ ବାବୋ ନା,

পারো কি পারো না হবে না ভাবনা,
পরের দুঃখে গলে' বাই !

অম্বিকা । বেশ গান !

অম্বালিকা । থাসা !

অম্বিকা । আচ্ছা, আমরা যে এখন গান গাই কি হিসাবে ?

অম্বালিকা । কেন ! বিধবা হ'লে কি গানও গাইতে নেই ?

অম্বিকা । কিন্তু বুড়ী হ'য়েছি' যে !

অম্বালিকা । কবে থেকে !

অম্বিকা । তা জানিনে । তবে হ'য়েছি' !

অম্বালিকা । সে কি !—বুড়ো হলো, কিন্তু টের পেলাম না ! এ ত
বড় ভয়ানক অবস্থা ।

অম্বিকা । তোর সব চুল পেকে গিয়েছে !

অম্বালিকা । তা থাক্ । মন ত পাকে নি ।

অম্বিকা । তা সত্য বোন্ । আমাদের কাছে পৃথিবী সেই চির-
নূতন, জীবন এখনও এক মধুময় স্বপ্ন ।

অম্বালিকা । —বৈধব্যও যে স্বপ্ন-ভঙ্গ 'ক'র্ত্তে পারে নি, মৃত্যুও
প্রাণভয়ে যে স্বপ্ন ভঙ্গ 'ক'র্ত্তে চায় নি,—সে এত মধুর !

অম্বিকা । কিন্তু মা (যদিও বাইরে সেই ১৪ বৎসরের মেয়েটি
আছেন কিন্তু) অন্তরে বুড়িয়ে গিয়েছেন ।

অম্বালিকা । মনে মনে কি ভাবেন, আর নিজের মনে বিড়্-বিড়্-
করে' কি বকেন ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অম্বিকা । সে যে—তিনি ভীষ্মতর্পণ করেন ।

সত্যবতীর প্রবেশ ।

সত্যবতী । অম্বিকা !

অম্বিকা । [অগ্রসর হইয়া] কি মা !

সত্যবতী । তোরা ছ'জন এখানে ?

অম্বালিকা । [অগ্রসর হইয়া] ঠিক অনুমান ক'রেছো মা । আমরা এখানে ।

সত্যবতী । এখানে ছ'জনে কি কর্ছি ?

অম্বিকা । ছেলেমাত্রই কর্ছি ।

অম্বালিকা । আর তুমি দিবারাত্র মুখ ভার করে' ভাবো কেন তাই ভাবুছি ।

সত্যবতী । আমি 'ভাবি কেন' ?—তোরা ভাবিস্ না ?

অম্বালিকা । কৈ ! কিছু বুঝ্তে পার্ছি না । তুই পার্ছিস্ দিদি ?

অম্বিকা । কিছু না ।—আচ্ছা, ভাব্বো কেন মা ?

সত্যবতী । ভাব্বি কেন !—কুরুপাণ্ডবে মহাযুদ্ধ বেধেছে । তাদের একজনের পৌত্রেরা আর একজনের পৌত্রের সঙ্গে মরণ বাচন পণ করে' এ রণে প্রবৃত্ত হ'য়েছে,—আর তোরা ভাব্বার বিষয় পেলিনে ?

অম্বিকা । কৈ ? না ! তুই এতে কিছু ভাব্বার বিষয় পেলি অম্বালিকা ?

অম্বালিকা । কৈ ! বুঝ্তে ত পার্ছিনে ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

সত্যবতী । তোরা অবশ্য মনে মনে এ যুদ্ধে নিজের নিজের পৌত্র-
দের জয়কামনা কর্ছিস্নে ?

অশ্বিকা ও অস্থালিকা । কৈ ! মনে ত পড়ছে না ।

সত্যবতী । আচ্ছা । এখন ত বুঝ্ছিস্ যে তোদের পৌত্রদের মধ্যে
ভীষণ যুদ্ধ বেধেছে ।

উভয়ে । তা বুঝ্ছি ।

সত্যবতী । এ যুদ্ধে তোরা কোন্ পক্ষের জয়কামনা করিস্ ?

উভয়ে । উভয় পক্ষের ।

সত্যবতী । দূব ! উভয় পক্ষেরই কখন জয় হয় ?

অশ্বিকা । কেন হবে না ।

অস্থালিকা । বল ত ?

সত্যবতী । এ যুদ্ধে হয় পাণ্ডব—নয় ত কৌরবকুল নিশ্চল হবে ।
তোদের এ বিষয়ে কোন চিন্তা হ'চ্ছে না ?

অশ্বিকা । কোথায় ?—তোর হ'চ্ছে বোন্ ?

অস্থালিকা । কিছু না !

অশ্বিকা । যা হবার তা হবে ।—কেমন ?

অস্থালিকা । তা ভেবে কি হবে ।—কি বলিস্ ?

সত্যবতী । হয়ত উভয় কুল নিশ্চল হবে ।

অশ্বিকা । তাও হ'তে পারে । কি বলিস্ ?

অস্থালিকা । কেন হবে না ।

সত্যবতী । আর যত্নের কৃষ্ণ প্রেত দীর্ঘ পদে সেই রণক্ষেত্রেব
হুগ্ধ বাতাসে বিচরণ কর্কে ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অশ্বিকা । বোঝা গেল না । তুই কিছু বুঝিলি ?

অশ্বালিকা । কিছু না । বড় বেশী সংস্কৃত ।

সত্যবতী । কিন্তু তোবা মনে মনে কোন্ পক্ষেব জয় কামনা কবিস্ ?

অশ্বিকা । দু'পক্ষেবই জয় হয় না ?

সত্যবতী । না । এক পক্ষেবই জয় হয় ।

অশ্বালিকা । বাজি চটে না ?

সত্যবতী । না ।

অশ্বিকা । তবে অশ্বালিকার পৌত্রদেব জয় হোক্ ।

অশ্বালিকা । না না অশ্বিকাব পৌত্রদেব জয় হোক্ ।

সত্যবতী । সে কি । যদি পাণ্ডবকুল নিশ্চল হয়—

অশ্বিকা । অশ্বালিকা কাঁদবে ।

অশ্বালিকা । জন্ম ।

সত্যবতী । আব যদি এই যুদ্ধে কোববকুল নিশ্চল হয়—

অশ্বালিকা । অশ্বিকা কাঁদবে ।

অশ্বিকা । ব'য়ে গেল ।

সত্যবতী । আব—আব—যদি উভয় কুল নিশ্চল হয় ।

অশ্বিকা । মা জীবনেব মন্দ দিকটাই কেবল ভেবে বুখা কেন
কষ্ট পাচ্ছেন ।

অশ্বালিকা । যখন কাঁদতে হয় কাঁদা যাবে । তা'ব এখন কি !

অশ্বিকা । সংসাবে দুঃখ তোমায় ধর্য্যাব জন্ত যুচ্ছে । তাকে ফাঁকি
দাও ।

অশ্বালিকা । কেবল ফাঁকি দাও ।

অম্বিকা । আর যদি দুঃখখারের উপর এসে পড়ে—

অম্বালিকা । হেসে উড়িয়ে দাও ।

অম্বিকা । যত পারো ।

অম্বালিকা । বাস্ ।

অম্বিকা । ঐ এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যাচ্ছে রে—দেখ্ দেখ্ দেখ্ !

অম্বালিকা । বাঃ বাঃ !

[উভয়ের প্রস্থান]

সত্যবতী । এই অনন্তরের চারু অনন্তযৌবন

বন্দী করে ব্যাধির ক্রকুটি, সন্ধি করে

জরার লুপ্তন সনে, সুপ্ত করে ভয়,

ব্যাপ্ত করে বিশ্ব এক আনন্দ সঙ্গীতে ।

এর কাছে কি ছার এ অনন্তযৌবন !—

অনমিত মেরুদণ্ড, অবিলোল দেহ,

অগলিত দন্তপাঁতি, অপলিত কেশ—

কি করিবে, যবে এই হৃদয় আশান ।

—বর বটে ঋষি !—যাহা ভুজঙ্গের মত

আমারে বেষ্টিয়া আছে । —বর ফিঞ্জে লও

ঋষিবর । আমারে এ কারাগার হ’তে

মুক্ত করে’ দাও । এই অস্ত্রঃসারহীন

জীর্ণ রম্য হস্তা—যাক্ ভেঙ্গে পড়ে’ যাক্ ।

শেষ কর রূপের এ ব্যঙ্গ অভিনয় !

তৃতীয় দৃশ্য ।

—:~::~:—

কৃষ্ণ একাকী গাহিতেছিলেন ।

গীত ।

আজি সেই বৃন্দাবন কেন মনে পড়ে হায় !
 আজি এ বিজন তীরে—সেই সব পুনরায় !
 সেই যমুনায় হাওয়া, সে সুবাসে ভেসে বাওয়া,
 সে নীরব পথ চাওয়া, সে শারদ জ্যোৎস্নার ।
 অথরে শুধু সে বাঁশি, অন্তরে শুধু সে হাসি,
 শুনি শুধু জলরাশি—উছলিত যমুনায় ।
 সেই সব সেই সব করি আজ অনুভব—
 কাহার নুপুর রব ঘুরে ঐ শোনা যায় ।

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । কি ধর্ম্মরাজ ! রাত্রিকালে সদলবলে যে আমার কাছে এসে
 উপস্থিত ? নিজেও যুমোবে না—আর কাউকেও যুমোতে দেবে না ।

যুধিষ্ঠির । তুমি যুমুচ্ছিলে নাকি বাস্তবদেব ?

কৃষ্ণ । যুমুচ্ছিলাম কি না জানি না !—তবে স্বপ্ন দেখেছিলাম । কি
 বধুর স্বপ্ন !—ভেঙে গেল ।—যাক্ । এখন স্বপ্ন একটা নিশ্চয়ই আছে ।

পঞ্চম অঙ্ক।]

ভীষ্ম।

[তৃতীয় দৃশ্য।

বৃথিষ্টির। খবর কিছু নাই।

কৃষ্ণ। তবে ?

বৃথিষ্টির। একটা মন্ত্রণা ক'র্তে এলাম।

কৃষ্ণ। রাজ্যে ?

বৃথিষ্টির। উপদেশ চাই।

কৃষ্ণ। চাও নাকি !—কি বিষয়ে ? উপদেশ আমি খুব দিতে পারি।

বৃথিষ্টির। একা ভীষ্মের হাতে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হয় যে বাহুবল !

কৃষ্ণ। ক্রমাগত পাণ্ডবসৈন্য ক্ষয়ই হ'চ্ছে বটে, সে কথা সত্য।

বৃথিষ্টির। এ যুদ্ধে আমাদের জয়শা নাই।

কৃষ্ণ। সেই রকম তু এখন বোধ হ'চ্ছে।

ভীষ্ম। তুমি শেষে এই কথা ব'লছো বাহুবল !

কৃষ্ণ। ব'লছি বৈ কি। তুমি না মহাবীর ? তোমার গদা কৈ ?
কি নীরব রৈলে যে ! গদা ! হুঃশাসনের রক্তপান ক'র্তে না ? কর।
—আর অর্জুন ! খাণ্ডবদাহন ক'রেছিলে যে ! বিরাট যুদ্ধ জয় ক'রেছিলে
যে ! আরও কি কি ক'রেছিলে। তোমার গাণ্ডীধ কি ঘুমুচ্ছে ?

ভীষ্ম। এ সময়ে ওরকম পরিহাস ভালো লাগে না বাহুবল।

কৃষ্ণ। উপাদেয় পরিহাস সব সময় মনে আসে না ভাই।—কি
ভায়া নকুল সহদেব—এক কোণে বসে' মিট মিট করে' চাইছ যে !

বৃথিষ্টির। এখন উপায় ? উপদেশ দাও বন্ধু !

কৃষ্ণ। তাই ত। সহদেব আমার বাঁশিটা দাও ত।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

যুধিষ্ঠির । বাঁশি কেন ?

কৃষ্ণ । অনেকদিন বাজাইনি । দাও ।

যুধিষ্ঠির । তা এই সময়ে—

কৃষ্ণ । মন স্থির ক'র্তে দাও ।

[কৃষ্ণ বাঁশি লইয়া খানিক বাজাইলেন—]

নকুল । আপনি যে বাঁশি বাজা'তে আরম্ভ করেন ।

সহদেব । বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে এর কোন রকম সংশ্রব দেখা যাচ্ছে না ।

কৃষ্ণ । [বাঁশি রাখিয়া গম্ভীর ভাবে] যুধিষ্ঠির ! ভীষ্ম জীবিত থাকতে এ পক্ষে জয়াশা নাই । আমি তবে দ্বারকায় ফিরে যাই ।

সহদেব । সোনার চাঁদ আর কি ! যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে তার পর সরে' প'ড়'বার যোগাড় !

নকুল । একে বলে—গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া ।

যুধিষ্ঠির । কেশব ! এ ঘোর বিপদে একা তুমি মাত্র ভরসা ।

কৃষ্ণ । আমি কি করব ? আমি ত এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরব না প্রতিজ্ঞা করে' এসেছি । আমার নারায়ণী সেনা বিপক্ষ-পক্ষে । অর্জুন মন দিয়ে যুদ্ধ কচ্ছে' না । আমি কি করব ?

যুধিষ্ঠির । . অর্জুন মন দিয়ে যুদ্ধ কচ্ছে' না ?

কৃষ্ণ । না । রণক্ষেত্রে আমার কেবল সারথ্য করবার কথা । তার চেয়ে বেশী করছি ।

ভীষ্ম । কি কচ্ছ' ! ছাই কচ্ছ' ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কৃষ্ণ । কচ্ছি না ! যুদ্ধের প্রারম্ভে আমি তিন ঘণ্টা কাল ধরে' রণক্ষেত্রে অর্জুনকে উপদেশ দিইছি । উপদেশ দেবার কোন কথা ছিল না । কিন্তু অতখানি উপদেশ বৃথাই গেল । অর্জুন হিম, অনড় । বাণ মাচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে যেন হাই তুলছে । নৈলে অর্জুন যদি যুদ্ধ করে—দেবরাজের কাছে যার অস্ত্রশিক্ষা, শিবের কাছে যে পাণ্ডপত অস্ত্র লাভ ক'রেছে, যে শত্রুশিক্ষায় ব্রহ্মচারী—ত জয় মুষ্টিগত ।—কিন্তু সে যদি যুদ্ধক্ষেত্রে বাহযুদ্ধ ছেড়ে আমার সঙ্গে কেবল বাণ্যুদ্ধ করে, তবে আমার বিদায় দাও ।

যুধিষ্ঠির । অর্জুন ! ভাই ! তুমি মন দিয়ে যুদ্ধ কচ্ছ'না ?

অর্জুন । আমি কি কর্ক দাদা ? জ্ঞাতিবধে আমার হাত ওঠে না, হৃদয় অবসন্ন হয় । আমি কি কর্ক দাদা !

কৃষ্ণ । হাত ওঠাও । অবাধ্য হৃদয়কে দৃঢ় কর ।

যুধিষ্ঠির । [কাতর ভাবে] অর্জুন !—

কৃষ্ণ । আর অর্জুনই বা কি কর্ক ! যুদ্ধের প্রারম্ভে তুমিই তর্ক করে' ওকে দমিয়ে দিলে । জ্ঞাতিবধ, জ্ঞাতিবধ করে' জ্বালাতন ক'লে ! যার বা প্রাপ্য, যার প্রতি যার যে কর্তব্য, আমি বলে' দেব । বিচাব' কর্কার তোমরা কে ? ভীষ্মবধ তুচ্ছ ব্যাখ্যার, অর্জুন যদি মনে করে ।

অর্জুন । ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু ।

কৃষ্ণ । তবে আর কি ! নিজা যাও ।—তর্ক কোরো না অর্জুন । নিজের কর্তব্য কর, ক্রোধধর্ম পালন কর । আব সব ভার আমার উপর ।

যুধিষ্ঠির । [সাহসেরে] অর্জুন !—

অর্জুন । আচ্ছা দাদা, তাই হবে ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

কৃষ্ণ । ইচ্ছামৃত্যুর বন্দোবস্ত আমি করছি । এসো মা ! তোমার একটা কাজ ক'র্ত্তে হবে । আচ্ছা কি ক'র্ত্তে হবে ভেবে পরে ব'ল'বো এখনই । এখন তোমরা যাও ।

[কৃষ্ণ ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

[কৃষ্ণ আবার বাঁশি বাজাইতে লাগিলেন]

ব্যাসের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । কেও ? ঋষিবর ব্যাস ?—প্রণাম চরণে ।

ব্যাস । ধন্ত তুমি ! পরমেশ ! কে পদে কাহার
প্রণমে ? তোমার প্রভু, লীলা বোঝা ভার । [প্রণাম]
প্রতারণা ! প্রতারণা ! নিত্য প্রতারণা !
একি করিতেছ তুমি দেব নারায়ণ !
দূর ভবিষ্যতে যদি অবোধ মানব
চলে সবে তোমার পদাঙ্ক লক্ষ্য করি'
ঢাকিয়া যাইবে পৃথ্বী প্রতারণাজালে ।

কৃষ্ণ । সাবধান নর ! তুমি মহুষ্য সসীম,
'অসীম ঈশ্বর । ভিন্ন ধর্ম্ম ছ'জন্যর ।
নিত্য আমি ক'ত হত্যা করি বিশ্বতলে,
মহুষ্য পতঙ্গ কীট—জানো কি মানব ?
মেধ ঋপদের খাদ্য ; ভেক ভূজঙ্গের ;
কীট পতঙ্গের ভক্ষ্য । এ ব্রহ্মাণ্ডময়
চ'লেছে সংগ্রাম নিত্য আত্মরক্ষা তরে ।
—এই ঈশ্বরের কার্য্য ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[তৃতীয় দৃশ্য ।

ব্যাস । কেন ?

কৃষ্ণ । সাবধান !

নরের অবোধ্য সেই উদ্দেশ্য মহান্ ।

ব্যাস । মানুষ কি তাহার বাহিরে ?

কৃষ্ণ । কভু নহে ।

এ মহা সংগ্রামে ব্যাস মানুষ একাকী

সমর্থ ছাড়িতে স্বার্থ । বাহিরে তাহার

বাহিরের সঙ্গে যুদ্ধ—স্বার্থের প্রসার ।

কিন্তু অতৃপ্ত তার দিয়াছি অন্তরে—

নিজ প্রবৃত্তির সঙ্গে নিজ প্রবৃত্তির ।

ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র আমি ; সারাংশ মানুষ ।

এ ছুঁকের ক্ষীর নর—এই পাদপের

পুষ্প সুকুমার । ব্যাস ! এ সৃষ্টি আমার ।

মানুষ মানুষ হ'লে হইবে তাহার

ঈশ্বরের চেয়ে বড় ।

ব্যাস । সে কি নারায়ণ !

ঈশ্বরের চেয়ে বড় মানুষ !!!

কৃষ্ণ । নিশ্চয় ।

অর্থাৎ সে মানুষ—মানুষ যদি হয় ।

ব্যাস । ওকি কৃষ্ণ ! তব চক্ষে জল, মুখে হাসি ।

কৃষ্ণ । শুনিবে মহর্ষি ব্যাস, বাজাইব বাঁশি ? [বাঁশী-বাদন]

চতুর্থ দৃশ্য ।

—:::—

স্থান—কুরুক্ষেত্র । কাল—রাত্রি ।

ভীষ্ম একাকী ।

ভীষ্ম । এ শূন্য জীবন আর ভালো নাহি লাগে ।
 দিনে দিনে ক্ষীণ হ'য়ে আসে পরমাযু ।
 দেখিয়াছি সহচর বন্ধু অল্পচবে
 নিমগ্ন হইতে ধীরে কালসিন্ধু-জলে ;
 আর আমি চলিয়াছি ভাসি' কালস্রোতে,
 ক্লান্ত অবসাদভারে, বিগতবৈভব
 শীর্ণ অবশেষ ল'য়ে ।—ধীরে অন্ধকারে
 ছেয়ে আসে জীবনের কর্মরঙ্গভূমি ।
 তুমারসম্পাতহিম শিথবে দাঁড়ানে
 দেখিতেছি অতীতের সান্ন উপত্যকা ।—
 আর ভালো নাহি লাগে এ রুদ্ধ নির্জ্বল ।

গান্ধারী ও কুন্তীব প্রবেশ ।

ভীষ্ম । কে ।

[উভয়ে প্রণাম করিলেন]

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

ভীষ্ম । কি সংবাদ কুন্তী ! পাণ্ডবের কুশল ত ?

কুন্তী । যথাসম্ভব কুশল । কুন্তী আমার পুত্রগণ আজ নিরুৎসাহ,
ভয়াকুল, ত্রিয়মাণ, নির্জীব ।

ভীষ্ম । কেন মা ?

কুন্তী । যুধিষ্ঠির জয়াশা ত্যাগ ক'রেছে । সে পুনরায় বনে যাবার
জন্ত প্রস্তুত হ'য়েছে ।

ভীষ্ম । কেন ? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যার পক্ষে, তার কিসের ভয় কুন্তী ?
কত মুনি ঋষি যাঁর চরণাশুভ্র ধ্যান করে' পায় না, তিনি যে দিকে স্নেহে
বাঁধা, তার আবার জয়াশা নাই ?

কুন্তী । কিরূপে জয় হবে দেব ? এই নয় দিনের যুদ্ধে সমস্ত সৈন্ত
কাতর, জর্জর । আর কয়দিন এ সৈন্ত আপনার শরাঘাতের সম্মুখে
দাঁড়িয়ে থাকবে দেব ? আমরা যুদ্ধে জয় চাই না । আমরা বনে, যাচ্ছি ।
তাই দিদির কাছে বিদায় নিতে এসেছিলাম ।

ভীষ্ম । কিন্তু তোমার পুত্র ধনঞ্জয় মহাবীর ।

কুন্তী । ধনঞ্জয়ের মত পৃথিবীর শত বীর একা ভীষ্মের সমকক্ষ নয় ।
একা ধনঞ্জয় কি ক'র্কে ?

গান্ধারী । মহামতি ! আপনি হুর্ঘ্যোধনের পক্ষ ত্যাগ করুন ।

ভীষ্ম । সে কি গান্ধারী !

গান্ধারী । জানি, আপনি কোরবের পিতামহ । কিন্তু আপনি
পাণ্ডবেরও পিতামহ । সংগ্রামে এক পৌত্রের পক্ষ হ'য়ে অপর পৌত্রের
বিপক্ষে অস্ত্রধারণ ভীষ্মকে সাজে না । আপনি হুর্ঘ্যোধনের পক্ষ
পরিত্যাগ করুন ।

২১২]

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

ভীষ্ম । তা পারি না গান্ধারী । হৃষ্যোধন রাজা । আমি প্রজা ।
রাজ্যে বিপদে তাকে রক্ষা করা প্রত্যেক প্রজার কর্তব্য ।

গান্ধারী । হৃষ্যোধন রাজা নয় । হৃষ্যোধন পরস্বাপহারী দস্যু ।
একজনের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে' রাজা উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেই
রাজা হয় না দেব ।

ভীষ্ম । সে কি গান্ধারী ! হৃষ্যোধন তোমার পুত্র ।

গান্ধারী । হাঁ হৃষ্যোধন আমার পুত্র ।—পিতা ! আপনি জানেন,
মাতার কাছে তা'র পুত্র কি জিনিষ ? সে তার দেহের শক্তি, নয়নের
দীপ্তি, অন্ধের যষ্টি, রোগীর ঔষধ, মুমূর্ষুর হবিনাম । সে তার জীবন-
মকভূমির নির্বর, সংসারসমুদ্রের তরণী, ইহজন্মের সর্বস্ব, পরজন্মের
আশা, জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যরাশি । সে তার যজ্ঞগায় স্রুষ্টি, শোকে সাস্থনা,
দৈন্ত্রে ভিক্ষা, নিরাশায় ধৈর্য্য ।—হৃষ্যোধন আমাব সেই পুত্র । কিন্তু যখন
সেই পুত্র জন্মের সত্যের বিবেকের ধর্ম্মেব বিপক্ষে,—তখন সে আমার
কেউ নয় । যখন সেই পুত্র পাপের সিংহাসনে বসে', অন্যায়ের রাজত্ব
ধরে', দুর্নীতির শাসন জগতে দৃঢ় করে,—তখন সে আমার কেউ নয় ।
যখন সেই পুত্র রাজ্যে অশান্তি, অরাজকতা উচ্ছ্রাবল অত্যাচার নিয়ে
আসে—তখন ইচ্ছা হয়—কি ব'লবো পিতা—তখন ইচ্ছা হয় যে আমি
আত্মহত্যা করি, তখন অহুতাপ হয় যে ছেলেবেলায় তাকে 'হুন থাইরে'
মারিনি কেন ।—পিতা ! আমি হৃষ্যোধনের জননী । আমি ব'লছি,
আপনি হৃষ্যোধনকে ত্যাগ করুন ।

ভীষ্ম । কিন্তু গান্ধারী ! আমি তার অন্ন খেয়েছি ।

গান্ধারী । 'এত বিনয় ! এ সাম্রাজ্য হৃষ্যোধনের নয়, হৃষ্যোধনের

[২১৩

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

পিতার নয়, এ সাম্রাজ্য ভীষ্মের।—হৃষ্যোধনের অন্ন আপনি খেয়েছেন !
না হৃষ্যোধন এতদিন ধরে' আপনার কুপাদত্ত অন্ন খাচ্ছে।—আর তাই
যদি হয়, অন্নদাতা যদি হত্যা ক'র্ত্তে বলে, আপনি কি তাই কর্ণেন ?

ভীষ্ম । এ হত্যা ?

গান্ধারী । এ হত্যা । আর এ একটা হত্যা নয়, এ সহস্র সহস্র
হত্যা । যুদ্ধ নাম দিলেই কি হত্যা আর হত্যা নয় । মহারাজ পাণ্ডুর
পুত্র পাণ্ডবেরা পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছে । মদোন্মত্ত হৃষ্যোধন উত্তর দিয়েছে
“বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ মৃত্তিকা দিব না ।” আর সেই দৃষ্ট স্বৈচ্ছাচার,
ধর্মবীর ভীষ্ম বাহুবলে প্রচার কচ্ছেন ।

ভীষ্ম । গান্ধারী ! বুঝতে পাচ্ছি—এ অত্যাচার । কিন্তু বিপদে
রাজাকে ত্যাগ ক'র্ত্তে পার্কে না । ভীষ্ম জীবন থাকতে কৃতল্প হ'তে
পার্কে না ।

গান্ধারী । কুন্তী ! দিদি !—এ অরণ্যে রোদন । ভীষ্ম বড় রাজভক্ত !
কর্ত্তব্যের জন্ত মাতা পুত্রকে ত্যাগ ক'র্ত্তে পারে, ভীষ্মদেব রাজাকে ত্যাগ
ক'র্ত্তে পারেন না । চল দিদি ! [প্রস্থানোদ্যত]

ভীষ্ম । দাঁড়াও ।

[উভয়ে দাঁড়াইলেন]

ভীষ্ম । না যাও । [গান্ধারী ও কুন্তী চলিয়া গেলেন । ভীষ্ম
পাদ্ধারণ করিতে লাগিলেন]

তাহাই হউক তবে ।—আত্মহত্যা পাপ ।

আগ্নি করিব সে পাপ, যাইব নরকে

স্থাপিতে ঋষ্মের রাজ্য এই ধরাতলে ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

সত্য কথা !—অধর্মের পক্ষে বটে আমি ।
—তথাপি—তথাপি—রাজভক্তি, কৃতজ্ঞতা—
উভয়ের পিতামহ—বিষম সংশয় !—
এ মহা অগ্রায়—আর ইচ্ছামৃত্যু আমি ।
—কিন্তু হেন সংঘটন আপন মৃত্যুর—
নহে কি সে আশ্চর্য্য । তাহাই হউক ।
—ওকে ! ওকে ছায়াবধী ?

ছায়াবধী । প্রতিহিংসা—

ভীষ্ম । প্রতিহিংসা !

ছায়াবধী । প্রতিহিংসা মম

কালি পূর্ণ হবে ভীষ্ম ক্রোধে তোমার ।

ভীষ্ম । কিরূপে ?—কোথায় যাও ? কহ সমাচার

আমার মৃত্যুর । কহ ।

ছায়াবধী । কালি পুনবায়

কুরুক্ষেত্র-রণস্থলে—পাইবে সাক্ষাৎ ।

[অন্তর্হিত]

ভীষ্ম । চলিয়া গিয়াছে মূর্ত্তি মিশা'য়ে তিমিরে ।

আশ্চর্য্য ! উত্তম । তবে আর দ্বিধা নাই ।

কৌরবকুলের প্রবেশ ।

দুর্যোধন । পিতামহ !

ভীষ্ম । [চমকিয়া] কে ?—কৌরব ?

কি সংবাদ ?

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[চতুর্থ দৃশ্য ।

হুৰ্যোধন । পিতামহ ! ধন্য শৌর্য্য তব

পলাইছে রণস্থল ছাড়িয়া পাণ্ডব ।

ঐ শুন পলায়ন-কোলাহলধ্বনি ।

ভীষ্ম । বৎস ! উহা পলায়ন-কোলাহল নহে,

ঐ ধ্বনি পাণ্ডবের উৎসব-কল্লোল ।

হুঃশাসন । উৎসব-কল্লোল !

ভীষ্ম । উহা করিছে সূচনা

ভীষ্মের পতন বণে, দশম দিবসে !

হুৰ্যোধন । ভীষ্মের পতন রণে ?

ভীষ্ম । হুৰ্যোধন ! তাই !

আজি শেষবার বলি—ক্লান্ত হও রণে ।

এখনও সময় আছে । নহিলে নিশ্চল

হইবে কৌরবকুল সমরে নিশ্চয় ।

শকুনি । ভীষ্মের বচন কত মিথ্যা নাহি হয় ।

হুঃশাসন । মাতুল !

শকুনি । বিজয়লক্ষ্মী বড়ই চঞ্চলা ।

ভীষ্ম । বৎস ! শেষবার বলি—ক্লান্ত হও রণে ।

হুৰ্যোধন । কখন না । পিতামহ ! দিব এই প্রাণ ;

কৌরবমর্য্যাদা নাহি দিব বলিদান ।

ভীষ্ম । এ দৈব !—সামান্য নর আমি কি করিব !

আমি দেখিতেছি দূরে—যে কাল অনল

অলিল সর্ম্মরে আজি ব্রাহ্মঘেবরূপী,

কুরুক্ষেত্র-রণস্থলে, কালে সে অনল
হবে ব্যাপ্ত পরিব্যাপ্ত সমগ্র ভারতে,
রাবণের চিতাসম যুগে যুগে তাহা
জলিবে অনন্ত কাল । জানিও নিশ্চয় ।

শকুনি । ভীষ্মের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ।

ভীষ্ম । ফিরে যাও স্ব স্ব গৃহে । স্মৃথে নিদ্রা যাও ।

[কৌরবগণের নতমুখে প্রস্থান]

ভীষ্ম । কিছুদিন হ'তে আশে পাশে দেখিতেছি
মরণের ছায়া । আজি আসিয়াছে ঘারে ।
শুনিয়াছি তাহার সে গভীর আহ্বান ।

ব্যাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । ভীষ্ম !

ভীষ্ম । একি ! বাসুদেব ! প্রণমি চরণে ।

, —ঋষির প্রণমি চরণে তব ।

ব্যাস । স্বস্তি ।'

কৃষ্ণ । বুঝিয়াছ কেন আমি শিবিরে তোমার,
গভীর নিশীথে ভীষ্ম !

ভীষ্ম । বুঝিয়াছি দেব !

লীলাময় তুমি অন্তর্যামী ভগবান্ ।

এই আত্মহত্যা পাপ, তোমার ইচ্ছায়,

—আশীর্বাদ কর—যেন ধোত হ'য়ে যায় ।

কৃষ্ণ । চেয়ে দেখ ব্যাস ! একি দেখেছ কখন ?—

এত বড় ত্যাগ ! হেন নিঃস্বার্থ জীবন ?

ব্যাস । দেবব্রত ! দেবব্রত ! এও কি সম্ভব !

ধন্য ভাই, ধন্য তুমি । ধন্য আমি ব্যাস,

—যে আমি তোমার গুরু । দেবব্রত ! আজি

শিষ্যের নিকটে গুরু ক্ষুদ্র হ'য়ে যায় ।

কৃষ্ণ । কহিতেছিলাম ব্যাস—ঈশ্বরের চেয়ে

মহৎ মানুষ—যদি মানুষ সে হয় ।

ভীষ্ম ! আমি নিৰ্ভীক ! চেয়ে দেখ তবু

আমার নয়নে জল ।—ভক্ত ! নরোত্তম !

পুণ্যশ্লোক ! মহাভাগ ! যোগী ! বীববর !

ত্যাগের আদর্শ ! পাপ স্পর্শবে তোমায় ?

সাধ্য তার ?—দেখ ঐ তব মহিমায়

তব পদতলে পাপ কেঁদে গলে' যায় ।

পঞ্চম দৃশ্য

—:::—

স্থান—রণক্ষেত্রপ্রান্ত । কাল—প্রদোষ ।

কৃষ্ণ, অর্জুন ও শিখণ্ডী ।

কৃষ্ণ । কি দেখিছ ধনঞ্জয় ! নির্বাক্ বিস্ময়ে
দাঁড়ায়ে সমরাজ্ঞে ? উঠ বথে বীব ।
যুদ্ধ কর ।

অর্জুন । কি আশ্চর্য্য দেবকীনন্দন !
দেখিতেছ বাসুদেব এই ।—

কৃষ্ণ । কি অর্জুন ?

অর্জুন । হেন যুদ্ধ দেখিয়াছ কতু কি যাদব ?
ঐ দেখ ভীষ্মেব জ্যামুক্ত শরজাল
করিয়াছে অবরুদ্ধ সূর্য্য-করজালে
প্রলয়ের মেঘসম আসি' । ঐ দেখ
অসির পিঙ্গল দীপ্তি খেলিছে বিহ্বল ।
একা ভীষ্ম যুদ্ধ করে শত ভীষ্ম প্রায়,
বজ্রসম হানে বাণ বক্ষে অরাতির ।
ঘিরিছে সহস্র সৈন্ত চারিদিকে তাঁর—
নিমেষে বাণের স্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

পড়ে ভূমিতলে । ঐ ঘন বায়ু বাজে
ঐ রণকোলাহল, মৃত্যুর কল্লোল,
সঙ্গে তুরঙ্গের হেঁচা, করীর বৃংহিত
ছাপিয়া উঠেছে ভীষ্ম কোদণ্ড-টঙ্কার ।
ভীষ্মেরও এ হেন যুদ্ধ কভু দেখি নাই ।

কৃষ্ণ । সতাই আশ্চর্য্য, পার্থ !

অর্জুন । ঐ দেখ পলাইছে পাণ্ডব-সংহতি ।

পশ্চাতে একাকী ভীষ্ম চালাইছে রথ,
মত্ত প্রভঞ্জনসম মেঘের পশ্চাতে ।
ক্ষীতবন্ধ, দৃঢ়মুষ্টি, আলীচরণ,
যুদ্ধ অঙ্গে স্নেহধারা দ্রুত বহে' যায়,
বন্ধ গুণ্ঠনযে মৃত্যু, নয়নে প্রলয়,
একি সে স্থবির ভীষ্ম কিংবা বজ্রপাণি !
ধনু পিতামহ ! ধনু ভীষ্ম ! ধনু বীর !
হেন যুদ্ধ—কি উল্লাস ! বুঝি ভীষ্ম আজি
ছাড়া'য়ে উঠেছে ভীষ্মে ।

নেপথ্যে । পালাও পালাও !

ধনুর্ক্ষাণহস্তে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ ।

যুধিষ্ঠির । অর্জুন ! এখানে !

কৃষ্ণ । কিছু বলিও না—পার্থ

করিতেছে উপভোগ সময় স্তম্ভর !

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[পঞ্চম দৃশ্য ।

যুধিষ্ঠির । অর্জুন ! অর্জুন !

অর্জুন । [চমকিয়া] দাদা !

যুধিষ্ঠির । এখানে কি হেতু ?

অর্জুন । ঋণিক বিলম্ব তরে ।

যুধিষ্ঠির । এদিকে নিশ্চূল

হইল পাণ্ডব-সৈন্য !

নেপথ্যে । পালাও পালাও ।

যুধিষ্ঠির । ঐ শুন আর্তনাদ !—ঐ দেখ চেয়ে

পাণ্ডববাহিনী ভেদি' বিদ্রোহের মত,

ঘর্ষরিয়া রথচক্র বিজয়-উল্লাসে

আসে বীর । পার্থ ! যুদ্ধে অগ্রসব হও ।

অর্জুন । এই যাইতেছি যুদ্ধে । কোন ভয় নাই ।

কৃষ্ণ । ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ধনঞ্জয় ?

অর্জুন । আজি তবে—

ভীষ্ম ও পার্থের মত সমরসংঘাতে

প্রলয় হইবে । রথ চালাও সারথি ।

কৃষ্ণ । শিখণ্ডী রহিও তুমি পার্থের সন্মুখে ।

দৃশ্য পরিবর্তন ।

যুদ্ধাঙ্গন—সমরবেশে ভীষ্ম ।

ভীষ্ম । এ নহেত শিখণ্ডীর বাণ !—অর্জুনের শর

বজ্রসম বাজে বক্ষে ।—হানো বাণ যত ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

পারো ধনঞ্জয় । বন্ধ দিতেছি পাতিয়া ।
আজ তবে শেষ । ‘বুথ চালাও সারথি
রণক্ষেত্র মধ্যস্থলে । সবার সম্মুখে
সমরে পড়িবে ভীষ্ম । দেখুক জগৎ ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

—:~:—

স্থান—কৌরবের অন্তঃপুর । কাল—সন্ধ্যা ।

অম্বিকা ও অম্বালিকা বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করিতেছিলেন ।

অম্বিকা । এই দশ দিন ধরে’ যে ক্রমাগত যুদ্ধ হ’চ্ছে,—তবু বিজয়-
লক্ষ্মী যে বড় চুপচাপ করে’ বসে’ আছেন !

অম্বালিকা । নিদ্রা যাচ্ছেন বোধ হয় ।

অম্বিকা । স্বপ্ন দেখছেন ।

অম্বালিকা । নাক ডাকছে ।

অম্বিকা । ভীষ্ম যুদ্ধ কচ্ছে’ন ?

অম্বালিকা । তা কচ্ছে’ন বৈ কি ।

অম্বিকা । এই দশদিন ধরে’ ?

অম্বালিকা । ক্রমাগত ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[বর্জ্য দৃশ্য ।

অম্বিকা । এই বুড়ো মানুষটাকে এরা অমর পেয়ে বড়ই বেশী খাটিয়ে নিচ্ছে !

অম্বালিকা । “অমর পেয়ে” কি রকম ! ভীষ্ম কি অমর ?

অম্বিকা । অমর বৈ কি !

অম্বালিকা । না, ইচ্ছামৃত্যু ?

অম্বিকা । সমানই কথা । ইচ্ছা করে’ কে ম’র্ত্তে চায় ?

অম্বালিকা । সত্য যদি সাধ করে’ কে এই পৃথিবী ছাড়তে চায় ?

—সে এত সুন্দর !

শ্রুতবসনা শ্রুতকেশা গান্ধারীর প্রবেশ ।

গান্ধারী । শুনেছি’ মা ?

অম্বিকা ও অম্বালিকা । কি মা !

গান্ধারী । এ কাল সমরে আজ ভীষ্মের পতন হ’য়েছে !

[অম্বিকা ও অম্বালিকা শ্রুতরমূর্ত্তির স্মৃতি দাঁড়াইয়া রহিলেন]

গান্ধারী । কি মা ! চূপ করে’ রৈলি যে ! একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে র’য়েছি’ যে !—যেন ছই পাষণ-প্রতিমা !—কঁদছি’ না মা ? ওরে তোরা চোঁচিয়ে কঁাদ—সঙ্গে আমিও কঁাদি । আমার কান্না আসছে না ! কে যেন কণ্ঠরোধ ক’রেছে । কঁাদ মা !

অম্বিকা । গান্ধারী—

গান্ধারী । কি !—থেমে গেলি যে ! কথা ক’ ! কঁাদ ! কি হ’য়েছে বুঝতে পেরেছি’ !—তবু কঁাদলিনে মা ! [অম্বালিকাকে] !—কৈ ! ঐ যে ঠোঁট নড়ছে ! কি বলছি’ ? আরও চোঁচিয়ে, আরও চোঁচিয়ে ! এই শ্রলয়ের ঝড়ে কিছু শুন্তে পাচ্ছি না । আরও চোঁচিয়ে !

[২২৩

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

অম্বিকা । ভীষ্মের পতন হ'য়েছে ? পৃথিবীতে ভীষ্ম নাই ?

গান্ধারী । আছে—রণক্ষেত্রে উত্তরায়ণের অপেক্ষায় ভীষ্মদেব শর-
শয্যায় শুয়ে আছেন । মৃত্যু এখনও তাঁকে স্পর্শ ক'র্ত্তে সাহস করেনি!
দূরে দাঁড়িয়ে আছে । কিন্তু তার পর ?

অম্বালিকা । তার পর !

গান্ধারী । জানি না । ভীষ্মের মৃত্যুর পরে কি হবে জানি না ।
ঐ আকাশ কি ঐ রকম নীল থাকবে ? বাতাস বৈবে ? মানুষ হেঁটে
বেড়াবে, কথা কহিবে ? আর আমবা !—আমরা বেঁচে থাকবো ?

অম্বিকা । কি হোল বোন্ ।

অম্বালিকা । কি হোল দিদি !

গান্ধারী । এই দীর্ঘ শূন্য শুষ্ক জীবন পরের জন্তই বহন
ক'রেছো—আব আজ মূ'লে তাও পরের জন্ত ! এত বড় জীবন, এত-
খানি মমতা, এতখানি শক্তি সব পবের জন্ত ! আর নিজের জন্ত
—শুধু অক্ষয় কীর্ত্তি ।

অম্বিকা । এ কি ! এ যে দুঃখভারে বুয়ে প'ড়ে যাচ্ছি, মাটির
সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছি । কোথায় গেল ঋষির বর—সেই হর্ষ, সেই দীপ্তি,
হৃদয়ের সেই অনন্ত যৌবন, যার শক্তিবলে পতির বিরোগ দুঃখ হেসে ঘাড়
পেতে নিয়েছিলাম, জরার উপর এতদিন রাজত্ব ক'রে এসেছিলাম !—বোন্ !

অম্বালিকা । কখন কাদিনি ! তাই দুঃখের সেই নিরুচ্ছ্ব বারিবাপি
এসে এ হৃদয় ভেঙ্গে চূরে ভাসিয়ে দিয়ে যায় যে দিদি !—

অম্বিকা । কাদ চোঁচিয়ে কাদ । দুঃখ অশ্রু হ'য়ে নেমে যাক,
চীৎকারে চারিদিকে ছুড়িয়ে পড়ুক ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

তীর্থ ।

[বঠ দৃশ্য ।

গান্ধারী । ও কে ?

স্ববির সত্যবতীর প্রবেশ ।

সত্যবতী । ওরে ! তোরা আছিস্ ?

গান্ধারী । এ যে সত্যবতী !—একি ! এক মুহূর্ত্তে স্ববির ! সেই
অনন্ত-যৌবনা—

সত্যবতী । কৈ ! কেউ নাই !

অম্বিকা । এই যে আমরা আছি মা !

সত্যবতী । অম্বালিকা !

অম্বালিকা । এই যে মা !

সত্যবতী । কৈ দেখতে পাচ্ছি না তুত ।

গান্ধারী । এ কি ! অন্ধ !

সত্যবতী । অম্বিকা ! অম্বালিকা ! ত্রোথায় তারা !

উভয়ে । এই যে মা আমরা !

সত্যবতী । হাঁ মা বলে' ডাক্ । মা বলে' ডাক্ । [স্বীয় বন্ধে
হাত দিয়া] 'এই জায়গায় ।—এই জায়গায়—ডাক্ ! ডাক্—মা বলে'
ডাক্ ! যেমন সে' ডেকেছিল । সে আমার একদিন মা বলে'
ডেকেছিল । তার পর—

অম্বিকা । মা সাধনা দাও মা ।

গান্ধারী । আজ কে কাকে সাধনা দেয় !

সত্যবতী । আর মা কোলে আর ! বন্ধে আর !—কোথা আছিস্
তোরা ? দেখতে পাচ্ছিনে !—বন্ধে আর মা ! [সরোদনে] বন্ধে আর মা !

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[বর্ষ দৃশ্য ।

তোদের বক্ষে জড়িয়ে ধরে', ঘুমিয়ে পড়ি । [উভয়কে বক্ষে জড়াইয়া]
কৈ ! শীতল হয় না ত । জ্বলে' গেল ! জ্বলে' গেল !—ওঃ !

গান্ধারী । দিদি !

সত্যবতী । কে গান্ধারী ! আছিহু ? বেচে আছিহু ? বেশ
হ'য়েছে ! আর তিন পুরুষ একসঙ্গে চোঁচিয়ে কাঁদি । এক সঙ্গে—
এক সুরে ।—[সুরে]

সে যে আমার নিখিল জগৎ,

সে যে আমার অন্তঃস্থল ;

সে যে আমার মুখের হাসি,—

সে যে আমার চোখের জল ।

সে যে আমার—সে যে আমার—সে যে আমার—

ওঃ ! জ্বলে' গেল ! জ্বলে' গেল !

সে যে আমার বুকের আঁল,

সে যে আমার গলার হার ;—

সে যে আমার—টানের আলো,

সে যে আমার অন্ধকার ।

সে যে আমার—

সঙ্গে সঙ্গে গা অস্থিকা, গা অস্থালিকা' ।—

সে যে আমার হৃথের বরণ,

সে যে আমার স্তনের গান ;

সে যে আমার নিশার প্রভাত,

সে যে আমার অবসান ।

সে যে আমার—

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[ষষ্ঠ দৃশ্য ।

[হাততালি দিয়া ভঙ্গী সহকারে]

সে যে আমার ইহ জীবন,

সে যে আমার পরগার—

সে যে আমার বিজয় ভেরী,

সে যে আমার হাহাকার ।

সে যে আমার—সে যে আমার—

—বৎস ! প্রাণাধিক পুত্র আমার !

গান্ধারীব আলিঙ্গনে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।

অশ্বিকা ও অম্বালিকা । [বেবিষা] মা ! মা !

গান্ধারী । বীণার তাব ছিঁড়ে গিয়েছে, মৃত্যু হ'য়েছে ।

অশ্বিকা ও অম্বালিকা । [একত্রে] মৃত্যু হ'য়েছে ?

গান্ধারী । মৃত্যু হ'য়েছে ।

অম্বালিকা অশ্বিকা একদৃষ্টে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিলেন !

সপ্তম দৃশ্য ।

স্থান—সমরাস্থান । কাল—প্রভাত ।

অর্জুন ও শিখণ্ডী চলিয়া যাইতেছিলেন ।

শিখণ্ডী । সমরে প'ড়েছে ভীষ্ম । কাতর কি হেতু

তবে তুমি ধনঞ্জয় ? মুহূর্ত্তমানসম,

চলিছ হৃর্বল পদে, ঝলিছে চরণ !

অর্জুন । শিখণ্ডী ! হৃদয় মম বড়ই হৃর্বল ।

অন্তরে বাজিছে সেই এক ভগ্ন ধ্বনি—

“কি করিলি ধনঞ্জয় । যেই বক্ষ'পরি

শূয়ে নিজা যাইতিস, সেই বক্ষে তুই

কেমনে হানিলি বজ্র ?”—পিতামহ যবে

দেখিলেন পৌত্র করে ভীক্ষু-শরাস্রাত

বৃদ্ধ পিতামহ-বক্ষে ; বড় অভিমানে

রাখিলেন ধনুর্বাণ ; দিলেন প্রসারি'

প্রসারিত লোলবক্ষ । লক্ষ করি নাই

রণোন্মত্ত আমি তবে ।—অর্জুনের শরে

নিহত ভীষ্মের হত্যা !

শিখণ্ডী ।

কে বলিল বীর ?

ভীষ্ম ত আমার শরে পড়িত সমরে ।

অৰ্জুন । শিখণ্ডী ! যখন নিয়ে নিখাত পৰ্বত,

তৰ্জ্জ্বনীর স্পর্শমাত্র হয় ভূমিসাৎ ।

শিখণ্ডী । বৃথা ক্ষোভ । ঘটয়াছে যাহা ঘটবার ।

অৰ্জুন । দেখিলে না বীরবর ! পড়িলেন আজি

সমরে কিরূপ ভীষ্ম ? যেন জ্যোতিষ্মান্

প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্য থসিয়া পড়িল ।

কাঁপিয়া উঠিল বিশ্ব, সহসা আকাশ

প্রলয়ের অন্ধকারে ছেয়ে গেল । স্বর্গে

দেবতার হাহাকার স্পষ্ট শুনিলাম ।

আর [রুদ্ধকণ্ঠে]—চল যাই পিতামহ সন্নিধানে ।

শিখণ্ডী । [যাইতে যাইতে] ভীষ্মের পতনে আজি কেন এ উল্লাস

অন্তরে আমার পার্থ ? কে যেন কহিছে

কর্ণে মম “পূর্ণ তব প্রতিহিংসা আজি ।”

—একি পার্থ ?

অৰ্জুন । সে কি স্বীর ?

শিখণ্ডী । যাইব না আমি ।

তুমি যাও ধনঞ্জয় !

অৰ্জুন । সে কি বীরবর ?

শিখণ্ডী । পারিব না ।—পারিব না । যাও ধনঞ্জয় !

[উভয়ের বিপরীত দিকে গ্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য ।



স্থান—কুরুক্ষেত্র । কাল—সন্ধ্যা ।

শরশয্যা'পরি ভীষ্ম ।

সন্মুখে পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষ সকলে দণ্ডায়মান ।

দ্রোণ । পাণ্ডব কৌরবকুল ! বৎসগণ ! আজ
প্রকাণ্ড হত্যার লীলা আরম্ভ হইল ।
সমরে প'ড়েছে ভীষ্ম ! • কালের করাল
কৃষ্ণ ধারাপাতে লিখ কৃধির অক্ষরে
প্রথমে ভীষ্মের স্তম্ভ । গীত্র পূর্ণ হবে
এ কৃষ্ণ তালিকা ।

বিহ্বর । কোন চিন্তা নাই । কেহ
রহিবে না কুরুক্ষেত্রে এ কালসমরে ।
কৃপাচার্য্য । ভীষ্মের পতন আজি করিছে স্মৃতি
এ যুদ্ধের ভাবী পরিণাম ।

যুধিষ্ঠির । পিতামহ !
অত্যধিক হইছে যত্নগা ?

ভীষ্ম । কিছু নহে ।
—হৃষ্যোধন !

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[অষ্টম দৃশ্য ।

হৃষ্যোধন । পিতামহ !

ভীষ্ম । রুলিয়া পড়িছে শির, দাও উপধান ।

[হৃষ্যোধন অত্যন্তম উপধান আনিয়া ভীষ্মের মস্তকের নীচে দিলেন]

ভীষ্ম । [তাহা সরাইয়া সহাস্ত্রে]

ভীষ্মের এ উপধান !—অর্জুন ! অর্জুন !

[অর্জুন স্বীয় তুণ ভীষ্মের মস্তক-তলে রাখিলেন]

ভীষ্ম । অর্জুন ভীষ্মেরে চিনে !—কি বল অর্জুন !

অর্জুন । পিতামহ ক্ষমা কর । ঘুরিছে মস্তক ;

দেখিতেছি অন্ধকার ।

ভীষ্ম । না না বৎস, তুমি

ধনঞ্জয় ! সাধিয়াছ কর্তব্য আপন,

আমি যাহা করি নাই । হৃষ্যোধন ! জল—

হৃষ্যোধন । [স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া]

পান কর বারি পিতামহ !

ভীষ্ম । এই বারি !—

দাও বারি ধনঞ্জয় !

[অর্জুন গাণ্ডীবে শরসংযোজনা করিয়া পৃথিবী বিদ্ধ করিলেন ।

তখন ভোগবতী-জল উৎস-আকারে উঠিয়া ভীষ্মের মুখে ছড়াইয়া পড়িল]

ভীষ্ম । ভৃগু হইলাম !

উদ্ভাস্তভাবে গাঙ্কারীর প্রবেশ ।

গাঙ্কারী । পিতা পিতা । [জড়াইয়া ধরিলেন] কোথা যাও

ভীষ্মদেব ?—করি' নিঃস্ব এই বিশ্বতলে ।

কোথা যাও মহাভাগ ! অন্ধকার করি'
 এই দীন মর্ত্য ভূমে ! যাইও না—পিতা ।
 মানবগৌরব-রবি ! কোরবকল্যাণ !
 আমার সন্তানকুল করেছে আশ্রয়
 তোমারে, তোমারই দেব মুখ চেয়ে আছে
 বিপদসাগরে এই মহা ঝটিকায় ;
 তাহাদের একা ফেলে কোথা যাও দেব !

ভীষ্ম । শাস্ত হও মা গান্ধারী ! তোমারে কি সাজে
 এই অধীরতা—তুমি শত পুত্রবতী ।

গান্ধারী । কিন্তু এ যে শত পুত্র শোকের অধিক ।
 কোরবসহায় তুমি চিরদিন পিতা ।
 —মা না যাইও না । উঠ ! ধর ধনুর্কোণ ।
 —কোরবের শত্রুকুল ভস্ম করে' দাও ।

ভীষ্ম । শোক করিও না ! ধর্ম হইয়াছে জয়ী !
 গান্ধারী ! উৎসব কর ।

গান্ধারী । সত্য কথা পিতা ।
 ধর্ম হইয়াছে জয়ী—কোন দুঃখ নাই ।
 বাজাও বিজয় বাজ । দ্রোণে বলি দাও,
 কর্ণে বলি দাও, দুর্য্যোধনে বলি দাও,
 ধর্ম জয়ী হোক ! পিতা ! কোন দুঃখ নাই ।

গঙ্গার প্রবেশ ।

গঙ্গা । কৈ বৎস দেবব্রত ! বৎস ! দেবব্রত !

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[অন্তিম দৃশ্য ।

ভীষ্ম । কে ডাকিছ সেই প্রিয় পরিচিত স্বরে,
শৈশবের পুরাতন সেই নাম ধরি' ;
ডাকিতেন যেই নামে জননী আমার ?

গঙ্গা । আমি সে জননী তোর ।

ভীষ্ম । প্রণামি চরণে । [প্রণাম]
পাণ্ডব কৌরবকুল ! প্রণম চরণে !
[সকলে প্রণাম করিলেন]

গঙ্গা । কে হেনেছে মৃত্যুবাণ অস্ত্রায় সমরে,
আমার পুত্রের বক্ষে ।

কুন্তী । অস্ত্রায় সমরে নহে ;
শ্রায় যুদ্ধে হইয়াছে ভীষ্মের পতন ।

গঙ্গা । হেন বীর জন্মে নাই এই ত্রিভুবনে,
শ্রায় যুদ্ধে বধ করে সন্তানে আমার ।
হেন পুত্রে গর্ভে ধরি নাই !—কে আমার
পুত্রহস্তা ! কহ ।

অৰ্জুন । [আগ্রসর হইয়া আসিয়া]
আমি সেই নরাধম ।

গঙ্গা । তুমি ? তুমি কুজ বীর ? শ্রায়যুদ্ধে তুমি
সাধিয়াছ ভীষ্মের নিধন ? অসম্ভব ।
—যে হানিল মৃত্যুবাণ, অস্ত্রায় সমরে
আমার পুত্রের বক্ষে, স্বীয় পুত্রশোকে
দহিবে সে, দিলাম এ অভিশাপ আমি !

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[অন্তিম দৃশ্য ।

ভীষ্ম । কি করিলে ! কি করিলে ! জননী জাহ্নবী !

ফিরে লও অভিশাপ ।

অৰ্জুন । না না পিতামহ ।

—দাও অভিশাপ দেবি জননী জাহ্নবী ।

যত চাহো, যত পারো, দাও অভিশাপ ।

পুত্রশোক তুচ্ছ অতি । শত পুত্রশোক

সম বাজে এই হৃৎথ হৃদয়ে জননী—

যে আমি ভীষ্মের হস্তা ! দাও অভিশাপ,

যত পারো দাও হৃৎথ, এ মহাহৃৎথের

বিরাট অনলকুণ্ডে ;—ভস্ম হ'য়ে যা'বে ।

—পিতামহ—[স্বর বন্ধ হইল]

ভীষ্ম । শাস্ত হও বৎস, ধনঞ্জয় !

কেহ করে নাই বধ । ইচ্ছামৃত্যু আমি !

—জননী বিদায় দাও ।

গন্ধা । যাও নরোত্তম !

স্বীয় ধামে ফিরে যাও । বৎস দেবব্রত

প্রাণাধিক ; দেব তুমি দেবের মতই

করিয়াছ মর্ত্যভূমে জীবন ধারণ—

অনাসক্ত, নিরুল্লস, হৃর্জয়, উজ্জল ।

যাও বৎস ! শিরে লহ মাতৃপদধূলি ।

[প্রস্থান]

ভীষ্ম । কোরব পাণ্ডবকুল ! রাজি সমাগত ।

অন্ধকার হ'য়ে আসে ।—গৃহে ফিরে যাও ।

উন্মুক্ত সমর-ক্ষেত্রে, শরশয্যা'পুরি
একাকী জাগিব আমি । গৃহে ফিরে যাও !
মা গান্ধারী !—কোরব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর ।

গান্ধারী । পাণ্ডব কোরবকুল গৃহে ফিবে চল ।

[সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল ; অন্ধকার হইয়া আসিল]

ভীষ্ম । আজ তুমি দেখা দাও হে করুণাময় ।

জগতের গুরু কৃষ্ণ ! পাণ্ডীর আশ্রয় ।

পাণ্ডী আমি ! নরাদম আমি । দেখা দাও ।

জীবনের মরণেব এই সন্ধিস্থলে,

ভয়ানক গভীর মুহূর্ত্তে—এ সঙ্কটে

এসে দেখা দাও নাথ ! দৈথিতেছি আমি

সম্মুখে দিগন্তচূষী সমুদ্রে অসীম ;

তুনিতেছি সমুদ্রের তরঙ্গগর্জন ।

দেখা দাও দেখা দাও দয়াময় হরি !

ঐকৃষ্ণের আবির্ভাব ।

কৃষ্ণ । আমি আছি দেবব্রত । কোন ভয় নাই ।

ভীষ্ম । এই যে আমার কৃষ্ণ । দয়াময় হরি !

অস্তিমে দেখাও পথ, দাও পদতরী ।

কৃষ্ণ । হে ত্যাগী সন্ন্যাসী ভীষ্ম ! যোগী ! কৰ্ম্মবীর !

ঐ দেখ উদ্ভাসিত ধর্ম্মের মন্দির

কালের গগনচূষী শিখরে বিরাজে ।

পঞ্চম অঙ্ক ।]

ভীষ্ম ।

[অষ্টম দৃশ্য ।

ঐ উঠে ধূপ, শুন্ ঐ শব্দ বাজে ;
চলে' যাও ত্যাগী ধীর—কোন চিন্তা নাহি ;
তরঙ্গী প্রস্তুত তীরে । চলে' যাও বাহি'
স্বীয়পুণ্যক্রবজ্যোতিরালোকিত পথ ।
—তোনার অক্ষয় কীর্তি ঘোষিবে জগৎ ।

সুবানিকা পতন ।

—

